বিজ্ঞাপন।

বারাসতের বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের ব্যবহারার্থে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ইহা প্রকাশিত হইলে শিক্ষার্থিদিগের পাঠযোগ্য হইতে পারিবে এই বোধে মুদ্রাঙ্কিত হইল। বঙ্গভাষায় বিরচিত যে সমস্ত ভূগোল এক্ষণে বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। যদি ইহার দ্বারা সেই অসম্পূর্ণত্ব পূরণ হয়, এবং বালক বালিকাদিগের শিক্ষার কিছু মাত্র সাহায্য হয়, তবে সংগ্রহকারের শ্রম সার্থক হইবে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করা আবশ্যক, যে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চূড়ামণি মহাশয় ইহার রচন বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছেন।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	২০, ৩	রস্মি	রশ্মি
৭	৩	ন্নূনাতিরিক্ততা	ন্যূনাতিরিক্ততা
৮	৫	পাসিকিক	পাসিফিক
৮	১২	কোটিরেখা	কটিরেখা
৯	৮	থা	যথা
১৪	১	হিন্দু	হিন্দ্
২১	১৮	২৬	২৪
২৩	১২	তামসন	তামাসন
২[illegible]	২০	নরবলী	নরবলি
[illegible]৬	২	প্রভৃত	প্রভৃতি
[illegible]৯	২	দ্রৌপত্রীর	দ্রৌপদীর
[illegible]৭	১১	পৃথ্বী	পৃথিবী
[illegible], ৬৯, ৭৭	১৬, ২, ৭,	পাঠ	পাট
[illegible]০	৫	বিশিষ্ঠ	বশিষ্ট
[illegible]৫	১	তন্ত্বাবধান	তত্ত্বাবধান
[illegible]৭	৬	বলিন	বর্লিন
৬১	১৯	সত্বেও	স্বত্বেও
৬২	৯	রাজস্য	রাজস্ব
৬৭	৭	কর্ম্মষ্ঠ	কর্ম্মঠ
৬[illegible]	৬	১৭	৩৭
৭৫	১১	লক্ষ	লক্ষ ইং মাং
৮০	৯	ফেরো	কেরো
৮১	৪	মনরেবিয়া	মনরেবিয়া
৮৪	১১	বৃতান্ত	বৃত্তান্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৮	১১	এক	১॥
৮৯	১৮	সৈন	সৈন্য
১০১	৫	করিয়	করিয়া
১০৪	৪	আমেরিকাই	আফ্রিকাই
১১০	১৮	চতুষ্পদ	চতুষ্পদ তন্মধ্যে
১১৩	১৯	সংখ্যা।	সংখ্যা। [illegible] পাখির মধ্যে
১১৫	৫	সরীসুপ	সরীসৃপ
১১৬	৩।৪	মহোউপকারী	মহোপকারী
১১৯	৯	লেকেরা	লোকেরা
১২৭	১৯	চতুর্ব্বণের	চতুর্ব্বর্ণের
১৩২	১৫	সামাম্য	সামান্য
১৪১	১৯	দূত ক্রীড়ায়	দ্যূতক্রীড়ায়
১৪২	১২	উর্ব্বরা	উর্ব্বরা
১৪৫	৫	তাচ্ছীল্য	তাচ্ছিল্য

২৬ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তির করিলে শব্দের পর। এবং ইংরেজ রাজ প্রতিনিধি কোর্টআব ডিরেক্টর তাহাতে সম্মত হইলে,

---

ভূগোল

পৃথিবীর আকার।

অসীম আকাশমণ্ডলীমধ্যে অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি পদার্থ সকল শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছে। তন্মধ্যে অস্মদাদির বাসস্থান এই পৃথিবী একটী গ্রহ মাত্র। ইহার আকার বাতাবী লেবুর ন্যায় প্রায় গোল, উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে কিঞ্চিন্মাত্র চাপা আছে।

পৃথিবী যে গোলাকার তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যে সকল অনায়াসে বোধগম্য হয় তাহা নিম্নোভাগে লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথম, ইউরোপীয় কোন কোন নাবিক জাহাজারোহণপূর্ব্বক পশ্চিম অথবা পূর্ব্বদিকে গমন করত মুখ না ফিরাইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে আগত হওয়ায় ইহার পূর্ব্ব পশ্চিমের গোলত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এপ্রকার প্রদক্ষিণ করিতে পারিলে পৃথ্বী সর্ব্বতোভাবে গোলাকার স্থিরীকৃত হইত।

কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে হিমের আধিক্য প্রযুক্ত মনুষ্য ও জাহাজের গমনাগমন করা অসাধ্য, একারণ ইহার আকার ঢোল বা ঢাকের ন্যায় বোধ হইতে পারে, কিন্তু পশ্চাল্লিখিত প্রমাণে এভ্রম খণ্ডন হইতে পারিবেক।

দ্বিতীয়, পৃথিবীর উত্তর দিক্‌হইতে দক্ষিণে, অথবা দক্ষিণহইতে উত্তর দিকে, অধিক দূর গমন করিলে নূতন নূতন তারা দেখা যায়, এবং পূর্ব্ব দৃষ্ট তারা সকল ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়, একারণ উত্তর দক্ষিণের গোলত্ব বিশেষ রূপে প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে; যদ্যপি ব্যতিক্রম ঘটিত তবে অবশ্যই উত্তর দক্ষিণস্থ তারা সকল এক কালে দৃষ্টি পথে পতিত হইত।

তৃতীয়, কোন বৃহৎ অর্দ্ধবৃত্তাকার মৃত্তিকারাশির এক দিকে বৃক্ষ ও অন্য দিকে এক মনুষ্য দণ্ডায়মান থাকিলে সে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষের দিকে গমন করিলে প্রথম তাহার অগ্র ভাগ মাত্র দেখিতে পায়, এবং যত ঐ মৃত্তিকারাশির ঊর্দ্ধ ভাগে উঠে, ততই বৃক্ষের নিম্নভাগ, অবশেষে মূল পর্য্যন্ত অবলোকন করিতে পারে।

তদ্রূপ পর্ব্বত সমুদ্র অথবা নদীর তীরস্থ হইয়া, যে কোন দিক্‌হইতে হউক না কেন, কোন আগন্তুক জাহাজ নিরীক্ষণ করিলে প্রথমতঃ মাস্তুল মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, এবং ক্রমশঃ যত নিকটস্থ হয় ততই অন্যান্য অঙ্গ, পরিশেষে জলা পর্য্যন্তও দেখা যায়। একারণ পৃথিবী যে

সর্ব্বাংশে গোল তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস্য। যদি ইহার অন্যথা হইত, তবে অবশ্যই এক বা অন্য দিকে ঐ সমুদ্র-যানের আপাদ মস্তক এক কালে নয়নগোচর হইত সন্দেহ নাই।

চতুর্থ, সর্ব্বতোভাবে গোল বস্তু ভিন্ন আর কোন বস্তুর ছায়া সকল অবস্থায় গোলাকার হয় না। জ্যোতির্ব্বিদেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে পৃথ্বীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। কখন চন্দ্রগ্রহণ কালীন ঐ ছায়া সম্পূর্ণরূপে গোল বা গোলাকারের অংশ ভিন্ন দেখা যায় নাই, একারণ পৃথ্বী যে গোল তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পৃথ্বীর ফল।

পৃথ্বী গোলাকার এইজন্য ইহার সকল স্থলে এক কালে সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হয় না।

যখন এই দেশে প্রাতঃকাল হয় তখন অন্য কোন দেশে মধ্যাহ্ন, কোন দেশে অপরাহ্ন, কোন দেশেও রাত্রি হইয়া থাকে।

ক্রণোমিটর নামক ঘটিকাযন্ত্র, অথবা ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ দ্বারা নিরূপণ করা যায় যে এই স্থানে সূর্য্যোদয়ের এক ঘটিকা পরে ১০৩৬ মাইল পশ্চিমে রবি প্রকাশ পায়।

২৪ ঘটিকা মধ্যে ক্রমশঃ পৃথিবীর পূর্ব্বপশ্চিম সমুদয় পরিধি, অর্থাৎ বেড়, সূর্য্যের আলোকে প্রদীপ্ত হইলে পুনর্ব্বার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে।

অতএব দুই স্থানের পরস্পর সূর্য্যোদয়ে যদ্যপি এক ঘটিকার ভিন্নতায় ১০৩৬ মাইলের অন্তর হয়, তাহা হইলে ২৪ ঘটিকায় ২৪৮৬৪ মাইল অন্তর হইবে, অতএব পৃথ্বীর পরিধি ২৪৮৬৪ মাইল।

যেমন কোন গোলাকার বস্তুর পরিধিকে ৭ গুণ করিয়া ২২ ভাগ করিলে তাহার স্থূল ব্যাস জানা যায়, এবং ব্যাসের বর্গ করিয়া ২২ দ্বারা গুণিত ও ৭ দ্বারা বিভক্ত করিলে পৃষ্ঠজ ফল, অর্থাৎ উপরিভাগের কালি, প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপে পৃথ্বীর ফলানয়ন করিলে পৃথিবীর স্থূল ব্যাস ৭৯১২ মাইল হয়, এবং পৃষ্ঠজ ফল ১৯৬৬২৮৯৩ ইস্কয়ার মাইল হয়।

পৃথ্বীর রেখা ও ভাগ।

মানচিত্রের উপরিভাগ উত্তর, নিম্নভাগ দক্ষিণ, দর্শন-কারীর দক্ষিণ দিক্ পূর্ব্ব, ও বাম দিক্‌কে পশ্চিম কহা যায়।

ভূবেত্তারা পৃথ্বীর পরিধিকে ৩৬০ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে ডিগ্রি বা অংশ কহেন। এবং ঐ প্রত্যেক ডিগ্রিতে ৬০ মিনিট, এক এক মিনিটে ৬০ সেকেণ্ড হয়। ইহাদিগের সাঙ্কেতিক চিহ্ন যথা (০) ডিগ্রি (´) মিনিট (´´) সেকেণ্ড।

ভূচিত্র অবলোকন করিলে ইহার মধ্যস্থলে পূর্ব্বপশ্চিমে যে এক বৃহৎ রেখা যায়, তাহাকে বিষুব রেখা কহে। এই রেখাদ্বারা পৃথ্বী উত্তরদক্ষিণে দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়।

বিষুব রেখাহইতে ২৩ ডিগ্রি ৩০ মিনিট উত্তরস্থ এক রেখাকে কর্কট রেখা কহে। এবং ২৩ ডিগ্রি ৩০ মিনিট দক্ষিণস্থ অন্য এক রেখাকে মকর রেখা কহা যায়। বিষুব রেখাহইতে ৬৬ ডিগ্রি ৩০ মিনিট উত্তরে অপর এক রেখাকে উত্তর হিম রেখা ও ৬৬ ডিগ্রি ৩০ মিনিট দক্ষিণ অন্য এক রেখাকে দক্ষিণ হিমরেখা কহে।

সূর্য্যরশ্মি যে স্থানে সম সূত্রপাত ন্যায়ে, অর্থাৎ ঠিক সোজা, এবং দীর্ঘকাল পতিত হয়, ঐ স্থান অধিক উত্তপ্ত

হয়। পৃথিবীতে সম সূত্রপাতী ঐ তেজঃ কর্কট ও মকর রেখার অভ্যন্তরেই পতিত হয়। তজ্জন্য ঐ স্থান সাতিশয় উষ্ণ এবং ক্রমশঃ যত কেন্দ্রদ্বয়ের নিকটস্থ হয়, ততই সূর্য্যরশ্মি তির্য্যক অর্থাৎ বক্রভাবে পতিত হওয়ায় উত্তাপের ন্যূনতা জন্মে।

কর্কট ও মকর রেখার মধ্যস্থিত স্থানকে উষ্ণকটিবন্ধ কহে, এই স্থানে উত্তাপ অধিক, ইহার পরিমাণ ফল ৭৮৩১৪১১৫ ইং মাং।

কর্কটহইতে উত্তর হিমরেখা এবং মকররেখাহইতে দক্ষিণ হিমরেখা পর্য্যন্ত ইহার মধ্যস্থিত স্থানকে মধ্যকটিবন্ধ কহে, এইস্থানে শীত গ্রীষ্ম মধ্যম, ইহার পরিমাণ ফল ১০২০৮৩১৮৫ ইং মাং।

উত্তর হিমরেখাহইতে উত্তর কেন্দ্র এবং দক্ষিণ হিমরেখা-হইতে দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত, ইহাদিগের মধ্যস্থিত স্থানকে হিমকটিবন্ধ কহে, এইস্থলে হিমের অত্যন্ত আধিক্য। এই উভয়ের পরিমাণ ফল ১৬২৬৫৫৭৪ ইং মাং।

কোনস্থান বিষুবরেখাহইতে কত ডিগ্রি উত্তর বা দক্ষিণ, ঐ পরিমাণকে (লাটিটিউড) অক্ষাংশ কহে, এবং কেন্দ্রদ্বয় ও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়া যে রেখা যায় তাহা হইতে অন্য কোন স্থান কত ডিগ্রি পূর্ব্ব বা পশ্চিম, ঐ পরিমাণকে (লাঞ্জিটিউড) দ্রাঘিমাংশ কহে। ইংরাজেরা লণ্ডন সন্নিহিত গ্রীনউইচের রেখাহইতে লঞ্জিটিউড গণনা করেন, আমরাও এ স্থলে সেই রূপ করিলাম।

জল।

পৃথিবী জল ও স্থলে বিভক্ত, তন্মধ্যে জলাংশ ফল সার্দ্ধ চৌদ্দ কোটি ইস্কয়ার মাইল। সূর্য্যোত্তাপের ন্যূনাতিরিক্ততা প্রযুক্ত, জল বাষ্পীয় কাঠিন্য ও দ্রব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতিশয় উত্তাপে জল ধূমবৎ, এবং উত্তাপের ন্যূনতায় বরফ হইয়া কঠিন হয়।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে এবং পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গোপরি নিরন্তর বরফ থাকে।

জল সূর্য্যোত্তাপে বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, তাহাই বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়ে।

সমষ্টি জলাধারের বৃহদঙ্গকে মহাসাগর কহে, এবং পরিমাণের ন্যূনাতিরিক্ত হেতু মহাসাগরের বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র অংশাদিকে ক্রমশঃ সাগর উপসাগর অখাত ইত্যাদি কহা যায়। সর্ব্বতোভাবে স্থলদ্বারা বেষ্টিত যে সমস্ত বৃহৎ জলাশয় তাহাদিগকে হ্রদ কহে। দুই বৃহৎ জলাশয় ক্ষুদ্র জলপথদ্বারা একত্রিত হইলে তাহাকে মোহানা কহা যায়।

পর্ব্বতস্থ বরফ দ্রব, এবং মেঘ সমূহ জলবৎ হইয়া বেগবান্ স্রোতে অধঃপতিত হওয়াতে নদী সকলের উৎপত্তি হয়।

পৃথিবীতে ৫ টা মহাসাগর আছে। যথা ১, উত্তর হিম-

সাগর ; ইহার উত্তর সীমা উত্তর কেন্দ্র, ও দক্ষিণ সীমা উত্তর হিমকটিরেখা ; ইহা ইউরোপ আসিয়া ও আমেরিকার উত্তরস্থিত। ইহার অংশ ইউরোপে হোয়াইট (শ্বেত) সাগর, আসিয়ায় কারা সাগর, ও অবি উপসাগর।

২ পাসিফিক মহাসাগর ; ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, আসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বস্থিত এবং আমেরিকার পশ্চিমে ; ইহার সীমাফল পাঁচকোটি ইস্কয়ার মাইল। ইহার অংশ আসিয়ায় কামাচকাটকা উপসাগর, অকোটস্ক সাগর, জেপান সাগর, চিন সাগর, সায়োম উপসাগর, আমেরিকায় কালিফরনিয়া উপসাগর।

৩ আটলান্টিক মহাসাগর, ইহার উত্তর সীমা উত্তর হিমকোটিরেখা, দক্ষিণসীমা দক্ষিণ হিমকোটিরেখা। ইহা ইউরোপ আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যস্থিত এবং ইহার সীমাফল সার্দ্ধ দুই কোটি ইং মাং। ইহার অংশ ইউরোপে বাল্টিক সাগর, উত্তর সাগর, বিস্কে অখাত, মেডিটরেনিয়ন সাগর ; আমেরিকায় হডসন অখাত, মেক্সিকো উপসাগর, কারাবি সাগর।

৪ ইণ্ডিয়ন মহাসাগর ; ইহা আসিয়া আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যস্থিত, সীমাফল দুই কোটি ইং মাং। ইহার অংশ আসিয়ায় বঙ্গ অখাত, আরব সাগর, পারসীক উপসাগর, রেড (লাল) সাগর।

৫ দক্ষিণ মহাসাগর ; ইহা আটলাণ্টিক ইণ্ডিয়ন ও প্যাসিফিক মহাসাগরের দক্ষিণ, ও উত্তর কেন্দ্রের উত্তর।

স্থল।

পৃথিবীস্থ স্থল পাঁচ কোটি পোনর লক্ষ ইং মাং। ইহা সমুদয় পৃথ্বী ফলের চতুর্থাংশের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে।

স্থলকে আকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া যায়। যথা;—জলবেষ্টিত স্থানকে দ্বীপ কহে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত না হইয়া কিঞ্চিদংশে অন্য স্থলের সহিত যোগ থাকিলে তাহাকে প্রায়দ্বীপ কহা যায়। এবং যে ক্ষুদ্র স্থলদ্বারা অন্য স্থলের সহিত যোগ হয় তাহাকে ডমরু-মধ্য কহে।

ভূবেত্তারা পৃথিবীর স্থলকে যে ৫ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন, ঐ প্রত্যেক অংশীকৃত স্থানকে মহাদ্বীপ বলা যায়। যথা আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ও অষ্ট্রেলেসিয়া।

আসিয়া।

ভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণ আসিয়া শব্দের অর্থ স্বর্গ কহেন। যেহেতু এই স্থানেই সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যোদয় হয়, একারণ এই মহাখণ্ডের এতদ্রূপ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহার উত্তর সীমা উত্তরহিমসাগর, দক্ষিণ ইণ্ডিয়ন মহাসাগর, পূর্ব্ব পাসিফিক মহাসাগর, এবং পশ্চিম উরাল পর্ব্বত। ইহার পরিমাণ ফল ১৭৫০০০০০ ইং মাঃ। লোক সংখ্যা সাতচল্লিশ কোটি। এই মহাদ্বীপের অভ্যন্তরে সাম্ন নামক এক প্রকাণ্ড মরুভূমি আছে, তাহা এমত বৃহৎ যে তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ এক বৎসরের পথ, এবং প্রস্থসীমা এক মাসে অতিক্রম করা যায়। এতদ্ভিন্ন আরব পারস ও টর্কির কিয়দংশ মরুভূমি। ইহাতে কতিপয় পর্ব্বত আছে। যথা—

প্রধান পর্ব্বত	আধার স্থান	প্রধানশৃঙ্গ	উচ্চতা।
হিমালয়	হিন্দুস্থানের উত্তর	কাঞ্চন গঙ্গা	১৮৭৮৫ হস্ত
হিন্দুকুস	আফগান স্থানের উত্তর		১৩৩৩২ হস্ত
আলটাই	চিনটার্টরি		৮৪৬৬ হস্ত
কাকেসস	ব্লাক ও কাস্পিন সাগরের মধ্যদেশ	এনবর্জ	১১৯৩৬ হস্ত
উরাল	ইউরোপ ও আসিয়ার মধ্যস্থিত	দানেস্কেন কামেন	৬০০০ হস্ত

আলটাই পর্ব্বতের দক্ষিণ পশ্চিমে রুসিয়ার পূর্ব্ব সীমায় ও জেপান ও তদ্দক্ষিণস্থ দ্বীপ সমূহের স্থানে স্থানে আগ্নেয় পর্ব্বত আছে।

আসিয়ার মধ্যস্থিত সমুদ্র	কাস্পিয়ন্ সাগর পরিমাণ ফল	১৮০০০০ ইং মাঃ
	আরাল সাগর	২৬০০০ ইং মাঃ
	বৈকাল হ্রদ	২০০০০ ইং মাঃ

প্রধান নদী	আধারস্থান	পতনস্থান	পরিমাণ
ইয়ংসিকায়াং	চিন	পাসিফিক্ মহাসাগর	৩২০০ মাং
ইয়ানিশি	সাইবেরিয়া	উত্তর ঐ	২৯০০
হোয়াংহো	চিন	পাসিফিক্ মহাসাগর	২৬০০
ওবি } ইর্তিস }	সাইবেরিয়া	উত্তর ঐ	২৫০০
লেনা	ঐ	ঐ	২৪০০
আমুর	চিনটার্টরি	পাসিফিক্ মহাসাগর	২৩০০
ইউফেটিস্	টর্কি	পারস্য উপসাগর	১৮০০
মেনাস্কং	থিবেট	চিনসাগর	১৭০০
সিন্ধু	হিন্দুস্থান	ইণ্ডিয়ান সাগর	১৭০০
গঙ্গা	ঐ	বঙ্গ অখাত	১৫০০

আসিয়া খণ্ড পশ্চাল্লিখিত কয়েক রাজ্যে বিভক্ত হই-য়াছে। যথা ১ হিন্দুস্থান, ২ ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দুস্থান, ৩ চিন, ৪ থিবেট, ৫ চিন তাতারি, ৬ স্বাধীন তাতারি, ৭ রুসিয়া, ৮ জেপান, ৯ আফগানস্থান, ১০ পারস, ১১ আরব, ১২ টর্কি।

এই মহাখণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; সকল ধর্ম্মশাস্ত্র মতে ইহা মনুষ্যের আদি বাসস্থান, এই স্থানেই প্রধান প্রধান ধর্ম্মসংস্থাপকেরা জন্ম গ্রহণ করিয়া, মানবমণ্ডলীর হিতার্থ স্ব স্ব মত প্রচলিত করিয়াছেন; এবং এই স্থানেই সভ্যতার বীজ প্রথমে উৎপত্তি হয়, তাহাই অন্যত্রে বি-স্তারিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে।

হিন্দুস্থান

হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবী নয় খণ্ডে বিভক্ত, তাহার এক এক অংশকে এক এক বর্ষ কহে। আমরা যে দেশে বসতি করি, তাহাতে দুষ্মন্ত রাজার ও শকুন্তলার পুত্র মহাপ্রতাপ-শালী ভরত সম্রাট্ থাকাতে, ইহার নাম ভারতবর্ষ হয়।

মুসলমানেরা ইহাকে হিন্দু (কাল) স্তান (স্থান) অর্থাৎ কালদিগের দেশ কহিয়া থাকেন। এক্ষণে দেশস্থ ও অপরাপর সকলেই এই উপাধি দেয়।

ইহার অন্তর্গত ইণ্ডস্ (সিন্ধু) নদ থাকাতে ইউরোপীয়েরা ইহাকে ইণ্ডিয়া কহিয়া থাকেন।

ইহার উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্য পরিমাণ প্রায় ১৮০০ মাং, পূর্ব্বপশ্চিম প্রস্থ পরিমাণ প্রায় ১৫০০ মাং, সমুদয় ফল ১৩,০০,০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা চৌদ্দ কোটির অধিক হইবে।

ইহার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত; হিমালয়, বিন্দু, নীলগিরি পূর্ব্ব ঘাট, পশ্চিম ঘাট, ইত্যাদি।

নদনদী; সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্ম্মদা, তাপ্তী, মহানদী, কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী, ইত্যাদি।

হ্রদ; চিল্কা।

সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক শাসন করিবার জন্য, ইংরেজেরা এই দেশকে চারি খণ্ডে বিভাগ করিয়াছেন; প্রত্যেক খণ্ডকে প্রেসিডেন্সি কহে। যথা—আগ্রা, বঙ্গ, মান্দ্রাজ, এবং বম্বে প্রেসিডেন্সি।

হিন্দুস্থান নিম্নলিখিত প্রদেশে বিভক্ত।

	প্রদেশ,	প্রধান নগর,	পরিমাণ ফল,	লোকসংখ্যা
স্বাধীন	নেপাল	কাটমণ্ডো	ইং মাং	
	ভুটান		৭০,০০০	২০ লক্ষ

ইংরেজদিগের অধীন।

আগ্রাপ্রেসিডেন্সি।

প্রদেশ	প্রধান নগর	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
গারওয়াল	শ্রীনগর		
কুমেঊন	আলমোরা		
আগ্রা	আগ্রা		
দিল্লি	দিল্লি		
আলাহাবাদ	প্রয়াগ	৮৫,৫৭১ ইং মাং	২৩৮,০০,৫৫০
জলন্দরদোয়াব	ফিরোজপুর		
অজমির	অজমির		
পঞ্জাব	লাহোর		

বঙ্গপ্রেসিডেন্সি।

প্রদেশ	প্রধান নগর	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
বঙ্গ	কলিকাতা		
বেহার বা মগধ	পাটনা		
উৎকল বা উড়িষ্যা	কটক	৩.৬৬০০০ ইং মাং	৪৮০,০০,০০০
নাগপুর	নাগপুর		
গণ্ডওয়ানা	সোহাগপুর		

ইংরেজদিগের অধীন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

প্রদেশ	প্রধান নগর	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
সরকার বা কলিঙ্গ	বিশখাপট্টন	১,৪৪,৮৮৯ ইং মাং	১৬৩,৩৯,৪২৬
কার্ণাটিক বা দ্রাবিড়	মাদ্রাজ		
মলবার	কালিকুট		
কানারা	মঙ্গলুর		

বম্বাই প্রেসিডেন্সি।

প্রদেশ	প্রধান নগর	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
কঙ্কণ		১,২০,০৬৫ ইং মাং	১০৪,৮৫,০০০
দক্ষিণদেশ			
মহারাষ্ট্র			
সুরত			
সিন্ধু			

বঙ্গ ও আগ্রাপ্রেসিডেন্সি সংক্রান্ত।

ইংরেজাশ্রিত বা করপ্রদায়ক বা মুক্তার্থ।
সৈন্যসাহায্যদায়ক রাজ্য।

প্রদেশ	প্রধান নগর	পরিমাণ ফল	লোকসংখ্যা
কাশ্মীর	জম্মু	৪,৬০,০০০ ইং মাং,	৪ কোটির অধিক
পাতিয়ালা	পাতিয়ালা		
ক্ষুদ্র শিকরাজ্য			
দাউদপুত্র	ভাবলপুর		
অযোধ্যা	অযোধ্যা		
বুন্দেলখণ্ড	বাঁদা		
সিন্ধিয়ার রাজ্য	গোয়ালিয়র		
মালবা	ইন্দোর		
রাজবারা	জয়পুরযোধপুর		
সিকিম	টমলুং		
হয়দরাবাদ	হয়দরাবাদ		

মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সি সংক্রান্ত।

প্রদেশ	প্রধান নগর	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
মৈসুর	মৈসুর	৫০,৬৩৭ ইং মাং	৪৭,০০,০০০
কোচিন	কোচিন		
ট্রাভানকোর	ত্রিবন্দ্রপুর		

বম্বেপ্রেসিডেন্সি সংক্রান্ত।

প্রদেশ	প্রধান নগর	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
কচ	ভূজ	২৬৩২০ ইং মাং	৪৭,০০,০০০
গুজরাট	বরদা		
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্র ও মুসলমান রাজা ও জাইগির ভোগী			

ফরাসিস অধিকার।

প্রদেশ	প্রধান নগর	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
ফরাসডাঙ্গা			
পণ্ডিচরি		১৮৮ ইং মাঃ	২ লক্ষ
করিকাল			
মহি			

পর্টুগিস অধিকার।

প্রদেশ	প্রধান নগর	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
গোয়া			
দমন		৮০০ ইং মাঃ	৫ লক্ষ
দিউ			

ভাগীরথী তীরস্থ কলিকাতা, ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজধানী; ইহার অক্ষাংশ ২২ (০) ৩৩ (´) উত্তর দ্রাঘিমাংশ ৮৮ (০) ১৭ (´) পূর্ব্ব। এই স্থান এবং শত বৎসর পূর্ব্বে সামান্য গ্রাম অপেক্ষা হেয় এবং অনাময় ছিল, কিন্তু এক্ষণে এরূপ সৌভাগ্যশালী হইয়াছে, যে ইহাকে হর্ম্ম্যপুর উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। এই নগরে চারি লক্ষ লোক অবস্থিতি করে।

হিন্দুস্থানে গ্রীষ্ম ও বর্ষার আধিক্য, এবং পর্ব্বতীয় প্রদেশে শীতের প্রাবল্য হয়। বঙ্গরাজ্যের লবণাম্বু নিম্নপ্রদেশ ও হিমালয়ের উপত্যকা অর্থাৎ পর্ব্বতের নিকটস্থ স্থান ভিন্ন, সকল স্থান উত্তম জলবায়ুবিশিষ্ট। এই দেশের অধিকাংশ ভূমি উর্ব্বরা, কিন্তু প্রজাগণ, বিশেষ বাঙ্গালিরা, কৃষিবিদ্যায় অজ্ঞ ও অলস, এজন্য সম্ভবা শস্যাদি উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এস্থলে অধিকাংশ উত্তম উত্তম শস্য, ফল, শাক ইত্যাদি, উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হিন্দুরা সামান্য যন্ত্রসহকারে সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার কর্ম্ম করিতে বিলক্ষণ দক্ষ। হস্ত নিপুণতা দ্বারা কাশ্মীর শাল; ঢাকাই বস্ত্র প্রভৃতি এমত উৎকৃষ্ট নির্ম্মাণ করে, যে তদনুরূপ অন্য কোন স্থানের লোকেরা করিতে পারে না। উত্তমোত্তম যন্ত্রাদির অভাবে এবং পদার্থ বিদ্যায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ, শিল্প কর্ম্মদ্বারা যাহা উৎপন্ন করে, তাহার অল্পাংশ অন্যত্রে প্রেরিত হইয়া থাকে।

হিন্দুগণ, প্রাচীনকালে হিন্দুসাগরস্থ দ্বীপে ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থানে বাণিজ্যাদি করিত, কিন্তু এক্ষণে নিবারিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানের বাহিরে এক পদ স্থানান্তরে যাইলে এক কালে জাতি ভ্রষ্ট হয়;

ইউরোপ, আমেরিকা এবং আরবদেশবাসী লোকেরা স্বদেশ উৎপাদিত দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া, এখানকার সামগ্রী লইয়া যায়।

লাক্ষা, নীল, তুলা, রেশম, শোরা, অহিফেন, তিসি, সর্ষপ, চাউল, মরিচ, হীরক ইত্যাদি, রপ্তানি হয়। নানাবিধ ধাতু গ্লাস, মৃত্তিকার বাসন, বিবিধরূপ মদিরা, তুলার ও পশমী বস্ত্র, মসলা ইত্যাদি আমদানি হয়। ১৩ কোটি টাকার অধিক বিলাতীয় দ্রব্য আনীত হয়। হিন্দুরা স্বয়ং বাণিজ্যাদি করিলে, সৌভাগ্যের যে উন্নতি হইত, তাহা বর্ণনাতীত।

এই স্থানে হীরক, স্বর্ণ, লৌহ, সীস, টিন, কয়লা, সোরা, প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরেজ বাহাদুর এই রাজ্য-হইতে ২৭ কোটি টাকা বাৎসরিক কর আদায়, এবং রাজ্য রক্ষা ও শাসন জন্য ২৬ কোটির অধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন; এবং এই দেশের নিমিত্ত ৫০ কোটি টাকা ঋণবদ্ধ আছেন। রাজ্য রক্ষার্থ ২,৯০,০০০ সৈন্য আছে। অস্মদ্দেশের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে রাজপুরুষগণের হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, নিম্নলিখিত প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা

কিয়দংশ সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। ধনীজনেরা যৎকিঞ্চিৎ প্রচলিত দেশ ভাষা, আরবী ও পারসী শিক্ষা করিতেন; এবং অন্যান্য অধিকাংশ ভদ্র-সন্তান, কিভাবত্রী ব্যবসায় অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় লেখা ও অঙ্ক কসা মাত্র জানিতেন। অপর সাধারণের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি বিদ্যার আস্বাদ অবগত ছিলেন।

রাজপুরুষেরা, প্রথমতঃ সংস্কৃত, আরবী ও পারসী শিক্ষার্থ ব্যয় স্বীকার করেন; কিন্তু তৎপাঠে ভাষা ও দেশীয় পুরাতন রীতিনীতি এবং প্রকৃত বিদ্যার কিয়দংশ মাত্র জানা হইত, বহুদর্শিত্ব উপলব্ধি হইত না; এজন্য ইংরেজী ভাষার অনুশীলনার্থ প্রধান প্রধান নগরে কালেজ ও স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে ইংরেজীভাষা গণনাশাস্ত্র ও রচনা প্রণালী মাত্র শিক্ষা হয়।

স্থানে স্থানে, পদার্থবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার আলোচনা জন্য কয়েকটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করায় দেশের বিশিষ্ট রূপ উপকার হইতেছে।

এতদ্রূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এপর্য্যন্ত অনেকেই বিশেষ বিশেষ কর্ম্মক্ষম হইয়াছেন বটে, কিন্তু কোন অভিনব গ্রন্থাদি রচনা বা স্বভাবের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিবার কাহারও ক্ষমতা দেখা যায় না।

অপরসাধারণকে জ্ঞানদানজন্য মাতৃভাষা শিক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় নাই; একারণ এস্থলে প্রচলিত ভাষার

অনুশীলনার্থ, ১০১ পাঠশালা সংস্থাপনের অনুমতি হয়। উক্ত সংখ্যার অধিকাংশ সংস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তত্ত্বাবধারণ অভাবে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ না হওয়াতে, অনেক পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে, অবশিষ্টাংশ অকর্ম্মণ্য প্রায় হইয়া আছে। অধুনা গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার মনোযোগী হইযা দেশীয় ভাষার আলোচনা জন্য, ৬ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন, এবং কয়েকটা প্রধান ব্যক্তিকে কর্ম্মচারি পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে আগ্রা ও বম্বে প্রেসিডেন্সির লোকেরা স্বদেশীয় ভাষার চর্চ্চার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন দেখাইয়াছেন। রাজপুরুষদিগের মধ্যে গবর্ণর হেষ্টিং, বেণ্টিক, মেটকাফ, আকলগু, হার্ডিঞ্জ ডালহৌসি, এলফিনিষ্টান, তামসন এবং গ্রাণ্ট, রায়ন, বীটন প্রভৃতি মহোদয়গণ বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম ও সাতিশয় যত্ন দেখাইয়াছেন, ফরাসিশ মার্টিন সাহেব, পারসী জমসেটজি জিজিভাই প্রভৃতি ধনী মহাত্মারা, অর্থদ্বারা আনুকূল্য করিয়াছেন। কিন্তু কোন রাজকর্ম্মচারী নয়, বিশেষ ধনী নয়, পণ্ডিত নয়, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত নয়, এমত এক ব্যক্তিদ্বারা বঙ্গদেশের শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ঐ মহাত্মার নাম ডেভিড হেয়ার সাহেব, তিনি বিদ্যাদানদ্বারা অস্মদ্দেশের হিতসাধনার্থে, আপনার ধন, সময়, পরিশ্রম, বুদ্ধি সকলি সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিসনরি সাহেবেরা অত্রস্থ লোকের নানা-

প্রকারে উপকার করিতেছেন, বহুকালাবধি বিদ্যাবিতরণে তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন দেখা যাইতেছে। এক্ষণে তাঁহারা ৬০,০০০ ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

ইংরেজেরা দেশের শোভা বৃদ্ধি, গতায়াতের সুবিধা ও সাধারণের হিতকারী কর্ম্মে (অর্থাৎ বাঁধ বাঁধা, ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ স্থাপন ইত্যাদি কর্ম্মে) বর্ষে বর্ষে অন্যুন ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বিংশতি বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করিয়া, কলিকাতাহইতে পেসয়ার, বম্বেহইতে আগ্রা, এবং কলিকাতাহইতে বম্বে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ তিন হাজারের অধিক মাইলের এক রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেড় কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া ৮১০ মাইল দীর্ঘ এক বৃহৎ খাল খনন করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বম্বে ও কলিকাতাহইতে রেলরোড প্রস্তুত হইতেছে। এবং ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ যন্ত্র কলিকাতাহইতে আগ্রা এবং আগ্রাহইতে পঞ্জাব ও বম্বে পর্য্যন্ত প্রায় ৪ সহস্র মাইল স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যয় কেবল প্রজাগণের হিতার্থেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই সমুদয় না করিলেও তাঁহারা আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেন।

গবর্ণর কর্ণোয়ালিস যিনি, সন্তানদিগকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করার প্রথা উঠাইয়া দেন, মহোদয় বেণ্টিক যিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের সহায় অবলম্বন করিয়া, সহমরণ

নিবারণ করেন ; এবং উইল্‌কিন্‌সন, যাঁহার যত্ন ও উ-দ্যোগে রাজপুত্রদিগের অদ্যপ্রসূত দুগ্ধপোষ্য কন্যাগণকে নষ্ট করার প্রথা এক কালে রহিত হইয়াছে, এই সকল মহাশয়গণ মনুষ্য মাত্রেরই পূজ্য ও আদরণীয় হইবেন। যদি এই রাজ্য ইংরেজদিগের হস্তান্তর হয়, তথাপি যুগা-ন্তরেও এই সমস্ত কীর্ত্তি প্রজাহিতকর মহাচিহ্ন স্বরূপ হইয়া সকলেরই অন্তঃকরণে চিরজাগরূক থাকিবে।

হিন্দুস্থানে তৃতীয়াংশ হিন্দু, অবশিষ্টভাগ মুসলমান, ইংরেজ, ফিরিঙ্গি, এবং কতক গুলি বন্য জাতি যথা সন্তাল, চোয়াড়, কোল, ভিল, গুণ্ডাকুলি ইত্যাদি বাস করে, তন্মধ্যে নয়ারা, বঙ্গ, গোণ্ডওয়ানা, গুজরাট প্রভৃতির পর্ব্বতোপরি অবস্থিতি করে। অনেকে ইহা বিশ্বাস করেন, যে ইহারা হিন্দুস্থানের আদিমনিবাসী এবং হিন্দু কর্ত্তৃক পরাজিত ; ইহাদিগের অধিকাংশ ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী নয়, এবং যদিও কোন কোন জাতি হিন্দুর দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করে, কিন্তু তাহারা যথেচ্ছাহারী এবং হিন্দুবৎ ব্যবহারী নহে।

ইহাদিগের কোন কোন জাতি সদ্গুণান্বিত বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু অধিকাংশই নির্দ্দয় এবং দস্যুবৃত্তি-পরায়ণ ; এবং কেহ কেহ অদ্যাবধি নরবলী প্রদান করিয়া থাকে।

এই অরণ্যবাসীদিগের মধ্যে কোন কোন জাতিকে

সভা করিবার নিমিত্ত ক্লিভলণ্ড, উইল্কিন্সন প্রভৃতি মহোদয়গণ, বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া অভিপ্রায়ের কিয়দংশ সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ অধীনরাজ্যের শাসনপ্রণালী পশ্চাল্লিখিত রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গ ও আগ্রা প্রেসিডেন্সিতে এক এক জন লেপ্টনেন্ট গবর্ণর, এবং বম্বে ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এক এক জন গবর্ণর ও দুই দুই জন কৌন্সেলর কর্ত্তৃত্ব করেন। এক জন গবর্ণর জেনরল, ও চারিজন সহকারী, যাহাদিগের সমুদায়কে গবর্ণর জেনরেল ইন্‌কৌন্সেল কহে, ইহাঁরা সর্ব্বোপরি আধিপত্য করেন। যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি ইহাঁদিগের আজ্ঞা ভিন্ন হয় না।

কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ ও বহুদর্শি ব্যক্তি, যাঁহাদিগকে লেজিস্‌লেটিভ কৌন্সেল কহা যায়, তাঁহারা আইন সমুদায় প্রস্তুত করেন; এবং তাহা গবর্ণর জেনরেল ইন্‌কৌন্সেল মঞ্জুর করিলে দেশমধ্যে প্রচার হয়।

প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি প্রদেশ আছে, এবং এক এক প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশদ্বারা বিভক্ত; ঐ অংশকে জিলা, সরকার, বা কালেক্টরেট কহা যায়।

বিচার ও রাজকরগ্রহণার্থ, প্রত্যেক জিলায় এক এক জন মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও জজ আছেন। ইহাঁদিগের সর্ব্বোপরি সদরনেজামত ও সদরদেওয়ানি আদালত। এই সমস্ত আদালতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের স্ব স্ব ধর্ম্ম-

শাস্ত্রোদ্ধৃত ব্যবস্থা, এবং গবর্ণর জেনরেল কর্ত্তৃক যে সমস্ত নূতন আইন প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রচলিত।

কতিপয় স্থানে, বিশেষ নূতন জিত দেশে, উপরোক্ত আইন বা শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই ; সেখানে কেবল গবর্ণর জেনরেলের এজেণ্ট (প্রতিনিধি), এবং তাঁহার সহকারিদ্বারা বিচারাদি সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

কলিকাতা, বম্বে ও মান্দ্রাজ, কেবল এই তিন প্রধান নগরে ইংলণ্ডদেশীয় আইন প্রচলিত আছে, এবং সুপ্রিমকোর্ট নামক আদালতে বিচারাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

১৬০০ খ্রীষ্টীয় অব্দে, এলিজেবেথ নাম্নী ইংলণ্ডেশ্বরী কতিপয় সওদাগরকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পত্র প্রদান করেন। তাঁহারাই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁরা প্রথমতঃ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতেন। অবশেষে ক্রমশঃ দেশ জয় করিয়া এক্ষণে প্রায় সমুদায় ভারতভূমিতে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই কোম্পানি, সুচারুরূপে এবং সুনিয়মপূর্ব্বক কর্ম্মাদি নির্ব্বাহার্থ, আপনাদিগের মধ্যে রাজার উল্লেখিত ছয় জন এবং আপনাদিগের উল্লেখিত দ্বাদশ জন এই সকল ব্যক্তির উপর তাবৎ কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়াছেন।

তাঁহারা এই ভারতবর্ষের নানাবিষয় সংক্রান্ত ন্যায্য ও অন্যায্য কর্ম্মের যথোচিত বিচার করিয়া গবর্ণরদিগের প্রতি অনুমতি প্রদান করেন। ইহাঁদিগকেই কোর্ট অ-

ডাইরেক্টর কহা যায়। এবং ইহার উপর বোর্ড অফ কণ্ট্রোল নামক সভা, তাহাতে এক জন রাজমন্ত্রী প্রধান পদে অভিষিক্ত আছেন। তাঁহার আদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন আবশ্যকীয় বিষয় উপস্থিত হইলে, মহাসভা পার্লিএমেণ্টও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এতদ্রূপে যদিও হিন্দুস্থানীয় প্রজাগণের রাজশাসন সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মে ক্ষমতা নাই, কিন্তু উপর্য্যুপরি বিচারালয় থাকায় এবং রাজপুরুষদিগের স্বাধীনতা-সুখের স্বাদগ্রহ থাকাতে, আমাদিগের অন্যান্য একাধিপত্য শাসনদ্বারা যত কষ্ট সম্ভব তাহা হয় না।

পূর্ব্বতন সভাশ্রেণী মধ্যে হিন্দুরাও গণ্য ছিলেন, ইহাঁরা ভাষা যেরূপ সংশোধন করিয়া উৎকৃষ্ট করিয়াছেন, কাব্যে যেরূপ নবরসবিশিষ্ট অপূর্ব্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন, দর্শন শাস্ত্রে যেরূপ বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তৎকালে গ্রিক জাতি ভিন্ন কাহারও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু বহুকালাবধি পরাধীন থাকায় অধুনাতন হিন্দুগণের তাদৃশ যশস্বী ও গৌরবান্বিত হইবার ক্ষমতা এককালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কেবল তৎকালের কতকগুলি অপকৃষ্ট নিয়মের ব্যবহার মাত্র আছে।

পূর্ব্বকালাবধি কতকগুলি আশ্চর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে, যথা বাল্যপরিণয়, পুরুষের এককালে অধিক

বিবাহ, দৌপদীর ন্যায় স্ত্রীদিগের এক সময়ে একের অ-ধিক পতি বরণ, (যাহা অদ্যাবধি হিমালয়ের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে,) বিধবাগণের পুনঃপরিণয় না হওয়া, কন্যা সন্তানদিগকে শিক্ষা না দেওয়া, জাতিভেদ, মা-লাবারতীরস্থ নায়ের জাতিদিগের বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকায় স্ত্রীপুরুষের স্বেচ্ছানুসারে সম্মীলন এবং ঔরস জাত সন্তান প্রামাণ্যরূপে লক্ষিত না হওয়ায় ভাগিনেয় ধনাধিকারী হওয়া, ইত্যাদি প্রায় অন্যত্রে দৃষ্টিগোচর হয় না।

হিন্দুরা জাত্যভিমানী, সম্ভ্রান্তদিগের সম্মানকারী, স্ত্রী-জাতির প্রতি নিকৃষ্ট ব্যবহারী, এবং পরিজনপালক। বহু-কালাবধি পরাধীন থাকায় অধিকাংশেরই সত্যের প্রতি তাদৃশ প্রীতি নাই, নীচের প্রতি ঘৃণা করেন। ইহাঁদিগের উচ্চবর্ণেরা শ্রীমান্; বঙ্গ ও উড়িষ্যাবাসী লোক ভিন্ন সকলেই বলবান্ এবং সাহসিক।

ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দুস্থান।

এই খণ্ড হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব। ইহার পরিমাণ ফল সাড়ে সাত লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা দুই কোটি বিশ লক্ষ।

ইহা বর্ম্মা, শ্যাম, মালাই, কোচিন চাইনা, লেযস, এবং ইংরেজ অধীন আসাম, আরাকান, আমহর্ষ্ট,

টাভয়, মারগুই, মালাকা, পেগু, এই কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের রাজধানী ক্রমশঃ আভা, ব্যাঙ্কক, কুইডা, হিউ, লাঙচঙ, যোড়হাট, আরাকান, আমহর্ষ্ট, টাভয়, মারগুই, মালাকা, রেঙ্গুন। ইহার কতিপয় স্থান ভিন্ন প্রায় সমুদায় দেশই ফলশালী।

এতদ্দেশীয় লোকেরা যদিও কৃষিবিদ্যা অবগত নহে, কিন্তু কৃষিকর্ম্মে অপটু নয়; এবং শিল্পবিদ্যায় অনভিজ্ঞ। এই স্থানে নানাবিধ শস্যাদি এবং ফল মূল উৎপন্ন হয়। বনমধ্যে নানাপ্রকার কার্য্যোপযোগী মূল্যবান বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহারা নিকটবর্ত্তি দেশস্থ বিশেষ চিনদেশীয় লোকের সহিত বাণিজ্য করে।

এই দেশহইতে তূলা, রেশম, চন্দনকাষ্ঠ, তুঁদ সেগুণ মেহাগ্নি ইত্যাদিকাষ্ঠ, খদির, ধান্য, লবণ, তৈল, চিনি, মরিচ, লৌহ, টিন, নানাপ্রকার মণি ইত্যাদি দ্রব্য অন্যত্রে প্রেরিত হয়। এবং বিবিধপ্রকার চিনের এবং বিলাতীয় দ্রব্য, রেশম, তূলার বস্ত্র, অহিফেন, চা, কাগজ, ক্যানবিস, কাপড়, মৃত্তিকার বাসন ইত্যাদি আনীত হয়।

এইদেশে স্বর্ণ রূপা তাম্র টিন লৌহ সীস প্রভৃতির আকর আছে, এবং নানাবিধ মণি পাওয়া যায়। ধর্ম্মযাজকেরা স্ব স্ব ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করেন, ছাত্রেরা উত্তম হস্তাক্ষর এবং সামান্য লেখাপড়া

ভিন্ন অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। স্ত্রী যাজকীরা স্ত্রীলোক-দিগকে শিক্ষা দেয়। বর্ম্মার লোকেরা নিকৃষ্ট দ্রব্যভোজী অর্থাৎ ভেক ও সর্প মাংস পর্য্যন্ত আহার করে; শ্যাম-নিবাসি লোকেরা ভীরুস্বভাব, এবং মালাইরা বোম্বেটে অর্থাৎ জলপথে পথিকদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ করে।

চিন।

অত্রস্থ লোকেরা ইহাকে চঙ্কৌ (মধ্যস্থিত দেশ) কহে। পূর্ব্বকালের চিন নামক সম্রাট হইতে ত্নামে ইহার নাম-করণ হয়, এই নাম সর্ব্বত্রই বিখ্যাত। এইদেশ ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দুস্থানের উত্তরাংশ স্থিত। ইহার সীমাফল ত্রিশ লক্ষ ইং মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ২০।৩০ কোটি হইবে। পিহো নদী তীরস্থ পেকিন নামক স্থান ইহার রাজধানী। নানকিন, কান্টন, ভূচাং ইহার প্রধান নগর।

এইরাজ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, শ্বেতভাম্র, লৌহ, টিন মিশ্রিত একপ্রকার ধাতু: পাতুরে কয়লা, প্রভৃতির আকর আছে।

এদেশে যেমন সুচারুরূপে কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, এমত অতি অল্পস্থানে দেখা যায়। চিনেরা পর্ব্বতপার্শ্বস্থ উচ্চ-ভূমি সকল নিম্নস্থানহইতে আনীত জলদ্বারা সিক্ত করিয়া ফলশালী করে। এবং জলাভূমিতেও ভিন্ন ভিন্ন ফসলের

আবাদ করিয়া থাকে। এই দেশের কমলা নেবু, নিচু বিশেষ বিখ্যাত।

এইস্থানে কৃষিকর্ম্মের এত গৌরব যে সম্রাট্ স্বয়ং প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট শুভ দিবসে লাঙ্গল ধরিয়া ভূমিকর্ষণ বীজ বপন করিয়া থাকেন।

এই পরিশ্রমী জাতিরা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী, নানাবিধ মৃন্ময়পাত্র, তুলার ও রেশমের বস্ত্র, এবং কাগজ প্রস্তুত জন্য বিশেষ বিখ্যাত।

ইহার বাৎসরিক রাজস্ব কর্ম্মচারীদিগের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া প্রায় ১২ কোটি টাকা রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়

চিনদিগের রাজ্যরক্ষার্থে ৭ লক্ষ সৈন্য আছে।

এই দেশান্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ নদী ও খাল থাকায় তদ্দ্বারা দেশমধ্যে দ্রব্যাদি সকল অক্লেশে আনীত ও প্রেরিত হয়। ইহারা দূরদেশে বাণিজ্য করে না; এবং ইংরেজ প্রভৃতি অপর জাতিদিগকে কয়েক নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন রাজ্যের ইতস্ততঃ গতিবিধি করিতে দেয় না। এই দেশহইতে চা, রেশম, বস্ত্র, গুটীসূতা, ধান্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রভৃতি অন্যত্রে প্রেরিত হয়। এবং ঘড়ী, অহিফেন, তুলা, বিলাতীয় লৌহ দ্রব্য, ইত্যাদি আনীত হয়।

চিনের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর আছে, তাহা দীর্ঘে দেড় সহস্র মাইল এবং এমত প্রশস্ত যে ছয়জন

অশ্বারোহী এক কালে প্রস্থভাবে গমনাগমন করিতে পারে।

এস্থানে বিদ্যার অত্যন্ত গৌরব এবং প্রজারা পাণ্ডিত্যানুসারে রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হয়।

পুরাতন মত ভিন্ন নূতন মত চলন এবং পদার্থ বিদ্যাদির চালনা না থাকায় বিদ্যা বা সভ্যতার বৃদ্ধি হয় নাই।

চিনজাতি পরিশ্রমী, নির্ব্বিরোধী, গুরুজন বশতাপন্ন, ভীরু স্বভাব, প্রবঞ্চক, এবং ধূর্ত্ত।

ইহাদিগের ভাষা অতীব আশ্চর্য্য। যাবতীয় বর্ণসমূহ শব্দের চিহ্নস্বরূপ, তাহা পরস্পর সংযুক্ত হইলে ভাববোধক শব্দ হয়। কিন্তু ইহাদিগের ২।৩ শত অর্থজ্ঞাপক সংজ্ঞা আছে, তাহারাই ধাতুস্বরূপ এবং তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন যোগে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

চিন ভাষায় অনেক প্রকার কাব্য ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ আছে।

এই রাজ্যে অধিক লোক বাস করায় এক মহৎ কুপ্রথা প্রচলিত আছে। মাতাপিতা সন্তানগণকে প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইলে অদ্যপ্রসূত সন্তানকে রাজমার্গে নিক্ষেপ করায় তাহার অধিকাংশই প্রায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

থিবেট।

থিবেট চিনরাজ্যের পশ্চিম। পরিমাণ ফল সাড়ে সাত লক্ষ। লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ। রাজধানীর নাম লাসা। এইরাজ্য কেবল পর্ব্বতময়। শস্যাদি উত্তমরূপে উৎপন্ন হয় না। এতদ্দেশীয় লোকেরা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী নহে এইস্থানে স্বর্ণ রোপ্য সীস তাম্র ও অন্যান্য ধাতুর খনি আছে।

এই দেশহইতে চামর অর্থাৎ একপ্রকার গোপুচ্ছ মৃগনাভি, এবং একপ্রকার ছাগলোম (যাহাতে শাল প্রস্তুত হয়) ইত্যাদি দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়।

এইরাজ্যে মানসসরোবর নামক হ্রদ আছে।

ক্ষুদ্রথিবেট ও লডক স্থানস্থ লোকেরা স্বাধীন, তদ্ভিন্ন সকলেই চিনেশ্বরের আশ্রিত। ইহারা নম্রস্বভাব এবং ভীরু।

তাতর রাজ্য।

চিন ও থিবেটের উত্তরাংশে তাতর রাজ্য। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বাংশকে চিন এবং পশ্চিমাংশকে স্বাধীন তাতর স্থান কহা যায়।

চিনতাতরের পরিমাণ ফল তেত্রিশ লক্ষ ইং মাং। লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ। কাসগর, ইয়ারখণ্ড প্রধান নগর।

ইহার উত্তরাংশ শীতপ্রধান, একারণ ফসলাদি উত্তমরূপে হয় না; কিন্তু দক্ষিণাংশে ধান্য তূলা রেশম ও মঞ্জিকা প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ পশ্চিমাংশে কবি নামক মরুভূমি আছে। ইহার পরিমাণ ফল ১৪০০ ইং মাইল।

স্বাধীন তাতারের পরিমাণ ফল। ৭৫০০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা ৬০ লক্ষ। সামারখণ্ড বোখারা প্রধান নগর। ইহার অধিকাংশ বালুকাময় তজ্জন্য ফলশালী নহে, স্থানে স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

অত্রস্থ লোকেরা অশ্বমাংস সুস্বাদ বলিয়া আহার করে, এবং ঘোটক দুগ্ধহইতে একপ্রকার সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করিয়া থাকে।

অধিকাংশ তাতর গো অশ্বপালক, তাম্বুবাসী, চারণার্থ নানা স্থানে গমন করে, এক স্থানবাসী হয় না।

ইহারা উত্তম ঘোড়সওয়ার সাহসিক এবং অলসস্বভাব। এই স্থানে টামার্লেন, জঙ্গিসখাঁ, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া ইউরোপ আসিয়ার অনেক দেশ জয় করিয়াছিল।

বোখারা নগর ইহাদিগের ব্যবসায় স্থান, তথায় রুসিয়া কাবুল চিন ও পারসিয়াহইতে নীল চিনি বিবিধ বিধ বস্ত্র শাল বিলাতীয় দ্রব্য মসলা চ অহিফেন ইত্যাদি আনীত হয়। এবং বোখারাহইতে রেশম পশম তূলা প্রভৃতি পাঠান হয়।

আসিয়ার রুসিয়া।

আসিয়ার সমুদায় উত্তরাংশকে আসিয়ার রুসিয়া কহা যায়। ইহার পরিমাণ ফল ৫০ লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা ৬০ লক্ষ। ওবী নদীতীরস্থ টোবলস্ক ইহার রাজধানী।

ইহা হিমপ্রধান দেশ। অধিকাংশ স্থানে আবাদ হয় না; ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম কেবল উর্ব্বরা। স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র ও লৌহের আকর আছে। এইস্থানে ব্যবসায়িরা ইউরোপীয় ও বিশেষ চিনের দ্রব্য আনয়ন করে, এবং নানাবিধ ধাতু মৎস্য ও পশমবিশিষ্ট চামড়া নানাস্থানে প্রেরণ করে।

এই রাজ্যের উত্তরাংশে সামযেডস্ বনজাতি এবং দক্ষিণাংশে তাতরেরা বাস করে।

জাপান।

নাইফন, কাইসিউ, সিকক, জেসো, এবং অন্য কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য হয়।

ইহার পরিমাণ ফল ২৬০০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা সার্দ্ধ দুই কোটি।

জেপান রাজ্যের রাজধানী জেডো, এই দেশ অধিকাংশ পর্ব্বতীয়। এতদ্দেশীয় লোকেরা কৃষিকর্ম্মে বিশে

মনোযোগী, এবং পরিশ্রম সহকারে অপকৃষ্ট স্থানকেও ফল-শালী করে। ইহারা চিনদিগের ন্যায় শিল্পকর্ম্মে পটু; উত্তম ঘড়ী, দূরবীণ, তরবার, মৃন্ময় পাত্র, বার্নিস করা দ্রব্য, ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে বিলক্ষণ পারগ। এতদ্ভিন্ন সূত্র নির্ম্মিত ও রেশমীয় উত্তম উত্তম বস্ত্র বয়ন করিতে পারে। এই স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্রের খনি আছে।

এই দেশের রাজস্ব বাৎসরিক ৬ কোটি টাকা।

ইহারা স্বদেশেই ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে। ডচ ও চিন-নিবাসী লোক ভিন্ন কোন জাতিকেই এ রাজ্যে গমন বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেয় না।

সম্প্রতি রুসিয়া ও আমেরিকাবাসীদিগকে গমনাগমন করিতে দিবার কথা হইয়াছে। জেপান হইতে তাম্র, কপূর, বার্ণিসযুক্ত কাষ্ঠ দ্রব্যাদি, বাসন, রেশমীয় বস্ত্র, প্রভৃতি প্রেরিত হয়। এবং চিনি, হস্তিদন্ত, টিন, সীস, লৌহ, মসলা ইত্যাদি আনীত হয়। জেপানবাসীদিগের শিক্ষাপ্রণালী যদিও উত্তম নয় তথাপি অধিকাংশ লোক দেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত হয়।

ইহারা বলবান, সাহসিক, পরিশ্রমী, সরল স্বভাব, এবং অভিনব বিষয় শিক্ষা করিতে উৎসুক। স্ত্রীলোক সকল স্বাধীনা নহে। প্রায় কেহই ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে না।

ইউরোপ।

হিব্রু ভাষায় ইউরোপ শব্দের অর্থ সূর্য্যাস্ত, অর্থাৎ পশ্চিম। ইহার উত্তর সীমা, উত্তর হিমসাগর ; দক্ষিণ, মেডিটরেনিয়ান সাগর ; পূর্ব্ব, ইউরাল পর্ব্বত ; পশ্চিম, আটলাণ্টিক মহাসাগর। ইহার পরিমাণ ফল ৩৭ লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা ২৬ কোটির অধিক।

প্রসিদ্ধ পর্ব্বত	আধার স্থান	প্রধান শৃঙ্গ	উচ্চ পরিমাণ
আল্পস্	ইটালির উত্তর	মৌণ্টব্ল্যাঙ্ক	১০৪৮৮ হস্ত
পিরেনিজ	স্পেনের উত্তর	মালাডেটা	৭৬২৪ হস্ত
কার্পেথিয়ান	অষ্ট্রিয়ার উত্তর	রস্কা	৬৬০৮ হস্ত
আপিনাইন	ইটালির মধ্যে	কর্ণ	৬৩৪৭ হস্ত
ডফ্রাফিও	নরওয়ের মধ্যে	স্নিহাটেন	৫৪১৩ হস্ত
সিভেনি	ফ্রান্সের মধ্যে	নিজিন	৪১৪৭ হস্ত

আগ্নেয় পর্ব্বত।

সিসিলিতে এটনা, নেপল্স রাজ্যে ভিসুভিয়াস, আইসলণ্ডে হেক্লা।

নদী	আধার স্থান	পতন স্থান	দৈর্ঘ্য পরিমাণ
ভল্‌গা	রুসিয়া	কাস্পিয়ান সাগর	২২০০ মাইল
ডানিউব	টর্কি ও জর্ম্মেনি	ব্লাক সাগর	১৭০০ মাইল
নিপর	রুসিয়া	ঐ	১২৬০ মাইল
ডন	ঐ	এজভ্‌ সাগর	১১০০ মাইল
রাইন	সুইটজর্লণ্ড জর্ম্মেনি ও হলণ্ড	উত্তর সাগর	৭৬০ মাইল
ডুইনা	রুসিয়া	হোয়াইট সাগর	৭৬০ মাইল
নিষ্টর	ঐ	ব্লাক সাগর	৭০০ মাইল

নদী	আধার স্থান	পতন স্থান	দৈর্ঘ্য পরিমাণ
এল্‌ব	জর্ম্মেনি	উত্তর সাগর	৬৯০ মাইল
ভিষ্টুলা	প্রুসিয়া	বল্টিক সাগর	৬২৮ মাইল
লয়র	ফ্রান্স	বিস্কে অখাত	৫৭০ মাইল
ওডর	প্রুসিয়া	বল্টিক সাগর	৫৫০ মাইল
টেগস	স্পেন ও পর্টুগেল	আটলান্টিক মহাসাগর	৫১০ মাইল
রোন	সুইটজরল ও ও ফ্রান্স	মেডিটরেনিয়ান সাগর	৪৯০ মাইল
ডোরো	স্পেন	আটলান্টিক মহাসাগর	৪৬০ মাইল

নদী	আধার স্থান	পতন স্থান	দৈর্ঘ্য পরিমাণ
গোয়াডিয়ানা	স্পেন	আটলাণ্টিক মহাসাগর	৪৫০ মাইল
সিন	ফ্রান্স	ইংলিশ বৃহৎ মোহানা	৪৩০ মাইল
এব্রো	স্পেন	মেডিটরেনিয়ান সাগর	৪২০ মাইল
গারোন	ফ্রান্স	বিস্কে অখাত	৩৫০ মাইল
গোয়াডেল্ কুইভর	স্পেন	আটলাণ্টিক মহাসাগর	২৯০ মাইল
সেভরণ	ইংলণ্ড	ব্রিস্টল বৃহৎমোহানা	২৪০ মাইল
শানন	আয়র্লণ্ড	আটলাণ্টিক মহাসাগর	২২৪ মাইল
টাইবর	ইটালি	মেডিটরেনিয়ান সাগর	২১৫ মাইল
টেম্স	ইংলণ্ড	উত্তর সাগর	২১৫ মাইল

সমুদ্র,—মেডিটরেনিয়ান সাগর (৭৬০০০০ ইং মাইল) বল্‌টিক সাগর (১৬০০০০ ইং মাইল) হোয়াইট সাগর (৪০০০০ ইং মাইল) ব্লাক সাগর (১৭০০০০ ইং মাইল) এজিয়ন সাগর (২০০০০ ইং মাইল)

হ্রদ,— লাডোগা (৬৩৩০ ইং মাইল) ওনিগা (৩২৮০ ইং মাইল)

মোহানা,—সেণ্টজর্জেস বৃহৎ মোহানা, ইংলিশ বৃহৎ মোহানা, জিব্রল্‌টার মোহানা, ব্রিষ্টল বৃহৎ মোহানা।

প্রধান দ্বীপ,—আইস্‌লণ্ড, ব্রিটিশ দ্বীপ সমূহ, বেলিয়ারিক উং দ্বীং সং, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, মালটা, আইওনিয়ান উং দ্বীং সং, কাণ্ডিয়া, সাইপ্রেস, ইত্যাদি।

ইউরোপ খণ্ড নিম্ন লিখিত দেশে বিভক্ত।

ইউরোপ স্থিত দেশ,—

ব্রিটিশ দ্বীপ সমূহ, ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগেল, বেল্‌জিয়ম, হলণ্ড, জর্ম্মেনি, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, ডেন্মার্ক, সুইটজর্লণ্ড, ইটালি, টর্কি, গ্রীশ, রুসিয়া, সুইডেন ও নরওয়ে।

ইউরোপ অন্যান্য মহাদ্বীপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। এস্থলে প্রকৃতির কোন অভিনব চমৎকারিতা দৃষ্টি গোচর হয় না।

কোন অপূর্ব্ব বা অদ্ভুত জন্তু কি বৃক্ষাদি নাই, কেবল মানবগণই প্রধানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কি পরিশ্রম, কি শক্তি, কি বুদ্ধি, কি সাহস, কি কর্ম্মাভিনিবেশ, কি শাস্ত্রানুশীলন ও তাহাতে ব্যুৎপত্তি, এতদ্বিষয়ে ইহাদিগের সদৃশ ব্যক্তি কোন খণ্ডেই সংলক্ষিত হয় না। ইউরোপীয়গণ এতদ্রূপ উন্নতি সম্পন্ন হইয়া কেবল যে আপনাদিগের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন এমত নহে, অপরাপর দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন; এবং সভ্যতার বীজ সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপীয় প্রত্যেক দেশে রেলরোড, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সংস্থাপিত আছে। ইহা প্রত্যেক দেশ বিবরণে না লিখিয়া এই স্থানেই লিখিত হইল।

ব্রিটিশ দ্বীপ।

ইউরোপের পশ্চিম স্থিত আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী, গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়র্লণ্ড, এই প্রধান দ্বীপদ্বয় ও তৎসন্নিহিত কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপকে ব্রিটিশ দ্বীপ সমূহ কহা যায়।

এই দ্বীপের পরিমাণ ফল ১২১০০০ ইং মাং; লোক সংখ্যা দুই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ। ইংলণ্ড, ওএল্‌স, এবং

স্কটলণ্ড, এই তিন দেশ একত্র হইয়া গ্রেটব্রিটেন দ্বীপ হইয়াছে।

টেম্‌স্ নদীতীরস্থ লণ্ডন নগর ইহাদিগের রাজধানী ইহার অক্ষাংশ ৫১ (০) ৩০(´) উত্তর; দ্রাঘিমাংশ ৫ (´) পশ্চিম; লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষ।

ইংলণ্ড ও ওএল্‌সের পরিমাণ ফল ৫৮১৪৪ ইং মাং। লোকসংখ্যা এক কোটি আশি লক্ষ। ইহা ৫২ খণ্ডে বিভক্ত, ঐ প্রত্যেক অংশকে এক এক কৌন্টি কহে। লিভরপুল, ব্রিষ্টল, পোর্টসমথ, মেনচেষ্টর, ইয়র্ক, অক্সফোর্ড, লাঙ্কাষ্টর, সেণ্টডেভিড্‌স্ প্রভৃতি প্রধান নগর।

স্কটলণ্ড ৩৩ কৌন্টিতে বিভক্ত; ইহার পরিমাণ ফল ৩২১৬৭ ইং মাং। লোক সংখ্যা ২৯ লক্ষ। এডিনবর্গ রাজধানী, অক্ষাংশ ৫৫ (০) ৫৭ (´) উত্তর; দ্রাঘিমাংশ ৩ (০) ১০ (´) পশ্চিম; গ্লাসগো, পর্থ, ডণ্ডি, ইনভর্নেস, আবর্ডিন প্রভৃতি প্রধান নগর।

আয়র্লণ্ড ৩২ কৌন্টিতে বিভক্ত; ইহার পরিমাণ ফল ১০০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৬৬ লক্ষ। লিফিনদীতীরস্থ ডবলিন ইহার রাজধানী, অং ৫৩ (০) ২৩ (´) উত্তর; দ্রাং ৬ (০) ২০ (´) পশ্চিম; লিমরিক, বেলফাষ্ট, কর্ক, আর্মাগ প্রভৃতি প্রধান নগর।

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, এবং স্কটলণ্ডে তদপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ, পর্ব্বত সকল আছে; এই সমস্ত প্রদেশের, বিশেষ

আয়র্লণ্ডের, অধিকাংশ ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। অত্রস্থ লোক, বিশেষ স্কচ জাতিরা, কৃষিবিদ্যা কৃষিকর্ম্মে অত্যন্ত পারদর্শী; কদাপি ভূমি পতিত রাখে না। ইহারা, বিশেষ ইংরেজেরা, শিল্পকার্য্যে পৃথিবীস্থ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা-দিগের স্বরাজ্যে দ্রব্য সমস্ত যৎপরিমাণে আবশ্যক হয়, তাহার অতিরিক্ত ৯৩ কোটি টাকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অন্যত্রে বিক্রয় করে। এই রাজ্যে লৌহ, তাম্র, টিন, সীস, ও কয়লার আকর আছে। ইহাদিগের স্ব স্ব দেশের অভ্য-ন্তরে প্রশস্ত পথ, নদী, ও দীর্ঘ খাল, এবং অধিক রেলওয়ে থাকায়, গতি বিধির সুবিধা ও ব্যবসায় কার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হয়। পৃথিবী মধ্যে যে স্থানে ইহাদিগের গমনা-গমন নাই এমন স্থল অতি বিরল।

রেশমীয়, পশমীয়, ও গাঁজাবৃক্ষের সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র, টুপি, পোসাক, পিত্তল ও তাম্রময় পাত্র, কাঁচের ও মৃত্তিকা[illegible] বাসন, লৌহযন্ত্র, ও অস্ত্রাদি, ছুরি, কাঁচি, লৌহস্পাত, সূত্র পাঠ, মাখম, পণির, সাবাঙ, বাতি, চর্ম্ম, ইত্যাদি দ্রব্য র[illegible] তানি হয়। তুলা, পাঠ, শণ, গাঁজাবৃক্ষের সূতা, পশম, রেশ[illegible] বাহাদুরিকাষ্ঠ, নীল, সোরা, লা, চিনি, মৎস্য, শস্য, ফ[illegible] তৈল, তমাকু, মসলা, চা, কাফি, অহিফেন, মদ, ইত্যা[illegible] আমদানি হয়। এই রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব আ[illegible] ৫৪ কোটি, ব্যয় ৫১ কোটি টাকা; এবং ইহাঁরা এই রা[illegible] জন্য ৮০০ কোটি টাকা ঋণবদ্ধ আছেন।

ইংলণ্ডে ৩ টী, স্কটলণ্ডে ৪ টী, ও আয়র্লণ্ডে ১ টী, বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। ইংলণ্ডের প্রায় অষ্টাংশ লোক, স্কট লণ্ডের সপ্তাংশ লোক, এবং আয়র্লণ্ডের দশাংশ লোক পাঠশালায় গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করে। এতন্মধ্যে স্কচ-দিগের শিক্ষাপ্রণালীই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হয়। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ও আয়র্লণ্ড এই তিন রাজ্য বহু কালাবধি এক অধিপতির অধীন; কিন্তু ইহাদিগের নিয়-মাদি আপন আপন পার্লিয়ামেণ্ট অর্থাৎ প্রজাপ্রতি-নিধি সভা ও লর্ড উপাধিবিশিষ্ট জমিদারদিগের সভার অনুমতি দ্বারাই প্রচারিত হইত।

১৭০৭ খৃষ্টীয়াব্দে স্কটলণ্ডের ও ১৮০০ খৃঃঅব্দে আয়র্ল-ণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের সহিত একত্রিত হয়। এক্ষণে ঐ মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে ইংল-ণ্ডের সমস্ত লর্ড উপাধিধারী ব্যক্তি, স্কটলণ্ডের সমুদয় লর্ড মধ্যে ষোড়শ জন, এবং আয়র্লণ্ডের ৩২ জন লর্ড, ইহাঁরা একত্র হইয়া হৌস অফ লর্ড নামক সভা হয়।

প্রত্যেক কৌণ্টি ও নগরাদির প্রজা ব্যূহের নিয়মানু-যায়িক এক কিম্বা অধিক প্রতিনিধি, অর্থাৎ, ইংলণ্ড ও এলস্ হইতে ৫০০, স্কটলণ্ড হইতে ৫৩, এবং আয়র্লণ্ড হইতে ১০৫, এই ৬৫৮ ব্যক্তি একত্রীভূত হইয়া হৌস অফ কমন্স নামক সভা হয়।

কোন নূতন প্রস্তাবাদি কমন্স বা লর্ড সভায় উপস্থিত

হইয়া ঐ সভাদ্বয়ের অধিকাংশ সভ্যের গ্রাহ্য হইলে রাজার নিকট আবেদিত হয়; তিনি তদ্বিষয়ে স্বমত প্রকাশ করিলে দেশমধ্যে প্রচার ও প্রচলিত হয়। কিন্তু রাজ্যের আবশ্যকীয় মুদ্রা ব্যয়াদির বিষয় কেবল কমন্স সভায় উত্থাপিত হইয়া তৎসভাগণের মতেই তাহা নিষ্পন্ন হয়। রাজা স্বয়ং প্রজাদিগের নিকটহইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিতে হইলে ইহাঁদিগের অনুজ্ঞা ভিন্ন কদাপি লইতে পারেন না।

রাজা ১২ অথবা ১৪ জন মন্ত্রিদ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তদ্বিষয়ে কোন নিয়মাতিরিক্ত কর্ম্ম হইলে তাহাতে রাজার মত থাকিলেও মন্ত্রীরা তাহার দায়ী হয়েন। মন্ত্রীরা যত কালাবধি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিকাংশ সভ্যকে স্বমতে মত প্রকাশ করাইতে পারেন, ততকাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, মতের অন্যথা করিলে তদ্দণ্ডেই স্বকার্য্য পরিত্যাগ করেন। এবং অধিকাংশ সভ্যগণ যে ব্যক্তির মনোনীত হইবার সম্ভাবনা, এমত ব্যক্তিই রাজকর্ত্তৃক প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হয়েন।

ব্রিটিশ দ্বীপবাসী লোকেরা পরিশ্রমী, বলবান্, সাহসী, অতুল্য অর্ণবযোদ্ধা, এবং অত্যন্ত স্বাধীনতাভিলাষী। ইংরেজেরা সরল, গম্ভীর, বিষয়কার্য্যে সাতিশয় বিশ্বাসী, এবং সহসা কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু একবার হস্তক্ষেপ করিলে কোনমতেই তাহাহইতে ক্ষান্ত হয় না। অধিক অর্থ-

প্রয়াসী এবং তন্নিমিত্ত অপর্য্যাপ্ত শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করেন, কিন্তু ইহাঁদিগের সদৃশ সদ্ব্যয়ী ব্যক্তি অত্যল্প মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়; স্কচেরা পরিমিত ব্যয়ী; আইরিসেরা রসিক, দয়ার্দ্রচিত্ত, ও অতিথিসৎকারে তৎপর।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়া এই ৫ টা রাজ্য ধন ও বলেতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ইংলণ্ডই ধনেতে সর্ব্বপ্রধান। ৩

ফ্রান্স।

ব্রিটিশ দ্বীপের দক্ষিণে ফ্রান্স। পূর্ব্বকালে ফ্রাঙ্ক জাতিরা এই দেশ জয় করিয়া বসতি করে, একারণ ইহাকে ফ্রান্স কহে। ইহার পরিমাণ ফল দুই লক্ষ ইং মাঃ। লোক সংখ্যা সার্দ্ধ ত্রিকোটি। সিন নদীতীরস্থ পেরিস নগর ইহার রাজধানী। অং ৪৮ (০) ৫০ (´) উঃ, দ্রাঃ ২ (০) ২০ (´) পূঃ। লিয়ন্স, বর্দ্দো, রোএন, মার্সেলিস, প্রভৃতি প্রধান নগর। বাৎসরিক রাজস্ব আয় ৬০ কোটি টাকা, ব্যয় কিঞ্চিন্নূন হইবে। এই প্রদেশে অধিকাংশ লৌহ, সীস, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, কয়লা ও অন্যান্য ধাতুর খনি আছে এই রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি উর্ব্বরা; দেশনিবাসী ব্যক্তিগণ যদিও কৃষিবিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইতে পারে না, তথাচ ইহার উত্তরাংশে বিবিধ শস্য এবং দক্ষিণে আঙ্গুর প্রভৃতি উৎপাদন করে।

ইহারা বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যায় কেবল ইংলণ্ডীয় ব্যক্তি ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই স্থানে পশমীয় ও রেশমীয় ও অন্যান্য বস্ত্র, জরি, কাচের ও মৃত্তিকার বাসন, উত্তম উত্তম সুরা, ঘড়ী, অলঙ্কার ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া প্রায় পঁচাত্তর কোটি টাকার দ্রব্য অন্যত্রে প্রেরিত হয়। এবং কয়লা, লৌহ, তুলা, গুটীসূতা, পশম, তমাকু, কাফি, ইত্যাদি ষাট কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি হয়। রাজ্য রক্ষার্থে চারি লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে।

শিক্ষার্থে উত্তম উত্তম বহু সংখ্যক বিদ্যালয় আছে। তথায় প্রায় নবাংশ লোক গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করে। ইদানী রাজপুরুষেরা অপর সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার্থে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। নিতান্ত দুস্থজনেরা সন্তানদিগকে বিনা বেতনে বিদ্যা শিখাইতে পারেন। উচ্চ শিক্ষার্থ ২৬ টার অধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

ফরাসিরা সাহসী, বলবান্, স্থলযুদ্ধবিশারদ, বক্তৃতা রসিকতা ও লোক লৌকিকতায় বিশেষ তৎপর, ও স্ত্রী জাতিদিগের সম্মানকারী।

স্পেন।

ফ্রান্সের দক্ষিণে এই রাজ্য। পরিমাণ ফল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার ইং মাং। লোক সংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ।

মানজানারিস নামক টেগস নদীর শাখা তটস্থ মেড্রিড ই-হার রাজধানী, অং ৪০ (০) ২৫ (´) উত্তর ; দ্রাং ৩(০)৪২(´) পশ্চিম। সেরাগোসা, কেডিজ, সিভিল, গ্রানাডা, বার্সিলোনা প্রভৃতি প্রধান নগর। বার্ষিক রাজকর আদায় নয়কোটি টাকা। এই দেশ অত্যন্ত পর্ব্বতবিশিষ্ট, ইহার নিম্ন প্রদেশ উষ্ণ এবং উচ্চস্থান শীতল। ভূমি সকল প্রায়ই উর্ব্বরা, নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল, মূল, ও শস্য উৎপন্ন হয়।

এতদ্দেশীয় লোকদিগের কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পাণ্ডিত্য নাই। কিন্তু ইহারা মেষ চরণার্থ অনেক ভূমি পতিত রাখে। এই স্থানে মেরিনো নামে এক জাতি মেষ বিখ্যাত। ইহার লোম অতিশয় মূল্যবান্। এতদ্দেশে বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যা অতিশয় দৈন্য অবস্থায় আছে। এইস্থান হইতে মদ্য, তৈল, পশম, রাক্‌কাষ্ঠ, এবং খাদ্য ফল, মূল, শস্য, সীস, পারদ, ইত্যাদি অন্যত্রে প্রেরিত হয়। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিবিধ দ্রব্য আনীত হয়। শিল্পকর্ম্ম ও ব্যবসায় হইতে ১৪ কোটি টাকা উৎপত্তি হইয়া থাকে। রাজ্যরক্ষার্থে ১১২০০০ সৈন্য আছে। এই স্থানে তাম্র, লৌহ, সীস টিন, ও পারদের আধার আছে। পূর্ব্বে এখানে ২৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এক্ষণে ১১ টী মাত্র আছে, তাহাতেও অধিক ছাত্র উপস্থিত হয় না। সাধারণের বিদ্যা-শিক্ষার্থে ইহাদিগের কিছু মাত্র যত্ন নাই। স্পেনের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দেখা

যায়, কিন্তু প্রায় অধিকাংশই গম্ভীর স্বভাব, অলস, এবং নিয়মিত রীতিবিশিষ্ট।

পর্টুগেল।

স্পেনের পশ্চিম পর্টুগেল রাজ্য। পরিমাণ ফল ৩৬৫০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ। টেগস নদী তটস্থ লিসবন নগর ইহার রাজধানী। ইহার অং ৩৮ (০) ৪২ (´) উত্তর; দ্রাং ৯ (০) ৮ (´) পশ্চিম। ওপোর্টো, কোইম্ব্রা, ব্রাগাঞ্জা প্রভৃতি প্রধান নগর। ভূমি সকল অতিশয় উর্ব্বরা: নানাবিধ সুখাদ্য ফল, ও প্রায় সকল প্রকার শস্যাদি উৎপন্ন হয়। অত্রস্থ লোকেরা কৃষিবিদ্যায় অজ্ঞ, অপরিশ্রমী ও যত্নহীন, একারণ আহারীয় দ্রব্য অন্যত্র হইতে আনয়ন করে। শিল্পকর্ম্মে বিশেষ দক্ষতা নাই। কিন্তু সচরাচর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ। দেশ মধ্যে গতায়াতের উত্তম রাস্তা বা খাল নাই। ইহারা ইংলণ্ডীয় লোকের সহিত ব্যবসায়াদি করে। বাণিজ্যকারীরা এই স্থানে নানাবিধ শস্য, পশু, মাখম, পণির, বিবিধ ধাতুর দ্রব্য, পাট, রেশম ইত্যাদি আনয়ন করে; এবং এই স্থান হইতে সুরা, পশম, নানা প্রকার ফল, কাক্‌কাষ্ঠইত্যাদি লইয়া যায়। লৌহ, কয়লা, প্রভৃতি ধাতুর খনি আছে, কিন্তু তাহা খননে কাহারও মনোযোগ নাই।

রাজস্ব আয় ২॥ আড়াই কোটি টাকা; রাজ্যরক্ষার্থে আটাস হাজার সৈন্য আছে। সমষ্টি লোকের অশীতি অংশ পাঠশালায় অধ্যয়ন করে, অপর সাধারণের উত্তম রূপ শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। উচ্চশিক্ষার্থে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

পর্টুগিসরা, স্পেন জাতিদিগের এক বংশ হইয়াও উহাদিগের প্রতি সাতিশয় দ্বেষ করে। ইহারা বলবান্, কিন্তু অপরিশ্রমী। ইহাদিগের সহিষ্ণুতা শক্তি বিলক্ষণ আছে। আপনাদিগের ধর্ম্ম ও রীতি নীতিতে অতিশয় অনুরক্ত। কপটতা ইহাদিগের বিশেষ দোষ। এরূপ কথিত আছে, যে এক জন স্পেন জাতি সকল গুণ বিবর্জ্জিত হইলে একটী উত্তম পর্টুগিস্ হয়।

বেলজিয়ম।

ফ্রান্সের উত্তর। পরিমাণ ফল ১১৪০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা পনর লক্ষ। সেন নদীর তীরস্থিত ব্রসেল ইহার রাজধানী, অং ৫০ (০) ৫২ (´) উত্তর; দ্রাং ৪ (০) ২২ (´) পূর্ব্ব। আণ্টওর্প, গেণ্ট, অষ্টেণ্ড প্রভৃতি বিখ্যাত নগর। দেশ অধিকাংশ নিম্ন, কেবল বৃহৎ বাঁধদ্বারা সমুদ্র জল হইতে রক্ষিত হয়। কোন কোন স্থান উর্ব্বরা, কোন কোন স্থান নিকৃষ্ট; কিন্তু ইহারা পরিশ্রম ও বিদ্যা-

সহকারে সকল স্থানই উৎকৃষ্ট করিয়াছে। সমুদায় ভূমির তৃতীয়াংশ ফলশালী, তৃতীয়াংশ বনময়, অপর তৃতীয়াংশ চরা। বন্যকাষ্ঠে জাহাজাদি এবং কয়লা প্রস্তুত হয়। চরা জমিতে বহু সংখ্যক গোমেষাদি প্রতিপালিত হয়। দেশ মধ্যে গতিবিধি জন্য উত্তম প্রশস্ত পথ আছে। লৌহ, সীস, তাম্র, গন্ধক, পাতুরে কয়লাপ্রভৃতি ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে প্রায় এক কোটি টাকার সরাব, ফল, ইত্যাদি আনীত হয়, এবং এক কোটি টাকার অধিক নানাবিধ শস্য, তৈল, কয়লা, জরি, পশমীয়, ও সুতার বস্ত্র, লৌহ অস্ত্র, এবং লৌহ দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। রাজস্ব আয় প্রায় ৫ কোটি টাকা। ৪০ হাজার সৈনা উপস্থিত আছে। এই রাজ্যে উচ্চ বিদ্যাশিক্ষা জন্য ৪ টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গ্রামে পাঠশালা সংস্থাপিত আছে, প্রায় নবাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেলজিয়মের উত্তরাংশে ডচ জাতি, দক্ষিণাংশে ফরাসিস জাতি বাস করে, তন্নিমিত্ত ইহাদিগেরও রীতি নীতি তদ্রূপ হইয়াছে।

হলণ্ড।

বেলজিয়মের উত্তর। পরিমাণ ফল ১২৫০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা ২৩ লক্ষ। রাজধানীর নাম আমষ্টর্ডেম,

অং ৫২ (০) ২২ (´) উত্তর; দ্রাং ৪ (০) ৫৩ (´) পূর্ব্ব। রটরডেম, হেগ, লিডেন প্রসিদ্ধ নগর। অত্রস্থ লোকদিগকে ওলন্দাজ বা ডচ কহে। এই দেশ অত্যন্ত নিম্ন, জোয়ারকালীন সমুদ্র জলদ্বারা ইহার অনেক প্রদেশ প্লাবিত হইতে পারে, কেবল বৃহৎ বৃহৎ বাঁধ সকল ঐ জলকে রুদ্ধ করিয়া রাখে। ইহারা কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী এবং কৃষিকর্ম্মে এমত পটু যে নিরন্তর জলোত্তোলক যন্ত্রদ্বারা জলাভূমির জল উত্তোলন করিয়া তাহাতে শস্যাদি উৎপাদন করে। উদ্যানাদি প্রস্তুত করণে ইহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হয়।

ডচেরা বাণিজ্য কার্য্যে এককালে সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়ী ছিল। এক্ষণে তাদৃশ না হউক, কিন্তু পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশে গতায়াত করিয়া ব্যবসায় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্বরাজ্যে সুরা, লবণ, প্রস্তর, বাহাদুরি কাষ্ঠ, প্রভৃতি প্রায় ৩২ কোটি টাকার দ্রব্য আনয়ন করে. এবং ইংলণ্ডজাত পনির, মাখম, তমাকু, মৎস্য, অশ্ব, গো, এবং অধীনস্থ দেশোদ্ভব কাফি, চা, রেশম, মসলা, ইত্যাদি প্রায় ২৭ কোটি টাকার দ্রব্য লইয়া নানা স্থানে বিক্রয় করে। এই রাজ্যের রাজস্ব ৭ কোটি টাকার কিঞ্চিৎ অধিক। দেশরক্ষার্থে ৫৮০০০ সৈন্য নিযুক্ত আছে। প্রতি গ্রামে পাঠশালা এবং তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে, তাহাতে প্রায় সমুদায়ের অষ্টাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং অত্রস্থ

পাঠালয়ের যে রূপ সুনিয়মে তত্ত্বাবধান হয়, এতাদৃশ কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না।

হলণ্ডীয় লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, পরিমিত ব্যয়ী, অপ্রবঞ্চক, গোপ কার্য্যে বিশেষ অনুরাগী, স্বকর্ম্মে সাতিশয় সাবধান, এবং অহঙ্কারিতা প্রযুক্ত অপর জাতির উন্নতির প্রতি কিছু মাত্র যত্নশীল হয় না।

জর্ম্মেনি।

ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হলণ্ডের পূর্ব্ব। এই দেশ অনেকাংশে বিভক্ত, তন্মধ্যে কতক প্রদেশ আষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া, ডেন্মার্ক ও হলণ্ডের অধীনস্থ হইয়াও এই রাজ্য সংক্রান্ত আছে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে অপর তেত্রিশটী প্রদেশ আছে, তন্মধ্যে বেভিরিয়া, সাকসনি, ওয়র্টেম্বর্গ, হানোভর, বেডেন, ইহারাই প্রধান। এই ৩৩ টী স্বাধীন প্রদেশের পরিমাণ ফল ৯৪০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা দেড় কোটির অধিক। রাজস্ব আয় নয় কোটি টাকা। জর্ম্মেনির অন্তর্গত এতদ্রাজ্য সমূহের শাসন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত, কিন্তু সমুদয় দেশের রক্ষা বা হিত নিমিত্ত, রেন নদী তীরস্থিত ফ্রাঙ্ক ফোর্ট নগরে এক মহা সভা সংস্থাপিতা আছে। তথায় স্বাধীন ও পরাধীন প্রত্যেক রাজ্যের স্ব স্ব প্রতিনিধি প্রেরিত হয়, তাঁহারা ঐ সভার তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ

করেন। জর্ম্মেনির সকল প্রদেশ সভাকৃত নিয়মের বাধ্য এবং অনুগামী হয়েন। ফ্রাঙ্কফোর্ট রাজধানীর অং ৫০ (০) ৬ (´) উত্তর ; দ্রাং ৮ (০) ৩৬ (´) পূর্ব্ব। মিউনিক, ড্রেসডেন, ষ্টটগার্ড, হানোভর, কার্নস্রুহ ইত্যাদি প্রধান নগর। জর্ম্মেনি রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা তিন লক্ষের অধিক। স্বাধীন জর্ম্মেনির জল বাতাস অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। দক্ষিণাংশের ভূমি সকল উর্ব্বরা উত্তরাংশের অপকৃষ্ট ; কিন্তু লোকেরা কৃষিবিদ্যায় ও কৃষিকর্ম্মে পটুতা প্রযুক্ত নানাবিধ শস্য, উৎকৃষ্ট শাকাদি, ও বিবিধ ফল উৎপাদিত করে। দেশস্থ লোকেরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায় কার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করে, এতদ্ভিন্ন অপর দেশের সহিত বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক ইহারা বাণিজ্য করিতেছে। শস্য, পশম, লৌহ, সীস, টিন, মধু, মোম, সূতা, ও পাটের বস্ত্র, জরি, কাগজ, ইত্যাদি রফতানি করে। সরাব, মৎস্য, পণির, তৈল, চরবি, চিনি, কাফি, চা, মসলা, তুলা, রেশম, ইত্যাদি আমদানি করে। সমুদয় দেশে ১৯ টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, প্রায় ষষ্ঠাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জর্ম্মেনেরা দীর্ঘাকার সুগঠন। ইহাদিগের স্ত্রী লোকেরা পরমাসুন্দরী। প্রগাঢ় বুদ্ধি, সাতিশয় পরিশ্রম, দীর্ঘকাল কর্ম্মে মনোনিবেশ, সরলতা, অতিথি সৎকারে তৎপরতা প্রভৃতি বিবিধগুণে জর্ম্মেনেরা অলঙ্কৃত।

কিন্তু বংশাভিমানী, এবং নিয়মিত রীতি নীতির প্রতি বিলক্ষণ লক্ষ্য করে। অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া নিবাসী লোকেরাও এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়।

প্রুসিয়া।

জর্ম্মেনির পূর্ব্ব। পরিমাণ ফল ১০৭০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা এক কোটি ষাট লক্ষ। স্প্রী নদীতীরস্থ বর্লিন রাজধানী, অং ৫২ (০) ৩১ (´) উত্তর; দ্রাং ১৩ (০) ২৩ (´) পূর্ব্ব। ডাণ্টজিক, মেগডিবর্গ, পোজেন, প্রসিদ্ধ নগর। রাজস্ব ৮৭৫০০০০ টাকা। সৈন্য দেড় লক্ষ। অধিকাংশ ভূমি বালুকাময় ও অনুর্ব্বরা, কিন্তু নিবাসীরা কৃষি কর্ম্মে নিপুণতা, ও শ্রমবশতঃ নানাবিধ উৎকৃষ্ট শস্যাদি উৎপাদিত করে, এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। স্বর্ণ, পারদ, টিন, চিনি, কাফি, চা, মসলা, তুলা, রেশম, তমাকু, আমদানি দ্রব্য; শস্য, সূত্র, কাপড়, লৌহ, তাম্র, পিত্তলের দ্রব্য, মৃত্তিকার বাসন, বাহাদুরি কাষ্ঠ, কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, নানাবিধ যন্ত্র ইত্যাদি দ্রব্য রফতানি হয়। লৌহ, তাম্র, ও সোরার খনি আছে। ইঁহারা নাবিকতা ও বাণিজ্য কার্য্যে সবিশেষ পটু নহে। অপর জাতির জাহাজে বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করে। ছয়টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ইউরোপের সকল দেশ অ-

পেক্ষা এই স্থানে সাধারণের সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মে বিদ্যা শিক্ষা হয়; এ প্রদেশে এত অধিক পাঠশালা আছে, যে সকলেই অনায়াসে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। সকলেই আইনানুসারে স্ব স্ব সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে বাধ্য হ-য়েন। যাহারা নিতান্ত দুঃস্থ, তাহারা রাজকোষ হইতে পুস্তক ও বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়। প্রায় সমুদায়ের পঞ্চমাংশ লোক পাঠশালায় শিক্ষার্থে গমন করে।

অষ্ট্রিয়া

জর্মেনির পূর্ব্ব ও প্রুসিয়ার দক্ষিণ। পরিমাণ ফল ২৩৭০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা তিন কোটি পনর লক্ষ। ডানিউব নদী কুলস্থিত ভিয়েনা রাজধানী, অং ৪৮ (০) ১২ (´) উত্তর; দ্রাং ১৩ (০) ২৩ (´) পূর্ব্ব। প্রেগ, ক্রা-কাউ, বুডা, প্রসিদ্ধ নগর। দেশের জল বায়ু সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। ভূমি অধিকাংশই সাতিশয় উর্ব্বরা। তত্রস্থ লো-কেরা কৃষিবিদ্যায় ও কৃষিকর্ম্মে দীর্ঘদর্শী না হইয়াও যথেষ্ট পরিমাণে নানাবিধ শস্য ও ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। প্রায় তৃতীয়াংশ ভূমি অরণ্যময়। তথায় নানারূপ বৃহৎ বৃক্ষাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, লৌহ, টিন, পারদ, লবণ, কয়লা, ও বিবিধ মণির খনি আছে। ইহাদিগের বাণিজ্য কার্য্যে বিশেষ ক্ষমতা নাই।

শিল্পবিদ্যা ও শিল্পকর্ম্মে গাঢ় সংস্কার নাই। নদী, খাল, ও প্রশস্ত পথ থাকায় রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যবসায় উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু সমুদ্র তটে অত্যল্প মাত্র স্থান থাকায় এবং ভিন্ন স্থানীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত মাস্থল করায় বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না।

এই রাজ্যে অধিক শিল্পালয় নাই। ইহার রাজস্ব ২০ কোটি টাকা। সৈনা চারি লক্ষ। নানাবিধ শস্য, তামাকু, মদ, তাম্র, লৌহ, পারদ, পশম, চামড়া ইত্যাদি প্রায় ১১ কোটি টাকার দ্রব্য রফতানি হয়।

এইদেশে সাতটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সমুদায় বালক বালিকারা প্রায় পাঠশালায় অধ্যয়ন করে।

ডেন্মার্ক।

অর্থাৎ ডেনদিগের দেশ। জর্ম্মেনির উত্তর জটলণ্ড ও কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য হয়। পরিমাণ ফল ২২০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা ২৩ লক্ষ। রাজধানী কো-পেন হেগন, অং ৫৫ (০) ৪১ (´) উত্তর; দ্রাং ১২ (০) ৩৪ (´) পূর্ব্ব। ভূমি অধিকাংশ উর্ব্বরা। লোকেরা কৃষি কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী, তজ্জন্য নানা প্রকার শস্যোৎ-পন্ন হয়। নগর সন্নিধানে অল্প পরিমাণে শাক সবজী জ-ন্মায়। এই প্রদেশে অত্যল্প মাত্র উদ্যানাদি আছে। অশ্ব,

গো, মেষ চারণার্থে চরা জমি আছে। নানাবিধ মৎস্য য- থেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অনেকেই তাহা ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দিনেমারেরা শিল্প শাস্ত্রে ও শিল্প- কর্ম্মে বিশেষ দূরদর্শী নহে। সচরাচর যে সমস্ত বস্তু অত্যা- বশ্যক, তাহা আপনারাই প্রস্তুত করিতে সমর্থ। ইহারা নাবিকতা কর্ম্মে বিশেষ নিপুণ। এইদেশ যে রূপ উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগরের অন্তর্গত, তাহাতে ইহাদিগের ইউরোপীয় অধিকাংশ রাজ্যে জলপথে গমনাগমন করি- বার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। ইহারা অন্যান্য জাতির দ্র- ব্যাদি আপনাদিগের জলযানে করিয়া লইয়া যায়। বা- ণিজ্যে কদাপি আলস্য করে না। শস্য, মাখম, পনির, মাংস, গো, অশ্ব, চর্ম্ম, মৎস্য, প্রভৃতি ১॥ কোটি টাকার অধিক দ্রব্যাদি রপ্তানি করে। রেশম, পশম, তুলা, বাহাদুরিকাষ্ঠ, পাট, ইত্যাদি তিন কোটি টাকার অধিক দ্রব্য আমদানি করে। রাজস্ব আয় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। দশ সহস্র সৈন্য আছে। এই প্রদেশে দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থে এই নিয়ম প্রচলিত যে সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমাবধি চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ব স্ব সন্তানগণকে কোন প্রকাশ্য পাঠশালায় শিক্ষার্থে প্রেরণ করিবেক। লেখা পড়া না জানিলে বিবাহাদি হওয়া দুষ্কর হয়। ডে- নেরা সুগঠনবিশিষ্ট, বলবান্, ধীর, বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

সুইটজর্লণ্ড।

জর্মেনির দক্ষিণ। পরিমাণ ফল ১৫০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা ২৪ লক্ষ। এই দেশ ২৫ টী স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত। ঐ প্রত্যেক প্রদেশের এক এক প্রতিনিধি দ্বারা, জুরিক, বরণ, লুসর্ণ এই তিন প্রধান নগরে পর্য্যায়ক্রমে দুই বৎসর করিয়া এক মহা সভা হয়। তাহাতে সাধারণের হিতকর কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এইদেশ অত্যন্ত পর্ব্বতীয়। ইহার কোন কোন স্থানে প্রকৃতির ভীষণ ও কোমল মূর্ত্তি উভয়কেই সন্দর্শন করা যায়। এক দিকে নিরন্তর পর্ব্বতস্থ হিমজাত শৃঙ্গ, তুষারাবৃত ক্ষেত্র, পর্ব্বতাকার উচ্চীকৃত মহাবেগবান্ হিমরাশি, উর্দ্ধ হইতে স্রোতঃ সমূহ বজ্রবৎ শব্দিত হইয়া অধঃপতিত হইতেছে, ইত্যাদি অবলোকনে মনোমধ্যে ভয় সম্বলিত ভক্তি রসের উদয় হয় ; অন্য দিকে ফল মূল শোভিত রম্য উদ্যান, শস্যবিশিষ্ট ক্ষেত্র, সুদৃশ্য মনোহর পরিষ্কৃত বাটী সমূহ, নির্ম্মলান্তঃকরণ অল্পাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ, ইত্যাদি সন্দর্শনে মনের বিশুদ্ধ তৃপ্তিভাব প্রাপ্ত হয়।

জমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। শিলাবৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি অনেক ব্যাঘাতসত্ত্বেও, সুইসরা পরিশ্রম ও নিপুণতা সহকারে কোন কোন শস্য ও নানাবিধ উপাদেয় ফলাদি উৎপাদিত করে। মেষ, গবাদি প্রতিপালনে বিলক্ষণ দক্ষ। শিল্পকর্ম্মে ইহাদিগের পটুতা আছে। অধিকাংশ আপনাদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য যাহা অন্যত্রে

প্রেরিত হয়, তাহা প্রস্তুত করিতে সমর্থ। যদিও দেশে বাণিজ্য হয় না, তথাপি উত্তম উত্তম রাস্তা, নদী ও হ্রদ থাকায় ইহারা নিকটবর্ত্তী দেশের সহিত ব্যবসায় করিয়া থাকে। গো, পণির, মাখম, চরবি, শুষ্ক ফল, বাহাদুরি কাষ্ঠ, সামান্য বস্ত্র, জরি, সুদৃশ্য ঘড়ী, নানাবিধ অলঙ্কার, বারুদ, কাগজ ইত্যাদি রফতানি করে। শস্য, লবণ, তমাকু, চিনি, কাফি, লৌহ, তাম্র, ও বস্ত্রাদি আমদানি করে। এই দেশে রৌপ্য, তাম্র, সীস, ও লৌহের খনি আছে। তন্মধ্যে লৌহ অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজস্ব প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। পুলিসকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ১২০০ মাত্র সৈন্য আছে, কিন্তু যুদ্ধোপলক্ষে দুই লক্ষ অস্ত্রধারী সৈন্য উপস্থিত হইতে পারে।

ইহাদিগের শিক্ষাপ্রণালী অতি উত্তম। সন্তানগণকে ৬ বর্ষাবধি ১৪ বর্ষ, কোথাও বা ১৬ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যেই পাঠশালায় প্রেরণ করিতে হয়; অন্যথা করিলে বালকদিগের কর্ত্তারা দণ্ডনীয় হয়। ইদানী লেখা পড়া বিহীন এমত যুবক বা যুবতী কেহই নাই। ইহারা বলবান্, সাহসী, পরিমিত ব্যয়ী, সরল, সংস্বভাববিশিষ্ট, এবং স্বদেশানুরাগী।

ইটালি।

সুইটজর্লণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার দক্ষিণ। পরিমাণ ফল ১১০০০০। লোক সংখ্যা ২ কোটি ১১ লক্ষ। ইহা পশ্চাল্লিখিত রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে।

রাজ্য	রাজধানী	পরিমাণ ফল	লোকসংখ্যা
সার্ডিনিয়া	টিউরিন	২০০০০ ইং মাং	৫০ লক্ষ
লম্বার্ডি, ভেনিস	মিলান, ভেনিস	১৮০০০	৫০ লক্ষ
পার্মা	পার্মা	২৪০০	৫ লক্ষ
মডিনা	মডিনা	২৩০০	৬ লক্ষ
টস্কেনি, লুক্কা	ফ্লরেন্স, লুক্কা	৮৫০০	১৮ লক্ষ
পোপের রাজ্য	রোম	১৬০০০	৩৩ লক্ষ
নেপল্স, সিসিলি	নেপল্স, পেলর্মো	৪৩০০০	৮৭ লক্ষ

অধিকাংশ দেশ পর্ব্বতময় ; ভূমি সকল প্রায়ই ধোও-য়াট হওয়াতে উর্ব্বরা ও নানাবিধ শস্যশালিনী। অষ্ট্রিয়ার অধীনস্থ রাজ্যের লোকেরা কৃষিকর্ম্মে বিলক্ষণ পটু। মদ্য, তৈল, রেসম, ও নানাবিধ ফল, এস্থানহইতে অন্যত্রে প্রেরিত হয়। শিল্পকর্ম্ম ও বাণিজ্য বিষয়ের বিশেষ চালনা নাই। ইহার অনেক স্থানে ধাতুর আকর আছে, কিন্তু ইহারা পরিশ্রম করিয়া তাহা খনন করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বকালে রোমরাজ্য অতি প্রসিদ্ধ ছিল, এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ অধীনে ছিল। এতদ্দেশনিবাসী লোকেরা কাব্যাদি শাস্ত্র, চিত্রবিদ্যা, বাটী ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, এবং সংগীতবিদ্যায় বিশেষ বিখ্যাত। এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যায় যদিও বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইটালিতে ১৬ টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তথায় প্রাচীন ও দেশীয় ভাষার চালনাই অধিক, পদার্থবিদ্যা ও গণনাশাস্ত্রের অনুশীলন অত্যল্প মাত্র হয়। ইহাদিগের যাজকেরাই শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন, এবং শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হয়েন। ইহারা স্বয়ং তদ্বিষয়ে এমন অমনোযোগী যে কৃষক কি শিল্পকারী মধ্যে কেহই বিদ্যার আস্বাদ অবগত নহে।

টর্কি

অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়ায় দক্ষিণ। পরিমাণ ফল ১৮৩০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা ১২০০০০০০। কনষ্টান্টিনোপল রাজধানী। মুসলমানেরা ইহাকে ইস্তামুল কহে। ইহার অং ৪১ (০) উত্তর; দ্রাং ২৮ (০) ৫৯ (´) পূর্ব্ব। এড্রিয়ানোপল্, সফিয়া, বেলগ্রেড, প্রধান নগর। দেশের অধিকাংশ পর্ব্বতময়; আবহাওয়া সুন্দর; ভূমি সকল ফলশালিনী। লোকেরা কৃষিকর্ম্মে পটু নহে; দ্রব্যাদি প্রস্তুত বা বাণিজ্যাদির বিশেষ চালনা করে না। অশ্ব, শূকর, চর্ম্ম, পশম, তমাকু, নানাবিধ ফল, মোম, মধু, অহিফেন, রেশম, গালিচা, তাম্র ইত্যাদি রফতানি হয়। শস্ত্র ও প্রায় দেড় কোটি টাকার বিলাতীয় দ্রব্য আমদানি হয়। রাজস্ব ৫ কোটি টাকা। সৈনা ১৩০০০০। মসজিদসংক্রান্ত এক এক পাঠশালা আছে, তথায় শিক্ষকদিগের বিদ্যানুসারে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আইন, ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা হয়। ছাত্রেরা মসজিদের আয় হইতে ব্যয়োপযোগী অর্থ পায়। সাধারণের শিক্ষার্থে লোকদিগের যত্ন নাই। ইহারা সাহসিক, যুদ্ধবিশারদ, অতিথিসৎকারে বিলক্ষণ রত, ক্রোধপরায়ণ এবং স্বধর্ম্ম গর্ব্বিত এবং অন্য ধর্ম্মদ্বেষক।

গ্রীশ

টর্কির দক্ষিণাংশ ও নিকটস্থ কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য হয়। পরিমাণ ফল ১৫২৩৫ ইং মাং। লোক-সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। এথেন্স রাজধানী, ইহার অঃ ৩৭.(০) ৫৮(´) উত্তর; দ্রাং ২৩(০) ৪৪(´) পূর্ব্ব। পেট্রাস, নেপলিডি, রোমানিয়া প্রভৃতি প্রধান নগর। জল, বায়ু, স্বাস্থ্যকারী। ভূমি সকল ফলশালী। এই রাজ্যে প্রায় সকল প্রকার শস্য সম্ভূত হয়। নিবাসীলোকেরা কৃষি-কর্ম্মে বা শিল্পকর্ম্মে পারদর্শী নহে। এই রাজ্য বাণিজ্য করিবার উত্তম স্থান, একারণ ইহারা তদ্বিষয়ের ক্রমশই উন্নতি করিতেছে। শস্য, তুলা, মোম, পশম, রেসম, তমাকু, ফল প্রভৃতি রফতানি করে। বিলাতহইতে কাপড়, ও পশমীয় বস্ত্র, টর্কিহইতে কাফি, বাহাদুরিকাষ্ঠ প্রভৃতি আমদানি করে। স্বর্ণ, রৌপ্য, সীস, তাম্র, লৌহ, পাতুরে কয়লা, গন্ধক ইত্যাদির খনি আছে। ইহার আদা ত্রয় অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজকর প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। সৈন্য আট হাজারের অধিক। এই অল্প বি-স্তৃত রাজ্যমধ্যে এককালে ঋতুর ব্যতিক্রম বিলক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয়, অর্থাৎ এক স্থানে গ্রীষ্ম অপর স্থানে শীত ও অন্যত্রে বর্ষা হইয়া থাকে। গ্রীশ ইং ১৮৩২ সালের পূর্ব্বে টর্কির অধীনে ছিল, এক্ষণে স্বাধীন অবস্থায় আছে। গ্রীকজাতি পূর্ব্বকালে সভ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল; তাহা-

দিগের ভাষা অদ্যাবধি সুমধুর ও সুশ্রাব্য বলিয়া পরি-গণিত হয়। এই দেশে দর্শনবেত্তা, ইতিহাস লেখক প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁ-হাদিগের গ্রন্থ সকল অদ্যাবধি মহা সমাদরপূর্ব্বক সভ্য-জাতিরা পাঠ করিয়া থাকেন। অধুনাতন গ্রীকরা কোন বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের সমতুল্য নহে, কিন্তু বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিষ্ঠ; এবং এক্ষণে স্বাধীনতা অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় উ-ন্নতিবিশিষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। গ্রীশ-রাজ্যে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক প্রায় বিশাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন সামান্য লোক সংস্থাপিত পাঠশালাও আছে।

ইউরোপরুসিয়া।

ইউরোপের পূর্ব্ব ও উত্তর প্রায় সমুদয় অংশ। বাই-বেলোক্ত রসজাতি রুসিয়ানদিগের আদিপুরুষ ছিল, ত-ন্নিমিত্ত ঐ দেশকে রুসিয়া কহে। ইহার পরিমাণ ফল ২৭ লক্ষ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৬ কোটি। নিভানদী-তীরস্থ সেণ্টপিটর্সবর্গ রাজধানী, অং ৫৯ (০) ৫৬ (') উত্তর; দ্রাং ৩০ (০) ১৯ (') পূর্ব্ব। মস্কাউ, ওয়ার্স, আ-ষ্ট্রাকান্, রিগা, ওডেসা, নিজনি, নভ্গোরড্ প্রভৃতি প্র-সিদ্ধ নগর। এই রাজ্যে অত্যুচ্চ পর্ব্বতাদি অধিক নাই।

মধ্যদেশে বৃহৎ অরণ্য ও অভ্যন্তরে অতি প্রশস্ত বালুকা-বৃত প্রান্তর আছে। রুসিয়ার দক্ষিণাংশ বিশেষতঃ, ক্রিমিয়া ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের ভূমি সকল শস্যশালিনী। তথায় নানাবিধ শস্য ও ফলাদি সম্ভূত হয়। ইতিপূর্ব্বে এই রাজ্যে কৃষিকর্ম্মে ও কৃষিবিদ্যায় অযত্ন ছিল, অধুনা রাজা ও জমিদারগণ সযত্ন হইয়া তাহার ক্রমশই উন্নতি করিতেছেন। শিল্পবিদ্যা ও শিল্পকর্ম্মের বৃদ্ধি নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টাবান্ হইতেছেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তু ক্রয় করিতে হইত, অধুনা তাহার নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য ক্রয় করিয়া ইহারা তাহা প্রস্তুত করিতেছে; অন্য কাহাকেও অপর স্থানহইতে তাহা আনিতে দেয় না।

রাজ্যের অভ্যন্তরে অনেক মেলা হয়; তন্মধ্যে নভগোরডের মেলাই সর্ব্বপ্রধান। তাহাতে মহাজনেরা পৃথ্বীর সকল স্থানহইতে নানাবিধ দ্রব্য লইয়া সমাগত হয়, এই সমস্ত মেলায় দশ কোটি টাকার অধিক বিদেশীয় দ্রব্য বিক্রয় হয়।

এই রাজ্য মধ্যে নদী, হ্রদ, সমুদ্র, পরস্পর খালদ্বারা সংযুক্ত থাকায়, গতায়াত এবং বাণিজ্য করিবার বিলক্ষণ সুবিধা; একারণ স্বরাজ্য মধ্যেই বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কাফি, মসলা, সুরা, মৎস্য, লবণ, তমাকু, ফল, তুলা, নীল, রঙ করিবার নানাবিধ কাষ্ঠ, সীসা, লৌহ, অস্ত্র ও যন্ত্রাদি, রেসম, সূত্র, ও পশমীয় বস্ত্র, ধাতু, এবং মণি,

ইত্যাদি প্রায় ১৩ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি হয়। শস্য, চরবি, পাঠ, মস্নে, মোম, চর্ম্ম এবং লোমশ চর্ম্ম, গাছাড়রিকাষ্ঠ, তৈল, তাম্র, লৌহ, পশম ইত্যাদি প্রায় ১৩ কোটি টাকার দ্রব্য রফতানি হয়।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীস, লবণ ও পাতুরে কয়লার খনি আছে। রাজস্ব ১৭ কোটি টাকা। রাজ্যরক্ষার্থে প্রায় ৯ লক্ষ সৈন্য আছে।

৭টী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। সমুদয় লোকের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ লোক শিক্ষার্থে পাঠশালায় গমন করিয়া থাকে।

রুসিয়ার প্রায় তিন ভাগ লোক গোলাম; তন্মধ্যে স-ম্রাট অধীনস্থ লোকদিগের অপেক্ষা জমিদারাধীন লো-কেরা নিকৃষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগের সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থিতি করে। ইহারা অর্দ্ধেক সময় প্রভুর কার্য্যার্থে নিয়োজিত হয়, এবং অবশিষ্টকাল স্ব-কার্য্যে যাপন করে। ইহারা প্রভুর অনুমতি ভিন্ন স্থানা-ন্তরে যাইতে পারে না। সপরিবার ভিন্ন একাকী বিক্রীত হইতে পারে না। গোলামেরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, ভাবি বি-ষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করে না। অদৃষ্ট বিশ্বাসী, পুরুষানু-ক্রমে একপ অধীন থাকিয়াও অসন্তুষ্ট নহে, কিন্তু অল্পেই সন্তুষ্ট হয়। ইহারা ভিক্ষা করিলে প্রতিপালকের দণ্ড দিতে হয়। জমিদার ও যাজকেরা কর প্রদান করে না, এবং দোষী

হইলে শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। ইহারা উত্তম রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং অতিথিসেবায় তৎপর। রুসিয়ানরা বলিষ্ঠ সাহসিক এবং যুদ্ধবিশারদ।

সুইডেন ও নরওয়ে।

এই উভয় রাজ্য এক অধিপতির অধীন। ইহাদিগের পরিমাণ ফল ২৯৩০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা চারি কোটি ছিয়াসি লক্ষ। বল্টিক সাগরতীরস্থ ষ্টকহলম সুইডনের রাজধানী, ইহার অং ৫৯ (০) ২২ (´) উত্তর; দ্রা ১৮ (০) ৪ (´) পূর্ব্ব। অপসাল, গটেনবর্গ, প্রভৃতি বিখ্যাত নগর। নরওয়ের রাজধানী খ্রীষ্টিয়ানিয়া, ইহার অং ৫৯ (০) ৫৪ (´) উত্তর; দ্রাং ১০ (০) ৫০ (´) পূর্ব্ব। ইহার সর্ব্বোত্তরাংশে সূর্য্যের উত্তরায়ণে ক্রমাগত আড়াই মাস দিবা ও দক্ষিণায়নে ক্রমাগত আড়াই মাস রাত্রি হইয়া থাকে। রূপা, তাম্র, সীস, ও লৌহের খনি আছে। ইহা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সুইডিস লৌহ অতি উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য, ইহাতে উত্তমোত্তম যন্ত্র ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এই দেশদ্বয়ের জমি অধিকাংশ অমুর্ব্বরা, কিন্তু নিবাসীলোকেরা কৃষিকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী বলিয়া হিমকোটিবন্ধের শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের শিল্পবিদ্যায় পারিপাট্য নাই। ইহারা বিশেষ

নরওয়েবাসীরা মৎস্য ধরিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সুইডেনের মধ্যবর্ত্তী খালাদি থাকায় দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়াদি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয়। নরওয়ের লোকেরা নাবিকতাকার্য্যে বিশেষ সক্ষম, এবং ইংলণ্ড, স্পেন, ইত্যাদি রাজ্যের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে। বাহাদুরিকাষ্ঠ, লৌহ, স্পাত, তাম্র, আলকাতরা, ফটকিরি, শুষ্কমৎস্য, ও শস্যাদি রফতানি হয়। চিনি, কাফি, তমাকু, লবণ, রেসম, তুলা, শস্য, বস্ত্র, সুরা প্রভৃতি আমদানি হয়। সুইডেনের বার্ষিক রাজস্ব ২ কোটি ও নরওয়ের ৩৫ লক্ষ টাকা। সুইডেনে ৩২০০০, এবং নরওয়েতে ১২০০০ সৈন্য আছে।

এই দেশদ্বয়ে বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখা যায়। সুইডেনে ২ টী, ও নরওয়েতে ১ টী বিশ্ববিদ্যালয়, ও অনেক কালেজ সংস্থাপিত আছে, তাহাতে নানাবিধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সাধারণের শিক্ষার্থে প্রতি গ্রামে এক এক বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিবাসীলোকহইতে করগ্রহণ করা হয়। সুইডেনে এরূপ এক নিয়ম প্রচলিত আছে, যে যে ব্যক্তি গ্রন্থাদি পাঠ করিতে অসমর্থ, সে অধিক বয়স্ক হইলেও আইন সম্মত প্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। সাধারণলোকেরা স্ব স্ব সন্তানগণকে কোন না কোনরূপ বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করিয়া থাকে। সুইডেনে

অষ্টাংশ ও নরওয়ে সপ্তাংশলোক পাঠশালায় পাঠ গ্রহণ করে। উভয় দেশস্থ লোকেরা স্বভাবত সাহসী, সরল স্বভাব, অতিথিসংকারে তৎপর। সুরাপানে সাতিশয় রত, তজ্জন্য দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

আইসলণ্ড।

পরিমাণ ফল ৩৮২০ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৬০,০০০। রিক্কিয়াভিক রাজধানী। এই দ্বীপে অত্যন্ত হিম প্রযুক্ত শস্যাদি জন্মে না; গো, অশ্ব, মেষ অধিক আছে। মৎস্য ও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাখম, দুগ্ধ, ও মৎস্য নিবাসীদিগের প্রধান আহারীয় দ্রব্য। নানাবিধ শুষ্ক-মৎস্য, হোএলমৎস্যেরতৈল, মেষমাংস, পশম, এবং গন্ধক এই স্থানহইতে রফতানি হয়।

অত্রস্থ লোকেরা সামান্যরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। অধিক শিক্ষার্থ একটী কালেজ সংস্থাপিত আছে। ইহাদিগের পুরুষেরা লম্বাকৃতি এবং সাম্যমূর্ত্তি, কিন্তু স্ত্রীরা খর্ব্বাঙ্গী ও স্থূলাকার।

বেলিয়ারিক উপদ্বীপ সমূহ।

ইহাদিগের পরিমাণ ফল ১৭৫৩ ইং মাং। লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের অধিক। সমুদয় দ্বীপ মধ্যে মেজর্কা, ইভি

এই দ্বীপত্রয়ই প্রধান। এই সকল স্থানের ভূমি উর্ব্বরা, নানাবিধ ফলোৎপন্ন হয়, কিন্তু শস্যাদি অল্প পরিমাণে জন্মে। শস্য ও গো মেষাদি আমদানি হয়; সুরা, ও শুষ্কফলাদি রফতানি হইয়া থাকে।

কর্সিকা।

ফ্রান্সরাজ্যের অন্তর্গত। পরিমাণফল ৩৩৭৭ ইং মাং। লোকসংখ্যা ২৩৬০০০। এজাকশিও, বাস্টিয়া, প্রধান নগর। জমি উর্ব্বরা; নানারূপ শস্য ও উত্তম উত্তম ফল উৎপন্ন হয়। শিল্পকর্ম্মের বিশেষ চালনা নাই। শস্য, ফল, মোম, মৎস্য, কাষ্ঠ ইত্যাদি রফতানি হয়।

সার্ডিনিয়া।

পরিমাণফল ৯৫০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ। রাজধানীর নাম কাগলিয়ারি। এই দ্বীপে রৌপ্য, তাম্র, সীস, ও লৌহের খনি আছে। জমির তৃতীয়াংশ অরণ্যময়, তৃতীয়াংশ বালুকা ও প্রস্তরময়, অপর তৃতীয়াংশে যথেষ্ট পরিমাণে শস্যাদি ও ফল জন্মে। শস্য, মাংস, পণির, ও মৎস্য রফতানি হয়। শিক্ষা নিমিত্ত অধিকাংশ গ্রামে পাঠশালা সংস্থাপিত আছে। ইটালির অন্তর্গত সার্ডিনিয়া রাজ্যের রাজা এই দ্বীপের অধিপতি।

আইওনিয়ান উং দ্বীং সং।

কর্ফিউ, সেফালোনিয়া, জান্টি, সেণ্টামরা, সেরিগো, ইথেকা, পাক্সো, ও আর কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপকে আই-ওনিয়ান দ্বীপসমূহ কহে। ইহার পরিমাণ ফল ১১০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক। কর্ফিউ দ্বীপ রাজ-ধানী। ব্যক্তিগণ কৃষিকর্ম্মে অপটু, কিন্তু শস্য, জলপাই, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলোৎপাদন করে। শিল্পকর্ম্মে পারদ-র্শীতা নাই; নাবিকতা কার্য্যে অনেকেই নিযুক্ত আছে। এই দ্বীপ সমূহে চিনি, কাফি, রেসমীয় পশমীয় ও সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র, লৌহ, বাহাদুরিকাষ্ঠ, মৃত্তিকার বাসন, ও লৌহঅস্ত্রাদি আনীত হয়। একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সমুদয় লোকের চৌত্রিশাংশ পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই কয়েকটী দ্বীপ ইংরাজদিগের আশ্রিত, তজ্জন্য ইহারা তাহাদিগকে আড়াই লক্ষ টাকা বার্ষিক দিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে প্রজা প্রভুত্ব শাসনপ্রণালী প্রচলিত।

আফ্রিকা।

ইউরোপের দক্ষিণে ও আসিয়ার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই মহাখণ্ড। ইহা ইউরোপ হইতে জিব্রল্টার মোহানা দ্বারা বিভক্ত, এবং সুয়েজ নামক ডমরুমধ্যদ্বারা আসিয়ার সহিত সংযুক্ত আছে।

পূর্ব্বকালে ইহার উত্তরাংশস্থিত টুনিস ও তৎসন্নিহিত প্রদেশকে আফ্রিক কহা হইত। “এই শব্দের অর্থ এক দেশহইতে অপর দেশে বসতি করা ,, যাহা অত্রত্য লোকেরা করিয়াছিল এক্ষণে এই সমুদয় মহাখণ্ডকে ঐ উপাধি প্রদত্ত হয়। ইহার পরিমাণ ফল এক কোটি বিশ লক্ষ। লোকসংখ্যা ৭ কোটি। ইহাতে বৃহৎ নদ নদী অধিক নাই, যদ্দ্বারা অভ্যন্তরে অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে মহাসাগর থাকায়, আফ্রিকাবাসীরা অপরাপর দেশে সচরাচর যাইতে পারে না, সুতরাং তজ্জন্য বহুদর্শী হইতে পারে না। এই দেশমধ্যে নদ্যাদিদ্বারা গতিবিধির সুবিধা না থাকায়, অদ্যাবধি সভ্যজাতিরাও ইহার মধ্যদেশ বিশেষ রূপে অবগত নহেন। এই মহাখণ্ড সাহারা নামক মরুভূমিদ্বারা দুই খণ্ডে বিভক্ত। ঐ মহৎ মরুভূমি ৩০০০ ইং মাং দীর্ঘ, ও ১০০০ ইং মাং প্রস্থ কেবল বালুকাময়। ইহার মধ্যে মধ্যে বিশ্রামোপযোগী স্থান আছে, তাহা বৃক্ষ জলাদিদ্বারা

সুশোভিত। পথিকজন ঐ সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া শ্রান্তির শান্তি করে। পরমেশ্বরের কি বিচিত্র সৃষ্টি, এই সকল স্থানে এমত এক প্রকার মূল জন্মে, যে তাহা ভক্ষণ করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়েরই এককালে সমতা হয়। এই মরুভূমিতে কখন কখন এমত প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহন করে, যে তদ্দারা অগ্নিকণাবৎ বালুকা সকল সঞ্চালিত হইয়া সকলেরই প্রাণ সংহার করে।

অত্রত্য লোকেরা কৃষিকর্ম্ম যৎসামান্যরূপে অবগত আছে। বাণিজ্যকার্য্যের বিশেষ গৌরব করে না। শিল্পকর্ম্মের মধ্যে বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার মাত্র প্রস্তুত করিতে পারে।

ভিন্নদেশীয় লোকেরা এই স্থানহইতে মনুষ্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। কেহ বা ছল বল ও কৌশলদ্বারা ইহাদিগকে ধৃত করিয়া মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করে। এই সমস্ত ক্রীতলোকেরা অধিকাংশ আমেরিকাখণ্ডে প্রেরিত হয়। তথাকার লোকেরা ইহাদিগকে ক্রয় করিয়া দাসত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করে। ইহারা পশ্বাদি অপেক্ষা অধমরূপে ব্যবহার্য্য হয়। ইহাদিগের কেবল যে অপরিসীম পরিশ্রম ও অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় এমত নহে, স্ব স্ব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়াদিও আপনার হয় না, সকলই তাহাদিগের মনিবের সম্পত্তি হয়।

এককালে ইউরোপীয় সমস্ত সভ্যজাতিরা এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় করিতে কিছু মাত্র সংশয় করিতেন না, কিন্তু ইং-

লণ্ডীয় সার্প, ক্লারর্কসন, উইলবরফোর্শ প্রভৃতি কতিপয় মহোদয়ের প্রগাঢ় যত্ন ও পরিশ্রমদ্বারা ইংলণ্ড ও তৎ অধীনস্থ দেশহইতে একবারে মনুষ্যক্রয় বিক্রয়ের প্রথা রহিত হইয়াছে। ফ্রান্স ও অন্যান্য কতিপয় রাজ্যও এই মহৎকর্ম্মে ইংরাজদিগের অনুগামী হইয়াছেন। আ-ক্ষেপের বিষয় যে, কতিপয় সুশিক্ষিত জাতি যাঁহারা সভ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা অর্থপরবশ হইয়া অ-দ্যাবধি এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

এই মহাখণ্ডে সাহারার উত্তরাংশে অধিকাংশ মুসল-মান ও দক্ষিণাংশে কাফ্রিজাতিরা বাস করে। যে যৎ-কিঞ্চিৎ বিদ্যা ও সভ্যতা আছে, তাহা কেবল মুসলমান-দিগের মধ্যে দেখা যায়, কাফ্রিরা সম্পূর্ণরূপে অসভ্য।

প্রসিদ্ধ পর্ব্বত	আধার স্থান	প্রধান শৃঙ্গ	উচ্চ পরিমাণ
আটলাস	বারবারিরাজ্য	হেন্টেট্	১০০০০ হস্ত
কেমিরণ	পশ্চিমআফ্রিকা		৮৬০০ হস্ত
মুন			
লাপুটা			

ক্যানারি দ্বীপস্থিত টেনেরিফ নামক আগ্নেয় পর্ব্বত।

প্রধান নদ নদী	আধার স্থান	পতন স্থান	দৈর্ঘ্য পরিমাণ
নাইল	নুবিয়া ও ইজিপ্ট	মেডিটরেনিয়ান সাগর	৩০০০ মাইল
নাইগার	পশ্চিমআফ্রিকা	গিনি উপসাগর	২৩০০ মাইল
কঙ্গো	ঐ	আটলাণ্টিক মহাসাগর	১৪০০ মাইল
অরেঞ্জ	দক্ষিণআফ্রিকা	ঐ	১০৫০ মাইল
সেনিগাল	সেনাগম্বিয়া	ঐ	১০০০ মাইল
গ্যাম্বিয়া	ঐ	হিন্দু মহাসাগর	৯৫০ মাইল
জাম্বেজি	মোজাম্বিক	আটলাণ্টিক মহাসাগর	৭০০ মাইল

হ্রদ, চাঁদ, ১৫০০০ ইং মাং, ডেম্বিয়া, ওমাম্পুর হ্রদ।

ডমরুমধ্য, সোএজ।

অন্তরীপ, উত্তমাশা।

উপদ্বীপ, মেদেরা, কানারি, কেপবার্ড, আসেনসন, সেন্ট-হেলেনা ইত্যাদি আটলান্টিক মহাসাগরস্থিত। মাডাগাস্কার, মারিচি বা মারিসস, কনোরো, সেচেলি, সোকত্রা ইত্যাদি হিন্দুসাগরস্থিত।

প্রধানদেশ, বারবারিরাজ্য সমূহ, ইজিপ্ট, নুবিয়া, আবেসিনিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, পূর্ব্ব আ-ফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টিন, সীস প্রভৃতি ধাতু ইহার স্থানবিশেষে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বারবারি রাজ্য।

রাজ্য	রাজধানী	
মরকো	মরকো	এই রাজ্যসমূহের অধিকাংশ ভূমি উর্ব্বরা। ইউরোপখণ্ডের সমস্ত শস্য ও ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইদেশে মরোকো নামক উৎকৃষ্ট চর্ম্ম প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকালে টুনিস নগর নিকটস্থ কার্থেজ রাজ্যের লোকেরা বাণিজ্য ও যুদ্ধকার্য্যে তৎপর ছিল।
আলজিরা	আলজিয়রস	
টুনিস	টুনিস	
ট্রিপলি	ট্রিপলি	
বার্কা	বার্কা	

ডারা	ডারা
টাফিলেট	টাফিলেট
সেগেলমেসা	সেগেলমেসা
ফেজ্জান	মুরজক
বেলিডঅলজরিড	

ইজিপ্ট বা মিশর দেশ।

আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্ব অংশে এই রাজ্য। পরিমাণ ফল ১৫০০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা বিশ লক্ষ। নাইল নদী তীরস্থিত কেয়ো রাজধানী। রসেটা, সুয়েজ, আলেকজ্যা-ণ্ড্রিয়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ নগর। জমির অধিকাংশ অনুর্ব্বরা; অষ্টাংশ মাত্র ফলশালিনী হয়। কৃষকেরা দৈন্য ও কৃষি কর্ম্মে অজ্ঞ। প্রতি বৎসর নাইল নদী প্লাবিত হইয়া তীর-স্থিত অনেক স্থানকে অত্যন্ত শস্যাঢ্য করে। অত্রত্য জল বায়ু অতি সুন্দর, তজ্জন্য নানাবিধ শস্য ও উপাদেয় ফলাদি উৎপাদিত হয়। ইহারা শিল্পকর্ম্মে অভিজ্ঞ নহে, প্রয়োজনীয় সামান্য দ্রব্য মাত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ। ব্যবসায়ার্থ আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী নিকটস্থ দেশহইতে স্ব-দেশোৎপাদিত ও বিলাতীয় দ্রব্য বিনিময় করিয়া, হস্তি-দন্ত, সোরা, গঁদ, চর্ম্ম, পশম ইত্যাদি আনয়ন করে; ও পৃথ্বীর অন্যান্য খণ্ডহইতে লৌ, সীস, কাষ্ঠ, মসলা,

গজ, কাপড় ইত্যাদি আমদানি, ও তথায় তুলা, পূর্ব্বোল্লিখিত আনীত দ্রব্য, এবং বহুসংখ্যক কাফ্রি ও আর্মিনিয়ান দাস প্রেরিত হয়।

এই রাজ্যের রাজস্ব দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা। রক্ষার্থে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আছে। রাজপুরুষেরা প্রায় সাড়ে পাঁচ সহস্র ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষা প্রদান করেন। এতন্মধ্যে অল্পকালাধ্যায়ীরা আরবী, অঙ্ক, ও কোরাণ এবং দীর্ঘকাল পাঠীরা তদ্ব্যতীত টর্কি ও পারসীভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, এবং ফরাসিস ভাষার পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত অনুবাদিত গ্রন্থ সকলে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উত্তম পুস্তক ও শিক্ষক অভাবে তাদৃশ ফল উপলব্ধি করিতে পারে না।

অতি প্রাচীনকালে মিসরবাসীরা সভ্যতার নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল, এবং হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদিগেরও জাতিভেদ দেখা যাইত।

ইজিপ্টে কতকগুলি পূর্ব্বতন রাজাদিগের গোরস্তম্ভ আছে। তাহা দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভ উচ্চ ৩২০ হাত।

নুবিয়া ও আবেসিনিয়া।

নুবিয়া ডঙ্গোলা, সেনার।

আবেসিনিয়া গণ্ডার।

পূর্ব্বকালে নুবিয়ানরা সভ্য ছিল। তথায় অদ্যাবধি তৎকালীয় মন্দিরাদি আছে।

পশ্চিম আফ্রিকা।

রাজ্য	প্রধান নগর
সেনাগাম্বিয়া	ফোর্টসেণ্টলুই
উত্তরগিনি	ফ্রিটাউন, মন্‌রেবিয়া, লাহো, কেপকোষ্টকাষ্টল, ওয়ায়দা, কুমাসি আবমি, বেল্গিন।
দক্ষিণগিনি	লোয়াঙ্গো, সেণ্টসেলবেডর, সেণ্টপল, বেঙ্গুয়িলা।

পশ্চিম আফ্রিকার জমি উর্ব্বরা; কোন কোন শস্য ও নানাবিধ উপাদেয় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে বেওয়াব নামক সর্ব্বপ্রধান এক বৃক্ষ আছে। তাহার বেড় প্রায় ৮০ হস্ত। এই দেশহইতে স্বর্ণ, হস্তিদন্ত এবং অদ্যাবধি ক্রীতদাস প্রেরিত হইয়া থাকে। ইংরাজ, ফরাসিস ও আমেরিকাবাসী লোকেরা ঐ সকল দাসদিগের মোচন করণার্থ স্থানে স্থানে আড্ডা ও তথায় কলের জাহাজ রাখিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা।

কেপকলনি	কেপটৌন
নাটাল	পাইটারমারিট্‌জবর্গ
খস্থুয়ানদিগেরদেশ	ল্যাটাকু

এই সকল স্থানের অধিকাংশ চরাভূমি। উত্তমাশাঅন্তরীপের নিকটবর্ত্তী স্থানে শস্য, তরকারি ও ফলাদি উৎপাদিত হয়।

পূর্ব্ব আফ্রিকা।

এডেল	জেল।
আজান	সেগাডোক্সা।
জেনকুইবার	জানজিবার
মোজাম্বিক	মোজাম্বিক
সোফালা।	সোফালা।
মোকারাঙ্গা।	মালিকা।

মধ্যস্থিত আফ্রিকা।

সাহারা।	বিনউন
নিগ্রিসিয়া।	মাণ্ডারা, ইযরি, টিম্‌বক্‌টু

অত্রস্থ লোকেরা কৃষি ও শিল্পকর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ অবগত আছে। দলবদ্ধ হইয়া স্বদেশে বাণিজ্য করিয়া থাকে। ইহাদিগের কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে বিদ্যাচর্চ্চা হয়।

আমেরিকা।

প্রায় সহস্র বৎসর অতিগত হইল, নরওয়েবাসীরা আমেরিকার সর্ব্বোত্তরাংশের কোন কোন স্থানে গমনাগমন করিত, কিন্তু এই মহাদ্বীপের এতাদৃশ প্রকাণ্ডত্ব কোন প্রকারে অবগত ছিল না। ১৪৯২ খৃঃঅব্দে, কোলম্বস নামক এক প্রসিদ্ধ নাবিক স্পেন রাজ্যহইতে ভারতবর্ষে গমনাভিলাষে পশ্চিমদিকে গমন করায়, এই মহাখণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েন; তাহার কয়েক বৎসর পরে আমেরিকো ভেসপুসি নামা অপর এক ব্যক্তি, জলযানদ্বারা এই মহাখণ্ডে উপস্থিত হইয়া স্বনামে নামকরণ করত ইহার বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। তৎকালাবধি সকলেই ইহাকে আমেরিকা কহিয়া থাকেন। ইহার পরিমাণফল দেড় কোটি হি, মাঃ। লোক সংখ্যা পাঁচ কোটির অধিক।

এই মহাখণ্ড, অতি প্রকাণ্ডাকার পর্ব্বত সমূহ, অতি বিস্তৃত নদ নদী, ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদিদ্বারা পরিব্যাপ্ত আছে। ইহা দুই প্রধান খণ্ডে বিভক্ত। পানামা নামক ডমরুমধ্যদ্বারা তাহা সংশ্লিষ্ট আছে। ইহার অনেক অংশ অরণ্যবিশিষ্ট; তথায় প্রায় তত্রত্য আদিমবাসীরা বসতি করে। তাহাদিগকে ইণ্ডিয়ন উপাধি দেওয়া হয়। ইহা অনেক প্রকারে সম্ভব, যে দীর্ঘকাল পূর্ব্বে মঙ্গল

গ্রীনস্থ লোকেরা, আসিয়ার উত্তর পূর্ব্ব অংশহইতে আমেরিকায় বসবাস করিত। ঐ ইণ্ডিয়নরা তাহাদিগেরই বংশ। কিন্তু এক্ষণে তাহারা প্রায় সকলই বন্য অবস্থায় অবস্থিতি করে। কথিত আছে, যে পূর্ব্বকালে ইহারা ইহা অপেক্ষা সভ্য ছিল। ইণ্ডিয়নদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছে, এবং এতদ্রূপ অবস্থায় থাকিলে অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে ইহাদিগের বংশের চিহ্নও থাকিবেক না। ইউরোপীয় অনেক সভ্যজাতিরা এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে, এবং ক্রমশঃ ইহাদিগেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

প্রসিদ্ধ পর্ব্বত	আধার স্থান	প্রধান শৃঙ্গ	উচ্চ পরিমাণ
আণ্ডিস	দক্ষিণ আমেরিকা	সোরাটা	১৬৮০০ হস্ত
রকি পর্ব্বত	ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্	জেমস্‌পিক	৭৫৪ হস্ত
ব্লু পর্ব্বত	জামেকা		৪৮৫২ হস্ত
আলিঘানি	ইউনাইটেড্‌ষ্টেট	ওয়াসিংট	৪৪২০ হস্ত

আমেরিকায় অনেক আগ্নেয় পর্ব্বত আছে।

প্রসিদ্ধ নদী	আধার স্থান	পতন স্থান	দৈর্ঘ্য পরিমাণ
আমেজন	ব্রেজিল	আটলাণ্টিক মহাসাগর	৪০০০০ মাইল
মিসিসিপি	ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্	মেক্সিকো উপসাগর	৩১৬০ মাইল
মিসেরাইও মিসিসিপি	ঐ	ঐ	৪২৬৫ মাইল
পারানা ও লাপ্লাটা	ব্রেজিল ও লাপ্লাটা	আটলাণ্টিক মহাসাগর	২৩৫০ মাইল
সেণ্টলারেন্স	কানাডা	লারন্স উপসাগর	২০০০ মাইল
মাকেন্‌জি	ইংরাজ আমেরিকা	উত্তর সাগর	১৬০০ মাইল
ওরিমুক	ভিনিজিউলা	আটলাণ্টিক মহাসাগর	১৪০০ মাইল

হ্রদ—সুপিরিয়ার (৪৩০০০ ইং মাং) হুরন (১৬৫০০ ইং মাং) মিচিগান (১৩৫০০ ইং মাং) শ্লেভ (১২০০০ ইং মাং) ওণ্টারিয়ো (১২৬০০ ইং মাং) ইরাই (১১০০০ ইং মাং) বেয়ার (১০০০০ ইং মাং) উত্তর আমেরিকাস্থিত। মেরেকেবো (৫০০০ ইং মাং) টিটিকাকা (৩৮০০ ইং মাং) দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত।

আমেরিকা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, যথা উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকা।

পরিমাণ ফল ৮৫০০০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা প্রায় চারি কোটি। ইহা নিম্ন লিখিত রাজ্য সমূহে বিভক্ত হইয়াছে।

১—রুসিক আমেরিকা; ২—ইংরাজ আমেরিকা; ৩—ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্; ৪—টেক্সাস; ৫—মেক্সিকো; ৬—গোয়াটিমালা; ৭—ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ।

রুসিক আমেরিকা।

আমেরিকার উত্তর পশ্চিমাংশ রুসিয়ার অধীন। তাহার পরিমাণ ফল ৩৭১০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা ৬৬০০০। ইহা শীতপ্রধান দেশ। জমি অফলশালী।

লোমাবৃত চর্ম্ম, নানাবিধ মৎস্য, হোএল, সিল নামক জন্তু ইত্যাদি এই স্থানহইতে অন্যত্রে প্রেরিত হয়।

ইংরাজ আমেরিকা।

রুসিক আমেরিকার পূর্ব্ব দক্ষিণ রাজ্যকে ইংরাজ আমেরিকা কহে। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ত্রিশ লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা পঁচিশ লক্ষের অধিক। কুইবেক ও টোরোন্টো ইহার রাজধানী। জমি অধিকাংশ উর্ব্বরা, কিন্তু লোকেরা কৃষিকর্ম্মে তাদৃশ পটু নহে। লৌহ, তাম্র, কয়লা, প্রভৃতির খনি আছে। মৎস্য, বাহাদুরি কাষ্ঠ, পশুর লোম ইত্যাদি রফতানি হয়। এই রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব এক কোটি টাকা।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্।

২৯ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন প্রদেশ একত্রিত হইয়া এই মহারাজ্য হয়। ইহার পরিমাণ ফল তেইশ লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ। পটমক নদীতীরস্থ ওয়াসিংটং ইহার রাজধানী। বোষ্টন, নিউইয়র্ক, ফিলেডেলফিয়া প্রভৃতি বিখ্যাত নগর আছে। স্বর্ণ, সিসা, তাম্র, লৌহ, পাতুরেকয়লা, ও লবণের আকর আছে। যৎস্বল্প পর্ব্বতীয় স্থান ভিন্ন জমি সকল

প্রায়ই উর্ব্বরা। কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই রাজ্যের পূর্ব্বাংশে অধিকাংশ জমি চরা ; মধ্যদেশে শস্যাদি ও দক্ষিণাংশে তুলা, চিনি, তমাকু উৎপাদিত হয়। অত্রস্থ লোকেরা হোএল ও অন্যান্য মৎস্যাদি ধরিয়া বাৎসরিক প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা উপার্জ্জন করে।

ইহারা শিল্পকর্ম্মের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে, এবং আপনাদিগের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রায় আড়াই কোটি টাকার দ্রব্য প্রস্তুত করে!

দেশের অভ্যন্তরে সাড়ে তিন সহস্র মাইল দীর্ঘ খাল দ্বারা উত্তমোত্তম নদী সকল পরস্পর সম্মিলিত ও রেলরোড থাকায়, ব্যবসায় কার্য্য উত্তমরূপে চলে। ইহারা বাণিজ্য বিষয়ে প্রায় ইংরাজদিগের সমতুল্য, এবং তদ্রূপ নানা স্থানে গতিবিধি করিয়া থাকে। স্বদেশে বাৎসরিক ৪২ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি করে, এবং এখানহইতে তুলা, তমাকু, মৎস্য, শস্য প্রভৃতি ৩৪ কোটি টাকার দ্রব্য রফতানি করে। ইহার রাজস্ব শালিয়ানা ছয় কোটি টাকা। রাজ্য রক্ষার্থে ৬২৮৩ সৈন আছে। ইহার প্রত্যেক প্রদেশে প্রজা প্রভুত্ব শাসন প্রচলিত, এবং স্ব স্ব রাজ্যের নিয়মাদি তত্তৎ রাজ্যদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। বাণিজ্য, দেশরক্ষা, ও সাধারণ হিতকর বিষয় সংক্রান্ত কনগ্রেস নামক মহাসভা হয়। তথায়

প্রত্যেক রাজ্য স্ব স্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্‌বাসীরা অত্যন্ত স্বাধীনতা ও অর্থাভিলাষী, সাহসিক, বলবান্, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিজীবী, এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। ইহাদিগের স্ত্রীজাতিরা সাতিশয় আদরণীয় হয়, এবং পুরুষবৎ চিকিৎসা, বাণিজ্য, ও শিক্ষকতাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাদিগের দক্ষিণরাজ্য সমূহ মধ্যে অদ্যাবধি দাস ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। তথায় প্রায় ত্রিশ লক্ষ ক্রীত দাস দেখা যায়। এই রাজ্য প্রথমতঃ ইংরাজ কর্ত্তৃক বাসিত হইয়াছিল, এবং বহুকালাবধি এই দেশ ইংরাজদিগের অধীনে ছিল। কিন্তু ১৭৮৩ খ্রীষ্টীয়াব্দ অবধি ইহারা স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্দেশস্থানীয় লোকদিগের বিদ্যাবিষয়ে সাতিশয় অনুরাগ আছে। উচ্চশিক্ষার্থে অনেক কালেজ আছে, অপর সাধারণের পঞ্চাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন প্রদেশে বিদ্যা শিক্ষা নিমিত্ত কর, কোন কোন স্থানে ভূমি নির্দ্ধারিত আছে, তাহার উপস্বত্ব হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। স্ত্রীজাতিরা অধিক স্নেহবতী, এবং সন্তানদিগের প্রতিপালনে বিশেষ যত্নবতী, তজ্জন্য ইহারা বালকদিগের শিক্ষার্থে নিযুক্ত হয়।

টেক্‌সাস।

পূর্ব্বোক্ত রাজ্যের পশ্চিম। ইহার পরিমাণ ফল তিন লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ। এই দেশে বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর আছে। জমি উর্ব্বরা; শস্য, তুলা, তমাকু, প্রভৃতি উৎপত্তি হইয়া থাকে। আষ্টি, ইহার রাজধানী।

মেক্সিকো।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের দক্ষিণ এই রাজ্য। ইহার পরিমাণ ফল দশ লক্ষ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। রাজধানী, মেক্সিকো। এই দেশ অত্যন্ত উচ্চ; জমি অতিশয় উর্ব্বরা। অত্রস্থ লোকদিগের কৃষিকর্ম্মে বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই। কিন্তু ইহার স্থান বিশেষে উষ্ণতার ন্যূনাতিরিক্তভাবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন কটিবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা আবশ্যকীয় সামান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, চিনি, নীল, লবণ, মাংস, চর্ম্ম, সালসা, জোলাপ, কাফি ইত্যাদি, চারি কোটি টাকার দ্রব্য রফতানি করে। তুলা, পশমীবস্ত্র, লৌহাস্ত্র, ও যন্ত্রাদি, পারদ, রেসম ইত্যাদি, তিন কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি করে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সিসা, টিন ইত্যাদির খনি আছে। এতন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য অধিক

পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার রাজস্ব দুই কোটি টাকা। রাজ্য রক্ষার্থে ২৬০০০ সৈন্য আছে।

গোয়াটিমালা

রাজ্য	রাজধানী
গোয়াটিমালা	গোয়াটিমালা
সান্সালভেডর	সান্সালভেডর
হণ্ডারস	কমায়েগুয়া
নাইকারাগোয়া	লিয়ন
কাষ্ঠারিকা	সালজোম

এই পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য মিলিত হইয়া এই রাজ্য হয়। ইহার পরিমাণ ফল দুই লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা বিশ লক্ষ। ভূমি সকল ফলশালী। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর খনি আছে। তূলা, চিনি, নীল মসলা, মেহাগনি কাষ্ঠ প্রভৃতি এই স্থান হইতে প্রেরিত হয়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ।

কুবা, হেটী, জামেকা, বাহামা, দ্বীপসমূহ প্রভৃতি কতিপয় দ্বীপকে এই উপাধি দেওয়া হয়। ইহার পরিমাণ ফল

এক লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ। এই দ্বীপ সমূহে অধিকাংশ কাফ্রি জাতি বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ক্রীতদাস ও কতকগুলি স্বাধীন অবস্থায় আছে। হেটী নামক স্থান কেবল কাফ্রিদিগের অধীন। তথায় শুভ্রকান্তিরা বসবাস করিতে পারেন না। ইহার জমি সকল সাতিশয় শস্যশালী। লোকেরা কৃষিকর্ম্মে পারগ। চিনি, তূলা, নীল প্রভৃতি এই স্থান হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকা।

ইহার পরিমাণ ফল পঁয়ষট্টি লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। এই খণ্ডের জমি সমস্ত অতিশয় উর্ব্বরা। এখানে উষ্ণ ও মধ্য কটিবন্ধের অনেক ফসল উৎপত্তি হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, সীস, তাম্র, পারদ প্রভৃতি ধাতুর আকর আছে। এই খণ্ড হইতে মুক্তা ও পারদ ইউরোপে প্রেরিত হয়। ইহা পশ্চাল্লিখিত রাজ্যে বিভক্ত।

রাজ্যের নাম	রাজধানী	পরিমাণ ফল	লোক সংখ্যা
নিউগ্রেনেডা	বগোটা	৩৮০০০০ ইং মাং	২২ লক্ষ
ভিনিজিউলা	কারাকাস	৭৭৪০০০ ঐ	১১।। লক্ষ
ইকুআডর	কুইটো	৩২৫০০০ ঐ	৬ লক্ষ
পিরু	লিমা	৫২৪০০০ ঐ	১৪ লক্ষ
বোলিভিয়া	টুকুইশাখা	৩১৪০০০ ঐ	১৭ লক্ষ
লাপ্লাটা	বুইনসআইরস	১০০০০০০ ঐ	৬ লক্ষ
ব্রেজিল	রাইওজেনেরা	২৩০০০০০ ঐ	৭৫ লক্ষ ৬০ হাং
বাণ্ডাওরিয়েন্টাল	মণ্টিভিডো	১২০০০০ ঐ	১ লক্ষ ৪০ হাজার
পারাগোএ	আসন্সন্	৭৪০০০ ঐ	২ লক্ষ ৬০ হাজার
গায়না	জর্জটৌউন	১২০০০০০ ঐ	২০ লক্ষ
পাটাগোনিয়া	সেণ্টজুলিয়ন	৩৮০০০০ ঐ	১ লক্ষ ২০ হাজার
চিলি	স্যাণ্টিয়াগো	১৪৪০০০ ঐ	১২ লক্ষ

আষ্ট্রেলেসিয়া

পূর্ব্বলিখিত আসিয়া ও আফ্রিকার অন্তর্গত দ্বীপ ভিন্ন, ইণ্ডিয়ন ও পাসিফিক মহাসাগরস্থ দ্বীপ সমূহকে আষ্ট্রেলেসিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ আসিয়া কহে। এই দ্বীপ সমূহের পরিমাণ ফল ৪২ লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা অনুমান ৫০ লক্ষের অধিক। এই খণ্ড মধ্যে আষ্ট্রেলিয়া, ভানডিমানলণ্ড, পাপুয়াদ্বীপ, নিউজিলণ্ড, সলমনদ্বীপ সমূহ ইহারাই প্রধান রূপে গণ্য। ইহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা আষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ অতীব বৃহৎ। ইহার পরিমাণ ফল ত্রিশ লক্ষ ইং মাং। এই মহাদ্বীপের তীরস্থ প্রদেশ মাত্র নিরীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যবর্ত্তী দেশ সমূহ অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করা হয় নাই। ইহার ভূমি স্থানে স্থানে উর্ব্বরা ও স্থানে স্থানে মরু। যৎকালে এই দ্বীপ প্রকাশিত হয়, তখন ইহাতে কোন খাদ্য শস্য বা ফল ছিল না, এবং মনুষ্যোপকারী কোন জন্তু দেখা যাইত না। কিন্তু এক্ষণে ইহাতে নানাবিধ শস্য ও উপাদেয় ফলাদি উৎপাদিত হইতেছে, এবং গো, মেষাদি অনায়াসে প্রতিপালিত হইতেছে। লৌহ, রৌপ্য, সিসা, বিশেষতঃ তাম্র ও স্বর্ণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ খণ্ড পাওয়া হইয়াছে। ইহার আদিমবাসীরা কাফ্রির ন্যায়

আকৃতি বিশিষ্ট, কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকার। পুরুষেরা নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ, স্ত্রীজাতিরা যৎস্বল্প চর্ম্ম দ্বারা অঙ্গাচ্ছাদন মাত্র করে। অধিকাংশেরই বাসোপযোগী গৃহ নাই। ইহারা আহারার্থ নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। রাত্রিকালে অগ্নি জ্বালিয়া যামিনী যাপন করে। সমুদ্র তীরবাসীরা এক প্রকার কাষ্ঠময় গৃহে অবস্থিতি করিয়া থাকে, এবং মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। শিল্পকার্য্য মধ্যে ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা বৃক্ষ বিশেষের ছোটা লইয়া, মৎস্য ধরিবার এক প্রকার জাল বুনিতে পারে, এবং প্রস্তর খণ্ড ঘর্ষণ করিয়া ছেদনার্থ অস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে।

আষ্ট্রেলিয়ানরা সর্প, কীট, পতঙ্গাদি ও নরমাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সুন্দর রূপে লেখা পড়া করিতে পারে। পরিশ্রম করিতে কোন ক্রমেই ইচ্ছুক নহে। ইহাদিগের দল ক্রমশঃই হ্রস্ব হইতেছে। এরূপ কথিত আছে, যে ইহারা স্তন্যপায়ী সন্তান সত্ত্বে অন্য সন্তান হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করে। ইংলণ্ডীয় যে সমস্ত ব্যক্তি দোষের নিমিত্ত দেশান্তর যাইবার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইত, তাহারা তথা হইতে এই দ্বীপে প্রেরিত হইত। কিন্তু তদনন্তর ক্রমশই তথাকার ভদ্র লোকেরাও বসতি করিতে লাগিল। এক্ষণে এই স্থানের লোক সংখ্যা পাঁচ লক্ষের অধিক হইবে।

ইংরাজাধীন অষ্ট্রেলিয়া এই কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে।

নিউসৌথ ওয়েল্‌স	সিডনি
ভিকটোরিয়া	মেলবরণ
দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া	আডিলেড
পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া	পার্থ

ইহাদিগের মধ্যে নিউসৌথ ওয়েল্‌স সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ট। এই স্থান হইতে পশম, চর্ম্ম, পাঠ, হোএলের তৈল ইত্যাদি প্রায় তিন কোটি টাকার দ্রব্য প্রেরিত হয়, এবং মদ, তমাকু, চা, তুলা, রেসমী বস্ত্র ইত্যাদি আড়াই কোটি টাকার দ্রব্য আনীত হইয়া থাকে।

ভাণ্ডিমানলণ্ড	হোবর্টটোন
নিউজিলণ্ড	

উদ্ভিদ।

এই পৃথ্বী জগদীশ্বর কর্ত্তৃক বৃক্ষ, তৃণ, গুল্মাদিদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। জীবগণ, ফল, মূল, তৃণাদিদ্বারা প্রাণ ধারণ করিতেছে। মানবগণ পরীক্ষা দ্বারা উহাদিগের গুণাবগত হইয়া তাহাহইতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেছেন, এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা নিমিত্ত কাষ্ঠ, রজ্জু, বর্ণ, বস্ত্রাদি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন।

বৃক্ষ, তৃণ, গুল্মাদি উৎপন্ন করণার্থ বায়ু, আলোক, উত্তাপ, ও জলের আবশ্যক হয়। এই সকল বস্তু সর্ব্বত্র

সমান থাকিলে, সকল স্থানেই এক প্রকার শস্য উৎপত্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাদিগের, বিশেষ শেষদ্বয়ের অর্থাৎ উত্তাপ ও জলের, ন্যূনাতিরিক্ততাতেই স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শস্য, ও তাহাদিগের ন্যূনাধিক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

উষ্ণকটিবন্ধে সূর্য্যের অতিশয় উত্তাপ ও অধিক বৃষ্টি হওয়ায়, সে স্থানে বৃক্ষ তৃণাদির তেজস্বিতা ও সংখ্যার আধিক্য দেখা যায়; এবং ক্রমশঃ মধ্য ও হিমকটিবন্ধে হিমের প্রাধান্য বশতঃ তাহাদিগের দুর্ব্বলতা ও সংখ্যার হ্রাসতা দৃষ্টিগোচর হয়। পরন্তু কেন্দ্রদ্বয়ের নিকট তৃণাদি পর্য্যন্তও নয়নপথে পতিত হয় না।

আধার বিশেষে সূর্য্যরশ্মির উত্তাপের ন্যূনাধিক্য হয়। যদি সূর্য্যের তেজঃ হাল্কা বস্তুর মধ্য দিয়া নিঃসৃত হয়, তবে তাহার উত্তাপের ন্যূনতা জন্মে। একারণ পৃথ্বী হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিলে, যদিও সূর্য্যের অধিক নিকটস্থ হওয়া যায়, কিন্তু তত্রত্য বায়ু সূক্ষ্ম হওয়াতে সে স্থানে উত্তাপের অল্পতা বোধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ পর্ব্বতাদির শৃঙ্গে অধিক উত্তাপের অভাব হইয়া থাকে। তজ্জন্য উষ্ণকটিবন্ধস্থ পর্ব্বতাদির উন্নতানত স্থানে মধ্য ও হিমকটিবন্ধের শস্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চ শৃঙ্গে কেন্দ্রদ্বয় সন্নিহিত স্থানের ন্যায় কদাপি তৃণাদির জন্ম সম্ভবে না।

যে স্থানে মনুষ্যের যত্ন ভিন্ন যে কোন শস্য উৎপন্ন হয়, সেই স্থানকে তাহার আদি স্থান কহা যায়। মানবগণ ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, ও জলসেচনদ্বারা আদি স্থান ভিন্ন শস্যাদি উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু তাহা সবিশেষ যত্ন ভিন্ন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না।

কৃষিবিদ্যা ও কৃষিকর্ম্ম প্রভাবে যাদৃশ শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, স্বভাবতঃ হইলে তাহার অনেক অংশে ন্যূন হয়। স্বভাবতঃ যে সকল শস্যাদি মনুষ্য আহারের অযোগ্য তাহাও কৃষিকর্ম্মাদিদ্বারা অতি উপাদেয় হইতেছে।

এক্ষণে আমরা সমুদায় বৃক্ষজাতির নির্দ্দিষ্ট স্থান এস্থলে না লিখিয়া যাহা প্রাণিসমূহের আহার ও সুখ স্বচ্ছন্দতা নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাই নিম্নে লিখিলাম।

ধান্য।

অধিকাংশ লোকের প্রধান আহার কেবল অন্ন। ইহা দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। আসিয়া মহাখণ্ডে,—চিন, হিন্দুস্থান, এবং তন্নিকটস্থ দ্বীপ সমূহ, জেপানরাজ্য, এবং বর্ম্মা : আফ্রিকাখণ্ডে,—মেডাগাস্কর দ্বীপ, মোজাম্বিক, গিনি ; আমেরিকাখণ্ডে,—ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ; এই সমস্ত স্থানে ইহা উৎপন্ন হয়, এবং

তত্রত্য নিবাসী লোকের ইহাই প্রধান আহারীয় দ্রব্য। ইহা উষ্ণকটিবন্ধেই জন্মে, একারণ অন্যত্র নিবাসীলোকেরা এই সকল স্থান হইতে লইয়া গিয়া ব্যবহার করে।

ধান্যের সুফসল হওন জন্য অতিরিক্ত উত্তাপ ও জল আবশ্যক হয়, এজন্য সর্ব্বত্রে সমান হয় না। হিন্দুস্থান রাজ্যের কোন কোন স্থানে বপন ভিন্নও ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যব।

ইহা হিমকটিবন্ধে অর্থাৎ শীতপ্রধান দেশেই উত্তমরূপ জন্মে। ইহার উত্তরাংশে অন্য কোন শস্যই উৎপন্ন হয় না। তত্রস্থ লোকেরা মাংসাহারী, কেবল মাংস দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শস্যাদি আহার করিতে হইলে অন্যত্র হইতে আনিয়া লয়। যবের আবাদ উষ্ণ দেশে করিতে হইলে শীত ঋতুতেই করিতে হয়।

গম।

মধ্যকটিবন্ধ ইহার উৎপত্তি স্থান। ইহা আমেরিকা খণ্ডে,—চিলি, ও রায়োডিলাপ্লাটা; এবং উই-

রোপখণ্ডে,—ব্রিটিস দ্বীপ, নরওয়ে, রুসিয়া প্রভৃতি স্থানেই উত্তমরূপ জন্মে।

রাই।

ইহা হিমপ্রধান দেশে উৎপন্ন হয়। ইউরোপীয় তৃতীয়াংশ লোক প্রায় রুটী করিয়া ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

জই।

ইহা যবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়। ইহার অধিকাংশ ঘোড়ার খাদ্য। ইউরোপীয় দুঃস্থজনেরাও ইহাতে রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে। নরওয়ে, সুইডেন, রুসিয়া, জর্মেনি, ব্রিটিস দ্বীপ প্রভৃতি ইহার উৎপত্তি স্থান।

জনার বা মক্কা।

ইহা উষ্ণ ও মধ্যকটিবন্ধেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সর্ব্বদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। অধিকাংশ লোক ইহাতে রুটি প্রস্তুত করিয়া আহার করে। কোন কোন স্থানে কাঁচা অবস্থাতেও ভক্ষিত হয়। হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, এবং ইউরোপের পূর্ব্বাংশে, আর

আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম স্থানে, ইহার উৎপত্তি হয়। আমেরিকার জনারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য।

দেধান।

আমেরিকা, হিন্দুস্থান, ইউরোপের দক্ষিণ ও মধ্যস্থিত দেশে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। মক্কা গাছের ন্যায় ৩।৪ হাত উর্দ্ধ ইহার গাছ হয়। ইহাতে ময়দা প্রস্তুত করিয়া দুঃখী লোকেরা আহার করে, এবং অশ্ব, শূকর, ও কুক্কুটদিগের খাদ্যার্থে ইহার চাষ করা হয়।

সাগু।

খর্জ্জুর বৃক্ষ সদৃশ এক গাছের মাজ চালিয়া সাগু প্রস্তুত [illegible] [illegible] তীরস্থ নিউগিনী দেশের লোকের প্রধান আহারীয় [illegible]। ইহাতে রুটি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হয়।

আররুট।

হরিদ্রার ন্যায় ইহা এক প্রকার মূল। হরিদ্রাবৃক্ষবৎ ইহার গাছ হয়। আমেরিকায়, ওয়েষ্টইণ্ডিস্ ও হিন্দুস্থানে ইহার অধিক আবাদ হয়। ইহাতে পাল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার

করে। আররুট ও সাগু লঘুপথ্য নিমিত্ত রোগী ও বাল-কেরাই অধিক ভক্ষণ করিয়া থাকে।

রুটির গাছ।

ইহা কাঁটাল জাতীয় বৃক্ষ। ইহাতে ক্রমাগত ৮।৯ মাস ফল থাকে। ৪টা বৃক্ষের ফলে এক জনের সম্বৎসরের আহার চলে। ঐ ফল পাক করিয়া আহার করা হয়। ইণ্ডিয়ন এবং পাসিফিক মহাসাগরস্থ দ্বীপ সমূহে এই বৃক্ষ উত্তম জন্মে।

কলা।

আসিয়ার দক্ষিণ খণ্ড ইহার প্রথম উৎপত্তি স্থান। উষ্ণকটিবন্ধেই উত্তম ফসল হয়। ইহা অতিশয় পুষ্টিকারক, এবং অল্প যত্ন ও পরিশ্রমে স্বল্প স্থান মধ্যে অধিক জন্মিয়া থাকে।

আলু।

ইহা নানাবিধ; তন্মধ্যে গোলআলুই সর্ব্বদেশে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার ফসল। যদিও হিমপ্রধান দেশে জন্মে, কিন্তু এক্ষণে সকল স্থানেই উৎপন্ন হইতেছে; এবং কোন কোন স্থানীয় লোকদিগের ইহাই প্রধান খাদ্য দ্রব্য। রাঙ্গা আলু,

হিন্দুস্থান, ইউনাইটেট্ ষ্টেটস্, স্পেন, পর্টুগালে ও পাসিফিক সাগরস্থ দ্বীপ সমূহে উত্তমরূপ জন্মে।

নারিকেল।

ইহা উষ্ণকটিবন্ধের ফসল। দক্ষিণ আমেরিকাই ইহা প্রথম উৎপত্তি স্থান। হিন্দুস্থানের দক্ষিণাংশ লঙ্কা ইণ্ডিয়ন মহাসাগরের দ্বীপ সমূহেই অধিক ফলে।

খর্জ্জূর।

আফ্রিকার উত্তরাংশ ও আরেবিয়াতে উত্তমরূপ জন্মে তত্রস্থ লোকেরা সুস্বাদ বলিয়া প্রধান খাদ্য রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা গুড়ে পাক করা হইলে পিণ্ডিখেজুর বলিয়া অস্মদ্দেশে বিক্রয় হয়। এতদ্দেশী খর্জ্জূর অতিশয় ক্ষুদ্র তাহা প্রায় পক্ষিতেই ভক্ষণ করে।

চিনি।

মধু, অঙ্গুর, দেধান, মক্কা, আলু, মানাবৃক্ষ, ও অন্যান্য মিষ্ট ফল, ইক্ষু, খর্জ্জূর গাছ, ও মূলা সদৃশ বীট নামক মূল হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত কয়েক বৃক্ষ ও মূল হইতে অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইক্ষু; (১)—চিন, হিন্দুস্থান, ও জাভা প্রদেশ,

আমেরিকা, ব্রেজিল, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, এবং ওটাহিটি দ্বীপ, ও বর্ম্মারাজ্যে বাৎসরিক অন্যূন ৫৬৫৮৭৫০০ মন চিনি প্রস্তুত হয়। খর্জ্জুর; (২)—এতদ্দেশে খর্জ্জুর রস হইতে যে গুড় হয়, তাহা ইক্ষুগুড় অপেক্ষা অল্প দামী। এই বৃক্ষ আসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণকটিবন্ধে উত্তমরূপ জন্মে। ইহা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ২৭।। লক্ষ মন চিনি প্রস্তুত হয়। বিটমূল; (৩)—ইউরোপ খণ্ডের ফ্রান্স, জর্ম্মেনি, রুসিয়া, বেলজিয়ম, ও আমেরিকার ওয়েষ্ট ই-ণ্ডিয়া দ্বীপ সমূহে বিট হইতে প্রায় ৪৫২০০০০ মন চিনি প্রস্তুত হয়। তাহা কিঞ্চিৎ অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ম্যাপল; (৪)—উত্তর আমেরিকার ম্যাপল নামক বন্য বৃক্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৫৬৫০০০ মন চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তূলা।

শাল্মলি, ও কার্পাস বৃক্ষ হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাল্মলি বৃক্ষ বহুকালস্থায়ী ও বৃহদাকৃতিবি-শিষ্ট হয়। কার্পাস তিন বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না। চিন, হিন্দুস্থান, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্, মেক্সিকো, ও আফ্রিকার কোন কোন স্থান, এবং হিন্দু-সাগরস্থ দ্বীপ সমূহে অধিক জন্মিয়া থাকে। ইহা অতি-শয় মূল্যবান।

চা।

চা এক বৃক্ষের পাতা। ইহার গাছ ৩।৪ হাত ঊর্দ্ধ হয়। অধিকাংশ সভ্যজাতিরাই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চিন, জেপান, কুমেয়ুন, ও আসামে ইহা উত্তমরূপ জন্মে। চা কেবল সিদ্ধ করিয়া অথবা তাহার সহিত দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করা হয়। পৃথিবীস্থ প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোক ইহা ব্যবহার করে। পেরাগোয়ে দেশের এক প্রকার বন্য বৃক্ষের পাতাকে পেরাগোয়ে চা বলিয়া দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় এক কোটি লোক পান করে।

কাফি।

আরেবিয়া ও আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে উত্তমরূপ কাফি প্রস্তুত হয়। প্রায় দশ কোটি লোক এই বৃক্ষের ফল ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলদ্বারা তাহার কষ বাহির করিয়া পান করে। কিন্তু অল্প লোক এই বৃক্ষের পাতার কষ বাহির করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। চা এবং কাফি দুর্ব্বলদিগের, বিশেষতঃ প্রাচীনদিগের বিশেষ উপকারী।

মসলা।

ইহা ঔষধে, এবং তাম্বূল ও ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদ করণার্থ অধিক ব্যবহার হয়। অধিকাংশ মসলা ভারত ও পাসিফিক সাগরের মধ্যস্থিত দ্বীপ সমূহে উৎপন্ন হয়। একারণ ইংরেজেরা ঐ দ্বীপ সকলকে মসলা দ্বীপ কহে। ইহা উষ্ণপ্রধান দেশের ফসল, এজন্য কতিপয় নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অন্যত্রে দৃষ্টিগোচর হয় না।

তমাক।

আমেরিকার টবাগো নামক দ্বীপ ইহার আদি উৎপত্তি স্থান, একারণ ইহাকে তমাক কহে। উষ্ণপ্রধান দেশের নিম্নভূমিতে ইহার আবাদ হয়, কিন্তু আমেরিকায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম জন্মে। ইহার পাতা, চুরট এবং গুড়াক্ত করিয়া প্রায় সকল দেশে ব্যবহার করে। এবং কেহ কেহ ইহা চূর্ণ করিয়া নস্য করে, কেহ বা অগ্নি সংযুক্ত করিয়া ইহার ধূম পান করে।

অহিফেণ।

ইহা পোস্তা ফলের আটা হইতে প্রস্তুত হয়। হিন্দুস্থান, পারস্য, টর্কি প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে।

তত্তদ্দেশীয় ও চিন দেশের লোকেরা ইহা অত্যন্ত ব্যবহার করে। ইহা দ্বারা গুলি, ছর্‌রা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। প্রায় চল্লিশ কোটি লোক অহিফেণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

আর এক রূপ বৃক্ষ আছে, তাহার পাতাকে সিদ্ধি, জটাকে গাঁজা, এবং আটাকে চরস কহে। আসিয়া খণ্ডের হিন্দুস্থান, আফগান স্থান, পারস্য, আরব, ও টর্কিতে; আমেরিকায়, ব্রেজিলে; এবং আফ্রিকার স্থানে স্থানে; ইহার উৎপত্তি হয়। ঐ স্থানীয় লোকেরা সিদ্ধিকে পেষণ, গাঁজা এবং চরসকে অগ্নি সংযোগ অথবা মাজুমের ন্যায় অন্যান্য সুস্বাদ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করে। এতদ্রূপে প্রায় ২০।৩০ কোটি লোকের ব্যবহার্য্য হয়।

সুরা।

গুড়, ধান্য, আঙ্গুর, মৌফল, এবং খর্জ্জূর, ও তালের রস, এবং ঘোটক দুগ্ধ ইত্যাদিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সুরা প্রস্তুত হয়। খ্রিষ্টান ও অসভ্যজাতির মধ্যে সুরা পান অধিক প্রচলিত।

মাদক দ্রব্য পানে আপাততঃ মনের প্রফুল্লতা জন্মায়। কিন্তু কাল বিলম্বে ইহা অনেক রোগৎপত্তির এবং মনো-

মালিন্যের প্রধান কারণ হইয়া উঠে। অধিক মাত্রায় পান করিলে, অনতি দীর্ঘ কালেই ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ফলতঃ ঔষধস্থল ভিন্ন ইহার ব্যবহার কেবল অসভ্যতার চিহ্ন মাত্র।

সকল মাদকের মধ্যে সুরা যাদৃশ আশু আনন্দদায়ক তদ্রূপ সাতিশয় অনিষ্টজনক। ইউরোপীয় জাতিরা সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াও কেবল ইহার বাধ্য থাকায়, নানাবিধ দুঃখভোগী ও অশেষ প্রকার দুষ্কর্ম্মশালী হইতেছেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সুরাকে গুরুতর অপকারক বলিয়া ইহার ব্যবহার এককালে রহিত এবং সুরাপানকে মহাপাপজনক বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডের কতিপয় ব্যক্তি ইদানী মদিরা হইতে এক কালে ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে অস্মদ্দেশে ক্রমশই ইহার উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ যৎকালীন মানবগণ মাদক দ্রব্য সেবনাপেক্ষা জ্ঞানানুশীলন বা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিক সুখ বোধ না করিবেন, তদবধি মদ্য পান হইতে যে ক্ষান্ত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

ইতর প্রাণী।

এই ভূমণ্ডলে চৈতন্যবিশিষ্ট যত জীব জন্তু অবস্থিতি

করে, তাহারা স্থল, জল, এবং বায়ুতে, সর্ব্বদা চরা করাতে, ভূচর, জলচর, খেচর, উভচর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জীব মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বপ্রধান এবং সকল স্থানে বাস করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সাতিশয় উষ্ণ অথবা অতিরিক্ত হিম সহ্য করিতে অনায়াসে সক্ষম হয়েন। ইতর প্রাণীরা তদ্রূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই।

আমরা কতিপয় প্রধান জীবদিগের স্বভাব ও নির্দ্দিষ্ট বাস স্থান মাত্র এস্থলে লিখিলাম, যাঁহারা অধিক অবগত হইতে বাসনা করিবেন, তাঁহারা জীবসম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন।

অধিকাংশ জীব গণ তৃণাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। তজ্জন্য উষ্ণকটিবন্ধে ইহাদিগের আধিক্য ও হিমকটিবন্ধে ন্যূনতা দৃষ্টিগোচর হয়।

স্তন্যপায়ী জন্তুরাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য। ইহারা ১৯৬৭ জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে কতকগুলি মৎস্যাকৃতি, যথা হোয়েল, এবং কতকগুলি পক্ষ্যাকৃতি যথা বাদুড়। ইহা ভিন্ন প্রায় সকলেই ভূচর ও চতুষ্পদ; হিংস্রক জাতির ৭৩১ সংখ্যা। আসিয়া খণ্ডে ২৭৬, আমেরিকায় ২৮৯, আফ্রিকায় ৯৬, আষ্ট্রেলেসিয়ায় ০ এবং ইউরোপে ৬৪ প্রকার জাতি বাস করে।

হিংস্রক জন্তু মধ্যে সিংহ সর্ব্বপ্রধান। ইহা কেবল

আসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করে।

গো, মেষ, ছাগ, হরিণ, উষ্ট্র, কেমিলিয়াপার্ড, প্রভৃতি জন্তুগণকে রোমন্থ অর্থাৎ জাওরকাটা জন্তু কহে। ইহাদিগের আহার ধারণার্থ চারিটা স্থলী আছে; তন্মধ্যে প্রথম তিন স্থলীতে ভুক্তবস্তু সঞ্চয় করে, তদনন্তর তাহা উদ্গার করিয়া চর্ব্বণ করিলে চতুর্থ পাকস্থলীতে গিয়া পরিপাক হয়।

রোমন্থ জন্তুর সমষ্টি সংখ্যা ১৫৯। তন্মধ্যে আফ্রিকায় ৭৩, আমেরিকায় ৪৮, আসিয়ায় ৬৩, আষ্ট্রেলেসিয়ায় এবং ইউরোপে ১৪ প্রকার জাতি অবস্থিতি করে।

অধিকাংশ রোমন্থ জন্তু মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। ইহাদিগের দুগ্ধ পান, মাংসাহার, লোম ও চর্ম্মে বস্ত্র ও পাদুকা নির্ম্মাণ, শৃঙ্গ ও খুরে কৌটা, চিরুণী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য, ও শিরিষ প্রস্তুত হয়। ইহারা দ্রব্যাদি বহন করিতে পারে এবং যে স্থানে মনুষ্যেরা বাস করে, প্রায় সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। কেবল কেমিলিয়াপার্ড (দুল দুল ঘোড়া) আফ্রিকায় বাস করে। ইহা সকল ভূচর জন্তু হইতে উচ্চ। উষ্ট্র, আসিয়া ও আফ্রিকায়, এবং লামা নামক উষ্ট্র ও বাইসন নামক গো জাতি, আমেরিকায় বাস করে।

হস্তী, ঘোটক, গণ্ডার, শূকর নদ্যশ্ব টাপির ইত্যাদিকে স্থূলচর্ম্ম জন্তু কহে। ইহাদিগের সমুদয় জাতির সংখ্যা ৩৮।

তন্মধ্যে আসিয়ায় ১৭, আমেরিকায় ৪, আফ্রিকায় ১৫, আষ্ট্রেলেসিয়ায় ০ ও ইউরোপে ১ দেখা যায়। এতন্মধ্যে অধিকাংশ পশু বৃহদাকৃতিবিশিষ্ট। মনুষ্যকর্তৃক প্রতি-পালিত হইলে, উহারা বিশেষ উপকারী হয়। হস্তী ও গণ্ডার জাতি আসিয়া ও আফ্রিকাখণ্ডে বাস করে। নদাশ, জেব্রা নামক অশ্বজাতি, কেবল আফ্রিকায় অবস্থিতি করে; এবং ঘোটক অধুনা সকল খণ্ডেই দৃষ্টি গোচর হয়।

বানর জাতি।

ইহাদিগের বাসস্থান উষ্ণকটিবন্ধ। কেবল বনমানুষ আসিয়া ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বানরজাতির সর্ব্বসংখ্যা ১৮৩ প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি লাঙ্গূলবি-হীন, এবং কতকগুলি লাঙ্গূলবিশিষ্ট। আসিয়ায় ৪৯, আমেরিকায় ৭৪, আফ্রিকায় ৫৫, আষ্ট্রেলেসিয়ায় ০, ইউ-রোপে ১ জাতি দেখা যায়। ইহারা কদাপি নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিবর্ত্তন করে না।

দ্বিগর্ভ পশু।

যে সমস্ত পশুর শাবকেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া ও প্রয়োজন মতে মাতৃ উদরস্থ এক থলীতে প্রবেশ করিতে পারে, তা-হাদিগকে দ্বিগর্ভ পশু কহা যায়। তন্মধ্যে কাঙ্গারু

নামক জন্তুই প্রধান। দ্বিগর্ভ পশুর সমষ্টি জাতি সংখ্যা ১৪০। তন্মধ্যে আসিয়ায় ৪, আমেরিকায় ৩২, আফ্রিকায় ০, আষ্ট্রেলেসিয়ায় ১০৫ এবং ইউরোপে ০।

দন্তহীন শ্লথ প্রভৃতি জন্তু।

ইহারা ৩৪ প্রকার জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আমেরিকায় ২১, আসিয়ায় ৫, আফ্রিকায় ২, আষ্ট্রেলেসিয়ায় ৩, এবং ইউরোপে ০।

কুরিয়া খাওয়া জন্তু।

উন্দুরাদি কুরিয়া খাওয়া জন্তুদিগের জাতি সংখ্যা ৬০৪। তন্মধ্যে আসিয়ায় ১৮৩, আমেরিকায় ২৮৪, আফ্রিকায় ৪৮, আষ্ট্রেলেসিয়ায় ২১, এবং ইউরোপে ৬১ প্রকার। ইহারা মনুষ্যদিগের বিশেষ অপচয়কারক। ইহাদিগের মধ্যে বিবর নামক জন্তু বুদ্ধিজীবী, এবং এজন্য বিশেষ বিখ্যাত। ইহার পশমবিশিষ্ট চর্ম্মে সাহেবদের টুপি প্রস্তুত হয়। ইহারা আমেরিকায় বাস করে।

কতকগুলি জলচর মৎস্যাকৃতি জন্তু সন্তান প্রসব করিয়া তাহাদিগকে স্তন্য পান করায়। ইহাদিগের জাতি সংখ্যা ৭৫। তন্মধ্যে আসিয়ায় ২৯, আমেরিকায় ৪৮, আফ্রিকায় ১০, আষ্ট্রেলেসিয়ায় ১৩, ও ইউরোপে ২৪। এতন্মধ্যে

হোএল মৎস্যই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। ইহা সকল জীব অপেক্ষা বৃহৎ, পঞ্চাশ বা ষষ্টি হাত লম্বা হয়। ইহার গাত্রের চরবি হইতে উত্তম বাতি প্রস্তুত হয়।

পক্ষী।

ইহারা ছয় সহস্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া, হিংস্রক, গায়ক ইত্যাদি রূপে ছয় শ্রেণী বদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে উষ্ট্র নামক পক্ষীই বৃহদাকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা চতুর্হস্ত উচ্চ, এবং আফ্রিকায় বাস করে। কনডর নামক বৃহৎ শরীরী বাজ আমেরিকায় থাকে, এবং কাকাতুয়া, মুর্গি প্রভৃতি পক্ষিগণ ভারত সমুদ্র দ্বীপে অবস্থিতি করে।

কীট পতঙ্গ।

উষ্ণকটিবন্ধেই ইহাদিগের আধিক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে প্রজাপতি অত্যন্ত সুদৃশ্য। ইহারা ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ও আমেরিকায় যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। ঐ সকল দেশে, বিশেষ দক্ষিণ আমেরিকায় এক প্রকার জ্যোতিরিঙ্গণ অর্থাৎ জোনাক আছে। তাহারা রাত্রিকালে বনকে এরূপ উদ্দীপ্ত করে, যে দূর হইতে দাবানল বোধ হয়। আফ্রিকায় উই নামক কীট পর্ব্বতাকৃতি বল্মীক অর্থাৎ মৃত্তিকার রাশি করে। গায়েনা দেশীয় এক প্রকার

উর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা পক্ষীদিগকেও বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। মসক ও মক্ষিকাগণ সর্ব্বত্রেই দৃষ্ট হয়। যে স্থানে মানবগণের আবাসস্থল অপরিষ্কৃত বা জঙ্গল পূর্ণ হয়, তথায় অধিক সংখ্যায় বাস করে।

সরীসৃপ।

ইহারা সর্প, কুম্ভীর, কচ্ছপ, ভেক, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্প জাতির সংখ্যা ২৬৫, কুম্ভীর জাতি ২০৩, কচ্ছপ জাতি ৬৯, ভেকজাতি ১২০। ইহারা প্রত্যেকেই সকল স্থানে বাস করে। বিশেষ আমেরিকা খণ্ডে সকলেরই আধিক্য দেখা যায়। ইহাদিগের সংখ্যা উষ্ণকটিবন্ধেই অধিক, অন্যত্রে ক্রমশঃ অত্যল্প মাত্র দেখা যায়।

মৎস্য।

ইহারা জলচর জন্তু। একারণ পণ্ডিতেরা ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত নহেন। কতকগুলি মৎস্য ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করে। ইহারা মনুষ্য ও কতিপয় জীবের খাদ্য। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়। ইলেক্‌ট্রিক নামক বান মৎস্যের সংস্পর্শ মাত্রে কম্পান্বিত হইতে হয়। দক্ষিণ

হিন্দুস্থানে এক প্রকার বান মৎস্য আহারার্থ তাল বৃক্ষাদিতে উঠিয়া থাকে। কড নামক মৎস্যের যকৃতের তৈল ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা অনেক দুঃসাধ্য রোগের মহোপকারী দ্রব্য। এই মৎস্য উত্তর মহাসাগরে দেখিতে পাওয়া যায়।

মনুষ্য।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা জীবদিগের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের ঐক্য দেখিলে, তাহাদিগকে এক জাতি কহিয়া থাকেন।

এক জাতিস্থ জীব মাত্রেই এক প্রকার দ্রব্যাদি আহার করে, এবং এক রূপ পীড়ার অধীন হয়; ইহাদিগের সন্তানগণ মাতৃগর্ভে নিয়মিত সময়ের অধিককাল অবস্থিতি করে না, এবং নির্দ্ধারিত সময়ের অধিককাল জীবিতও থাকে না। এক জাতিস্থ জীবের স্ত্রীপুরুষ সম্মিলনেই ক্রমশঃ বংশের উন্নতি হয়, এবং যদিও কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্ত্রীপুরুষের সংমিলনে সন্তানোৎপত্তি হয় বটে, যেমন অশ্ব ও গর্দ্দভী হইতে অশ্বতর অর্থাৎ খচ্চরের জন্ম হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত দ্বিজাতি হইতে কখন বংশ বৃদ্ধি হয় না।

মনুষ্য মাত্রেই এক জাতি, কিন্তু ইহাদিগের পরস্পর

বর্ণ, আকৃতি এবং বুদ্ধি প্রভৃতির যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহা কেবল জল, বায়ু, আহার, ব্যবসায়, সভ্যাবস্থা ইত্যাদি কারণের ভিন্নতা প্রযুক্তই কহিতে হইবেক। ভূবেত্তারা মনুষ্যদিগকে বুদ্ধি ও আকৃতির অনৈক্য হেতু পঞ্চম শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা কাকেসিয়ন, মঙ্গল, কাফ্রি, মালাই, আমেরিকান।

কাকেসিয়ন শ্রেণী।

কাকেসিয়ন শ্রেণীস্থ মনুষ্যদিগের মস্তক গোলাকার, খুলি উচ্চ ও প্রশস্ত, ললাটদেশ বিস্তৃত এবং সুদৃশ্য, বদন অণ্ডাকৃতি, মুখবিবর অপ্রশস্ত, নাসিকা সুদীর্ঘ, এবং কম চৌড়া, কেশ সকল কোমল, লম্বা অথচ খেলানে, বর্ণ অধিকাংশেরি শুভ্র, এবং ইহাদিগের পুরুষেরা গোঁপ ও দাড়িবিশিষ্ট। ইহারা অন্য শ্রেণীস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা অতিশয় শ্রীমান, বুদ্ধিজীবী, এবং বিদ্যা ও সভ্যতায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কাকেসস নামক পর্ব্বত ইহাদিগের আদি বাসস্থান, এবং ঐ স্থানহইতে ইহারা অন্যত্রে বিস্তারিত হইয়াছে। যথা ইউরোপ মহাখণ্ডের লাপলাণ্ড ও তৎসন্নিহিত কতিপয় দেশ (যে স্থলে ফিনেরা বাস করে) তদ্ব্যতীত সকল রাজ্য; এবং আসিয়াখণ্ডের জর্জিয়া, সারকেসিয়া,

টর্কি, আরেবিয়া, পারসিয়া, আফ্‌গানস্থান, হিন্দুস্থান, লঙ্কা; এবং আফ্রিকার ইজিপ্ট, আবেসিনিয়া, ও বার-বেরি রাজ্য সমূহ; আমেরিকার যে যে দেশে ইউরোপীয় লোকেরা বাস করে, সেই সকল দেশ ইহাদিগের বাস-স্থান হইয়াছে।

মঙ্গল শ্রেণী।

কাকেসিয়নদিগের অপেক্ষা মঙ্গলেরা খর্ব্বাকৃতি, পি-ঙ্গলবর্ণ, মস্তকের খুলি চতুষ্কোণবিশিষ্ট, কপালদেশ অ-প্রশস্ত, মুখ বিস্তৃত ও চেপ্টা, নাসিকা ক্ষুদ্র ও প্রশস্ত; ওষ্ঠাধর স্থূল, কেশসমূহ কাল বিরল, স্থূল এবং সরল। ইহাদিগের দাড়ি ও গোঁফ প্রায় হয় না। কাকেসিয়ন শ্রেণীর ন্যায় ইহারা বুদ্ধিজীবী নহে, এবং বিদ্যা ও স-ভ্যতার উন্নতি করিতে পারে না।

ইহাদিগের আদি বাসস্থান চিনটার্টরিস্থ আল্টাই পর্ব্বত। তথা হইতে ইহারা আসিয়াখণ্ডের রুসিয়া, চিন-টার্টরি, চিন, জেপানদ্বীপসমূহ, থিবেট, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে; ইউরোপ খণ্ডের উত্তরাংশে লাপলাণ্ড, ও তৎসন্নিহিত দেশে (যেথায় ফিনজাতি বাস করে); আমেরিকা খণ্ডের উত্তরাংশে যে স্থানে ইস্কুইমাক্সদিগের বসতি সেই স্থানে এবং গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপে বিস্তারিত হইয়াছে।

আমেরিকান শ্রেণী।

আমেরিকার নিতান্ত উত্তরাংশ যে স্থানে স্কুইমা-ক্সরা বসতি করে, তদ্ভিন্ন এই মহাখণ্ডের সমস্ত আদিম নিবাসী লোকদিগকে এই শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাদিগের আকৃতি ও অবয়ব প্রায় মঙ্গলশ্রেণীর ন্যায়, বিশেষ যে ইহারা তাম্রবর্ণ, নিম্নচক্ষু এবং মঙ্গলজাতির ন্যায় বুদ্ধিজীবীও নহে।

মালাই শ্রেণী।

এই শ্রেণীস্থ লোকেরা পাটলবর্ণ। ইহাদিগের কেশ কাল ও স্থূল এবং অধিক, মুখদেশ প্রশস্ত, নাসিকা ক্ষুদ্র ও চেপ্টা, মস্তকের খুলি উচ্চ, কাফ্রি ও আমেরিকান-দিগের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী এবং সদা জলপথে গমনাগমন করিতে অতিশয় ইচ্ছুক। বর্ম্মার দক্ষিণ মালাই দেশ এই শ্রেণীস্থ লোকদিগের আদি বাসস্থান; তন্নিমিত্ত ইহাদিগকে মালাই কহে। সেই স্থানহইতে ইহারা হিন্দু ও প্যাসিফিক মহাসাগরের দ্বীপ সমূহে বিস্তৃত হইয়া বসতি করিতেছে।

কাফ্রি শ্রেণী।

এই শ্রেণীস্থ লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদিগের কেশ কাল,

কোঁকড়া, এবং ছোট, মস্তকের খুলি দুই পার্শ্বে চাপা, এবং সম্মুখদিক লম্বা, ললাট দেশ অপ্রশস্ত নিম্ন ও হেলানে, হনুদেশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, নাসিকা চৌড়া ও চেপ্টা, এবং ওষ্ঠাধর স্থূল। ইহারা সকল শ্রেণী অপেক্ষা শ্রীহীন, অল্প বুদ্ধিবিশিষ্ট, এবং বিদ্যাদির কিছু মাত্র উন্নতি করে নাই।

ইহাদিগের ও আদি আমেরিকান শ্রেণীস্থদিগের মধ্যে লিখিত ভাষা প্রচলিত নাই। আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব্ব কতিপয় মহাদ্বীপ, যাহা কাকেসিয়নদিগের বাসস্থান বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সমুদয় দেশ ইহাদিগের আদি বাস স্থান। ইহারা সেই স্থান হইতে ক্রীত, বা ছল কি বল দ্বারা গৃহীত হইয়া আমেরিকায় আনীত হয়। সে স্থানে উহারা ও উহাদিগের সন্ততিগণ দাসত্ব বা স্বাধীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। হিন্দু ও পাসিফিক মহাসাগরের দ্বীপসমূহে যে এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি কাফ্রিজাতি দেখা যায়, তাহাদিগকে পাপুয়ান কহেন।

ভাষা

মানবগণ একাকী অবস্থিতি করিতে যেরূপ অনিচ্ছুক; দীর্ঘকালস্থায়ী স্নেহ, প্রণয়, ও ভক্তির যে প্রকার বশ-বর্ত্তী; স্বভাবতঃ যেরূপ দুর্ব্বল, ও হীনউপায়; অথচ উন্নত অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত যে প্রকার [illegible]; তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তাহারা একত্র হইয়া পরস্পরের সাহায্য [illegible] নির্ব্বাহ করিবে, এই অভি[illegible] সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরস্পরের [illegible] মনের ভাব ব্যক্ত করা আব-শ্যক, এবং [illegible] সমস্ত সঙ্কেতদ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকেই ভাষা কহে। চক্ষু, মুখ, ভ্রূ, ও হস্তাদির ভঙ্গিমাদ্বারা রাগ, ভয়, আহ্লাদ, ক্লেশ ইত্যাদি অবগত করা যাইতে পারে, এবং ঐ চিহ্নের অভিপ্রায় সকল দেশের ও সকল কালের লোক সমান বুঝিতে পারে, তজ্জন্য উহাকে ঈশ্বরদত্ত ভাষা কহা যায়। কিন্তু এ প্রকারে মনের সামান্য ভাব মাত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে। মনুষ্যগণ কণ্ঠনালীদ্বারা স্বরনিঃসরণ, এবং জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, দন্ত প্রভৃতির সহকারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উচ্চা-রণ করিতে সক্ষম, এবং এই সকলের পরস্পর ঐক্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেন। এতদ্রূপ ভাষাকে কৃত্রিম অথবা মনুষ্য কৃত কহিতে হইবেক। এই

ভাষা জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইহাতে দূরস্থিত ও বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে মনের ভাব অবগত করাইতে পারা যায় না; ইহা কেবল কথোপকথন কালীন ভিন্ন স্থায়ী হয় না। এতদ্রূপ অবস্থায় মানবগণ লিখিত চিহ্ন (অক্ষর) দ্বারা মনের আভিপ্রায়িক উচ্চারিত শব্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই রূপে লিখিত ভাষার সৃষ্টি হয়। ইহাতে মনুষ্য যে কত দূর পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে লেখনী সঞ্চালনে অসমর্থ। মহামহাবুদ্ধিজীবী মানবগণ জীবদ্দশায় কেবল যে স্ব স্ব প্রতিবাসীবর্গের মঙ্গল করিয়াছেন এমত নহে, স্ব স্ব মহান্ মনোভাব লিখিত ভাষায় সংস্থাপিত করিয়া মানবমণ্ডলীকে চির-কালের নিমিত্ত কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরম্পর মহৎ ব্যক্তিরা ক্রমশই বুদ্ধির অনুশীলন ও স্বভাব নিরী-ক্ষণদ্বারা পূর্ব্বতন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের মত অবগত হইয়া উন্নতিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন।

ভাষা অন্যূন দুই সহস্র, তন্মধ্যে ৮৬০ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া প্রচলিত হইতেছে। আসিয়াখণ্ডে ১৪৩, ইউরোপে ৫৩, আফ্রিকায় ১১৫, আমেরিকায় ৪২২, এবং অষ্ট্রে-লেসিয়ায় ১১৭, প্রকার ভাষা প্রচলিত।

অধিকাংশ লিখিত ভাষা একাদিক্রমে বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে লিখিত হয়। কতকগুলি দক্ষিণহইতে বাম-

দিকে, যথা হিব্রু, আরবী, পারসী ইত্যাদি; এবং চীনদেশীয় ভাষা, উপর হইতে নিম্ন দিকে লিখিত হয়।

আসিয়াখণ্ডে,—সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী, হিব্রু, পারসী, টর্কিস, মালাই, চীনের ভাষা; ইউরোপে,—গ্রিক, লাটিন, ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মেন, ইটালিয়ান, স্পানিস, পর্টুগিস, ডচ, সুইডিস, রুসিয়ান ইত্যাদি ভাষা সর্ব্বলোক বিদিত ও নানাস্থান প্রচলিত হয়।

ধর্ম্ম।

মানবগণ কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলেই কর্ত্তার স্থায়িত্ব মনোমধ্যে স্বীকার করেন। এই অখণ্ড ভূমণ্ডল অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলে অবশ্যই অসাধারণ শক্তির স্থায়িত্ব বিশ্বাসনীয় হয়; ইহাকেই ধর্ম্মবোধ কহে। ঐ অসামান্য শক্তি আমাদিগের শুভাশুভের মূল কারণ; তাহাকে তৃপ্ত রাখিতে পারিলেই মঙ্গলদায়ক, এবং বিপরীতাচরণ করিলেই হানিজনক হয়। যে সমস্ত কর্ম্মে তাঁহার প্রীতি জন্মে, তাহাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম কহে। ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা যে কেবল ঐহিক সুখ সংভোগী হইবে এমত নহে, মানবগণ ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়া যেরূপ আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট, তাহাতে কোনক্রমেই জীবিতাবস্থায় তাহাদিগের আশাসমূহ সম্পূর্ণ হয় না, একারণ তাঁহারা পরকাল

বিশ্বাস করেন। অবস্থাভেদে ধর্ম্মবোধ ও ধর্ম্মকর্ম্মের বিভিন্নতা দেখা যায়। জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক পরমেশ্বর এক মাত্র, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সর্ব্বশক্তিমান, নিরাকাঙ্ক্ষী, ইহা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস। তিনি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির প্রতি যে রূপ অপার মহিমা ও আমাদিগের বুদ্ধি শক্তি প্রদানে যে রূপ অসাধারণ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে অবশ্যই মনোমধ্যে দৃঢ়তর প্রেম ও ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। জ্ঞানিগণ স্বচিন্তনে ও সৎকর্ম্মেই সুখ ও তদ্বিপরীতাচরণে দুঃখ জানিয়া সর্ব্বদা মনকে অসৎ পথ হইতে বিমুখ করিয়া যাহাতে সৎপথানুগামী করেন এবং সৎকর্ম্মে মতি হয়, তাহা জগৎপাতার নিকট প্রার্থনা করেন। ইহাঁদিগের ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইয়াছে যে পরমেশ্বর কতিপয় নিয়মদ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন। মনুষ্য জাতি যতই ঐ নিয়ম অবগত হইয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম করে ততই সুখসম্ভোগী হয়, একারণ তাহা অবগত হইতে বিশেষ যত্ন পায়। কিন্তু তদিতর ব্যক্তিরা, অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত তাদৃশ বুদ্ধি চালনা না থাকায় যে সমস্ত বস্তু সন্দর্শন করিলে আশ্চর্য্য বোধ করে, বা ভয় পায়, এবং যাহাদিগকে শুভাশুভের কারণ জ্ঞান করে, তাহা জড়ময় পদার্থ হইলেও চেতন জ্ঞানে তাহাদিগকে পূজা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। একারণ এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মাত্রেই চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, অগ্নি, বায়ু, জল,

বৃক্ষ, পর্ব্বত, হিংস্রজন্তু, রোগ প্রভৃতিকে ক্ষমতাপন্ন জ্ঞানে সুস্বাদ ও সুগন্ধময় উপাদেয় পদার্থদ্বারা পূজা করে। ইহারা শত্রু নিপাতে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হয়, এবং আত্মবৎ দেবতাগণকে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করণার্থ ভন্নিকাট শত্রু বলি প্রদান করে। যাজক-বর্গ ঈশ্বর চিন্তনে ও ঈশ্বরীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে, এবং সাধারণের হিতাহিত জ্ঞান প্রদানে নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকায় সর্ব্বত্রে সকলের সমীপে সমাদরণীয় হয়েন, কিন্তু অসভ্যেরা তাহাদিগকে আপদুদ্ধারে সক্ষম বোধে দেব তুল্য মান্য করে। মানবগণ এই অবস্থায় ভূত, প্রেত, ও ডাইনের অস্তিত্ব স্বীকার এবং পরকালে দেব সমভিব্যাহারে বিনা-শ্রমে শত্রুকরঙ্কে সুরাপান ও অন্যান্য সুখ সম্ভোগের আশা করে।

হিন্দু ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণ সকল যে ধর্ম্মের অনুগামী তাহাকেই সচরাচর হিন্দু ধর্ম্ম কহে। এই ধর্ম্ম অতি প্রাচীন, ইহা কোন বিশেষ ব্যক্তিদ্বারা প্রচারিত হয় নাই। ঋষি, মুনি, ও মহাত্মা ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধর্ম্ম সংক্রান্ত পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম সকল প্রচলিত করেন। এই নিমিত্ত অনেক বিষয়ে মতের পরস্পর অনৈক্য দেখা যায়। কিন্তু সকলেই বেদকে মান্য

করিয়া থাকেন, এবং কতিপয় বিষয়ে সকলেরই ঐক্য আছে। হিন্দু ধর্ম্মের বেদ সর্ব্বাদি গ্রন্থ। ব্রাহ্মণেরা ইহাকে নিত্য কহিয়া থাকেন, কথিত আছে যে, ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ প্রথমেই প্রকাশিত হয়। ইহা দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতায় বশিষ্ঠ, পরাশর, গর্গ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, অশ্বিনী, সোম ইত্যাদির স্তব লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে যজ্ঞের মন্ত্রাদি; ও উপনিষদ্ যাহা বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের একত্ব ও মহিমা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ধর্ম্মসংহিতা বেদশাস্ত্রের নীচেই মান্য হয়। মনু, অত্রি, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদির নামে এক এক পৃথক্ পৃথক্ কৃত সংহিতা আছে। এই সমস্ত গ্রন্থে হিন্দুদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি ও নিষেধ লিখিত হইয়াছে। সংহিতাকার মধ্যে মনুই সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য ও স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। সামান্যতঃ যদ্রূপ সকল দেশে আবশ্যক হইলে পুরাতন আইন নিবারিত ও নূতন আইন প্রচলিত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রমতেও কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বিধি ব্যবস্থিত আছে, যথা চতুর্যুগ মধ্যে, সত্যে মনু, ত্রেতায় গোতম, দ্বাপরে শঙ্খ, কলিযুগে পরাশর। এই চারিজন ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যব-

স্থাপক, অর্থাৎ ঐ ঐ যুগে উহাঁদিগেরই সংহিতা গ্রহণীয় হয়।

বঙ্গদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত মতই প্রচলিত। রামায়ণ ও মহাভারতাদিকে ইতিহাস কহে। ইহার আদি গ্রন্থে রামচন্দ্রের ও দ্বিতীয়ে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি ও মহিমা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ অষ্টাদশ, ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির আখ্যান ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এ সকল গ্রন্থে যে যে দেবতাদিগের উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা তত্তৎগ্রন্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। তন্ত্র, অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা অতি আধুনিক, ইহা কেবল বঙ্গদেশ ও তৎসান্নিধ্য কতিপয় প্রদেশেই প্রচলিত। ইহাতে শক্তির উপাসনার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত গ্রন্থ মাত্রেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। অন্য ধর্ম্মোপাসক ব্যক্তি হইতে হিন্দুদিগের এই বিশেষ বিভিন্নতা, যে ইহারা তাহাদিগকে কদাপি সমতুল্য বোধ করে না, হেয় ও নীচ জ্ঞান করে। ইহাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ দেখা যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরুদেশ, ও পদতল হইতে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হয়। ইহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শাস্ত্র ও ঈশ্বর চিন্তা, ক্ষত্রিয়ের দেশরক্ষা ও রাজত্ব, বৈশ্যের কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্য, এবং শূদ্রের দাসত্ব করা নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইহাদিগের প্রথম তিনবর্ণ চূড়োপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, একারণ ইহাদিগকে দ্বিজ কহা যায়। ইহারাই বেদাধিকারী। শাস্ত্রকর্ত্তারা শূদ্রদিগকে পশু অপেক্ষাও নীচ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ অনেক প্রমাণ দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে শূদ্রেরাই এতদ্দেশের আদিমনিবাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যেরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ এতদ্দেশ জয় করিয়া এস্থানের লোকদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই চারি আদিবর্ণের পরস্পর স্ত্রী পুরুষ সম্মিলনে অন্যান্য সকল বর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেরই এক এক নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন করা ইহাদিগের বিধি। ইহারা প্রত্যেকেই সাতিশয় জাত্যভিমানী, কিন্তু অস্মদ্দেশ বহু কালাবধি যবন ও ইংরাজদিগের অধীন হওয়ায় জাতিভেদে ব্যবসায়ের নিশ্চয়তা নাই।

পূর্ব্বকালে উচ্চবর্ণ নীচবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু বর্ত্তমানে ভিন্ন বর্ণ দূরে থাকুক, স্ববর্ণ মধ্যে ভিন্নশ্রেণীস্থ পুত্র কন্যা সম্মিলন হইলে জাতি ভ্রষ্ট হয়, এবং উচ্চবর্ণ নীচবর্ণের অন্ন গ্রহণ করিলে মহাপাপ বলিয়া গণিত হয়েন।

খ্রীষ্টান, মুসলমান, ও বৌদ্ধেরা আপনাদিগের ধর্ম্ম সত্য বোধে, ছলে বলে কৌশলে অথবা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া

অন্যকে স্ব স্ব মতাবলম্বী করিতে পারিলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। এককালে হিন্দুরাও স্বমত বিস্তার জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষণে অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোকেরা ইচ্ছুক হইলেও তাহাদিগকে স্বশ্রেণীভুক্ত করেন না।

হিন্দুমতে এক অনাদি অনন্ত, অবয়ব, ও সুখ দুঃখ রহিত, নির্গুণ অথচ সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর নিত্য এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন। মায়া অর্থাৎ সগুণ অবস্থায় এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং কালেতে মায়াবসানে তিনি ভিন্ন সকলেরই ধ্বংস হইবে। এই সংসারের সৃজন পালন ও সংহার জন্য পরমেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্রকে সৃজন করেন। বেদোদ্ধার, দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালনাদি জন্য এই পৃথিবীতে বিষ্ণু মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, ও বুদ্ধ রূপে নয় বার অবতীর্ণ হয়েন; এবং কলিযুগাবসানে কল্কি রূপে অবতীর্ণ হইবেন। দেবতাগণ অসাধারণ ও বিশেষ বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা মানবগণের মান্য ও পূজ্য, এবং তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিলে ইহ ও পরকালে বিবিধ প্রকার সুখ সম্ভোগ, ও অবহেলা করিলে নানাবিধ দুঃখভোগ হইবেক। যদবধি এই অকিঞ্চিৎকর জগৎ নিত্য বোধ হইবেক, তদবধি মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম

গ্রহণ করিয়া ঐহিক সুখ দুঃখ ও স্বর্গ নরক ভোগাদি করিবে। কিন্তু কেবল ঈশ্বর মাত্র সত্য ও নিত্য বোধ হইলে সুখ দুঃখাদি রহিত হইয়া মনুষ্যের আত্মা পরমেশ্বরে লীন হইবে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, দান করা, মন্দির ও পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, পথ প্রদান, পূর্ব্ব পুরুষের পিণ্ডদান ও তর্পণ, ও নিত্য ইষ্টদেবতাদি পূজা করা এই ধর্ম্মের বিধি।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত লোকই অধিক। প্রায় ৩৭ কোটি মনুষ্য এই মতাবলম্বী। ২৪০০ বৎসরের অধিক হইল নেপাল সন্নিহিত কপিলর রাজ্যাধীশ্বর সুদ্দোধনের গৌতম নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রাজপুত্র অল্পবয়সে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া উরুবেলা নামক অরণ্যে প্রবেশ করত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে তিনি বুদ্ধাবস্থা অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান ও ইচ্ছাক্রমে সকল জানিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থা প্রাপ্তানন্তর তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বকীয় সনাতন মত ঘোষণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলেবর পরিত্যাগ করেন। এককালে প্রায় সমুদয় ভারত ভূমিতে বৌদ্ধ মত প্রচলিত

ছিল। হিন্দুগণ বুদ্ধকে নবম অবতার কহিয়া থাকেন; কথিত আছে যে, দেবদাস নামক এক রাক্ষস ঘোরতর তপস্যা করিয়া এই বর প্রাপ্ত হন, যে যতকাল তিনি বেদ মানা করিবেন ততকাল কাশীর অধিপতি হইয়া জীবন যাপন করিবেন। তদনুসারে দেবদাস স্বগণ সমভিব্যাহারে কাশীপতি হইয়া দেবতাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল, দেবতারা বহিষ্কৃত হইয়া বিষ্ণুর নিকট আবেদন করেন, বিষ্ণু রাক্ষসদিগকে তথা হইতে দূরীকরণ জন্য অন্য কোন সদুপায় না পাইয়া বুদ্ধাবতার হইলেন, এবং কাশীর নিকট বেদনিন্দা করিয়া নূতন মত প্রচার করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তন্মতস্থ হওয়ায়, তিনি তাহাদিগকে অক্লেশে দেবপুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম পুস্তক সকল পালিভাষায় লিখিত। ঐ ভাষাকে হিন্দুরা মাগধী অথবা অপভ্রংশ কহিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রকারকেরা বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক উপাধি দেন। ফলতঃ ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক অনাদি, চিরস্থায়ী, চৈতন্যবিশিষ্ট বিশ্বকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বৌদ্ধমতে শরীর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থ নহে। দেহের নাশ হইলে জীবের ধ্বংস হয়। কিন্তু জীবিতাবস্থার সদসৎকর্ম্মানুসারে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। ঐ জীব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। কর্ম্মই ভোগের মূল কারণ, এবং অজ্ঞান হই-

তেই কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। মানবগণ জ্ঞানদশা প্রাপ্ত হইলে সুখ দুঃখের অধিকারী হয় না। ইহাকেই নির্ব্বাণ কহে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে, এবং উহাঁকে আদি-বুদ্ধ উপাধি দেয়।

ইহারা আত্মা বলিয়া এক পৃথক্ পদার্থ বিশ্বাস করিয়া থাকে। বৌদ্ধমতে " অহিংসা পরম ধর্ম্ম ,, জীব নষ্ট করিয়া তাহার মাংস আহার করা সর্ব্ব প্রকারে নিষিদ্ধ, এবং মিথ্যা কথনে মহৎ দোষ। ইহাদিগের যাজকবর্গ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে কিম্বা বৃক্ষমূলে অথবা বিহারে বাস করে। ইহারা বিবাহ করে না, এবং ভিক্ষাদ্বারা দিনপাত করিয়া থাকে, কিন্তু কোনক্রমেই যাচ্ঞার বশবর্ত্তী হয় না। ক্ষুধা নিবৃত্তি নিমিত্ত যৎস্বল্প আহার করা, শরীর রক্ষার্থ কিঞ্চিৎকাল নিদ্রা যাওয়া, ও আবরণ জন্য যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান করাই ইহাদিগের বিধি। পুরুষবৎ স্ত্রীলোকদিগেরও বিহার আছে। কিন্তু হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদিগের বর্ণ ভেদ নাই। কেহ কেহ ব্রাহ্মণদিগের দেবতাগণকেও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

আসিয়া মহাখণ্ডে, রুসিয়ার পূর্ব্বাংশে, চিনটার্টরি, চিন, জেপানদ্বীপ, নেপাল, থিবেট, ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দুস্থান, ও লঙ্কায়, বৌদ্ধ মত প্রচলিত আছে।

উরুবেলা নামক অরণ্যে গয়াধাম নির্ম্মাণ হইয়াছে, লোকে কহে যে তরুমূলে গৌতম বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন তাহা একণে অক্ষয়বট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম।

আসিয়ার টর্কি দেশের বেথেলহেম নামক গ্রামে খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্য ও যৌবন কালে তীক্ষ্ণ ও অসামান্য বুদ্ধি ও সচ্চরিত্র নিমিত্ত সাতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সূত্রধরের ব্যবসায় দ্বারা দিনপাত করিতেন। তদনন্তর তিনি আপনার ধর্ম্ম মত ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার সম্প্রদায় বৃদ্ধি হওয়াতে, দেশস্থ লোক সমূহ ধর্ম্ম বিরুদ্ধাচারী বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করাতে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। তিনি ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ক্রূসিফাই হন (*)। মরণ সময়ে অসীম যন্ত্রণা মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি এই উক্তি করেন, হে পিতঃ! এই সমস্ত লোক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমার প্রাণ নষ্টের অভিলাষুক হইতেছে, অতএব ইহাদিগের যে দোষ তাহা মার্জ্জনা করুন। খ্রীষ্ট যে ধর্ম্ম প্রকাশ করেন, তন্মতা-

---

(*) অর্থাৎ তাঁহার শত্রুরা ক্রস আকৃতি কাষ্ঠে তাঁহার হস্ত পদাদি পেরেকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করে।

বলম্বী ব্যক্তিদিগকে খ্রীষ্টান কহে। খ্রীষ্টানেরা তাহাদি-গের ধর্ম্মপ্রকাশকের জন্ম বৎসরাবধি অব্দ গণনা করিয়া থাকেন। ইহাকে খ্রীষ্টীয় শাক কহে। ইহাদিগের ধর্ম্ম পুস্তকের নাম বাইবেল, তাহা গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় লিখিত; কিন্তু এক্ষণে তাহা সকল লিখিত প্রচলিত ভা-ষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতে পরমেশ্বর এক, কিন্তু পিতা পুত্র ও ধর্ম্মাত্মা তিন পৃথক ব্যক্তি ঐ একে বিরাজ করেন। ঈশ্ব-রের আজ্ঞায় এই জগৎ সৃষ্টি হয়। আদি পুরুষ ও স্ত্রী, সৎ ও অমর হইয়া সৃষ্ট হন, কিন্তু ইহাঁরা জগৎকর্ত্তার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করাতে পাপ, দুঃখ, মৃত্যু ইহ সংসারে প্রবেশ করে, এবং ইহাদিগের অবাধ্যতা বশতঃ তদ্বংশ-জাত মানব জাতি এককালে পতিত হন। মনুষ্যদিগকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করণাভিপ্রায়ে ঈশ্বরপুত্র পরম করুণা প্রকাশ করত দুঃখ ও মৃত্যু যন্ত্রণা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া খ্রীষ্ট রূপে এই অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হন।

যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেক, তাহারাই চরমে পরম পদার্থ চিরসুখ লাভ করিবেক। খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা নরের একবার মাত্র জন্ম স্বীকার করে। ঐ উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের ধর্ম্মপুস্তকে ইহা

লিখিত আছে, যে এক সময়ে মনুষ্য মাত্রেরই বিনাশ হইবে, তখন সকলেই ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী সশরীরে পরমাত্মার নিকট দণ্ডায়মান্ হইয়া স্ব স্ব গুণ দোষ ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া, কর্ম্মানুসারে চিরদিন নিমিত্ত স্বর্গ অথবা নরক ভোগ করিবেক।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ জলসংস্কার; উহারদ্বারা মনুষ্যমাত্রেই তাহাদিগের আদি পুরুষ ঘটিত আনুষঙ্গিক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

টর্কি ও তৎসান্নিধ্য রুসিয়ার কতিপয় জিলা ভিন্ন ইউরোপের সকল জাতিরা, আসিয়ার মধ্যবর্ত্তী টর্কিতে আর্ম্মিনিয়নেরা, রুসিয়ার জর্জ্জিয়ানেরা, ও আফ্রিকার আবিসিনিয়নেরা সমুদায়ই খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী।

আমেরিকার দক্ষিণ প্যাটেগোনিয়া ও উত্তরাংশে কয়েক দেশ যথায় আদিমবাসীরা বাস করে, তদ্ব্যতীত সকল স্থান ইউরোপীয় জাতিরা অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং ঐ দুইখণ্ড ভিন্ন সমুদয়ই খ্রীষ্টানদিগের নিবাস স্থল হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আষ্ট্রেলিয়া ও তন্নিকটস্থ দ্বীপেও খ্রীষ্টান জাতিরা অবস্থান করিয়াছে। ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসী খ্রীষ্টানদিগের স্বমত বিস্তার করণজন্য বিশেষ যত্ন, উদ্যোগ, ও উৎসাহ দেখা যায়। উহাদিগের যাজকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশ ও সংসারাশ্রমের সুখ পরিত্যাগ করত অসহ্য ক্লেশ ও মৃত্যু

পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত ঘোষণা জন্য নানাদেশে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এই সকল মহাত্মাদিগের উপদেশদ্বারা পৃথিবীর অধিকাংশ অসভ্য ব্যক্তি নিষ্ঠুরাচরণ হইতে ক্ষান্ত হইয়া ক্রমশই উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে। পাদ্রিদিগের সচেষ্টায় এই ভারত ভূমিতে কত সহস্র সহস্র লোক খ্রীষ্টান হইয়াছে।

মুসলমান ধর্ম্ম।

৫৬৯ খ্রিষ্টীয়াব্দে আরেবিয়ার রাজধানী মক্কা নগরে মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবাল্লা, মাতার নাম আমিনা। তিনি অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পিতৃ মাতৃ হীন হইয়া পিতৃব্য আবুতালেব কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়েন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাদিজা নাম্নী এক ধনবতী বিধবাকে বিবাহ করেন। পরে স্বদেশস্থ লোকদিগের পৌত্তলিক মত ও নরবলি প্রভৃতি কুরীতি প্রচলিত দেখিয়া কি রূপে তাহার এককালে মূলোৎপাটন হয়, তন্নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাকুল থাকিতেন, এবং প্রতি বৎসর রোমজান মাসে হিরা নামক গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন, এবং তাঁহার সন্নিধানে নিরন্তর দেশস্থ লোকের মঙ্গলার্থ সদুপায় প্রার্থনা করিতেন। অদ্যাবধি মুসলমানেরা ঐ মাসকে পবিত্র

বোধ করিয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর রোমজান মাসের দিবসে উপবাসাদি করিয়া উপাসনা করে। এই রূপে কয়েক বৎসর অতীত হইলে অবশেষে তাঁহার এরূপ বোধ হইল, যে পরমেশ্বরের এক দূত গেব্রিল তাঁহার নিকট গমনাগমন করে, এবং তাঁহাকেই জগৎকর্ত্তা স্বীয় মহিমা ও গৌরব বিস্তৃত করণার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। তদনন্তর চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে মহম্মদ ধর্ম্মমত প্রকাশ করিতে আরব্ধ করিলেন। দেশস্থ লোকেরা তাঁহাকে নূতন ধর্ম্মপ্রকাশক বলিয়া গুপ্তভাবে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যোগী হয়, এবং তিনি ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক মদিনা নগরে পলায়ন করেন। মুসলমানেরা ঐ সময়াবধি উহাদিগের অব্দ গণনা করিয়া থাকে। তাহার নাম হিজরা শক। এক্ষণে ঐ শক ১২৬২। উক্ত সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁহার মতস্থ হওয়ায়, তিনি অসত্যাবলম্বী ব্যক্তিগণকে যে কোন রূপে হউক অসৎপথ হইতে বিমুখ করণাভিপ্রায়ে দেশস্থ পৌত্তলিক মতানুগামী ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করত তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া সকলকে স্বমতস্থ করেন। এবং তাঁহার সৈন্যেরাও অন্যান্য দেশ জয় করিতে আরব্ধ করে। তদনন্তর মহম্মদ ষষ্ঠি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন। তিনি এককালে অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাদিজার গর্ব্ভ-

জাতা এক কন্যা মাত্র তাঁহার মৃত্যুর পর জীবিতা থাকে। তাহার নাম ফতেমা। এই কন্যার আলির সহিত বিবাহ হয়। হাসেন ও হোসেন ইহাদিগের পুত্র। মুসলমানেরা ইহাদিগের মৃত্যুপলক্ষে শোক চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাবধি গোঁয়ারা করিয়া থাকে। মহম্মদের ধর্ম্ম মতানুগামী ব্যক্তিদিগকে মুসলমান কহে। উহাদিগের ধর্ম্ম পুস্তকের নাম কোরান, তাহা আরবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

তেজঃস্বরূপ পরমাত্মা এই জগতের কর্ত্তা। তিনি এক ; তাঁহার সদৃশ ও দ্বিতীয় নাই। মনুষ্যকে সদসৎ বিবেচনা শক্তি দিয়া সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু আদিপুরুষের অবাধ্যতা বশতঃ মানবেরা কুমার্গগামী হইয়া পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, এবং তজ্জন্য উভয় লোকেই অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্যবর্গের সমূহ ক্লেশ নিবারণার্থ মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রিয় পাত্রদিগকে সত্যবার্ত্তা সম্বলিত পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সৃষ্টি অবধি সত্যপ্রচারক অনেক ব্যক্তি এই ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহম্মদ সর্ব্বাবশেষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া প্রেরিত হন। একারণ তন্মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগেরই সদ্গতি হইবেক।

পরমেশ্বর এক এবং সকলেরই শ্রেষ্ঠ। মহম্মদ তাঁহার পেগম্বর অর্থাৎ প্রিয়পাত্র বলিয়া সকল মুসলমানেরই বিশ্বাস

স্থল। একারণ নমাজ অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনা কালীন তাহারা তাঁহার এই নামোচ্চারণ করিয়া থাকে। উহাতে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে মানবগণ মহাদোষী হইলেও নরকে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ ভোগ করিয়া চরমে স্বর্গীয় চিরসুখ ভোগ করিবেক। অহোরাত্র পাঁচ বার মক্কা মুখ হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করা, পর্ব্বকালীন উপবাস, তীর্থার্থে মক্কা ও মদিনায় গমন, এবং দীন দরিদ্রদিগকে দান করা, এই সমস্ত উহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কোরানে মনুষ্যদিগকে এই সকল কর্ম্ম করিতে ভূয়োভূয়ঃ বিধি আছে।

মুসলমানেরা অদৃষ্ট অর্থাৎ ভোগাভোগ যাহা জন্মকালীন লিখিত হয়, তাহা কোন মতে খণ্ডন হয় না, ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে। মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত আছে,—সুন্নী ও সীয়া। সুন্নীরা কোরান ভিন্ন মহম্মদীয় শ্রুতবাক্য ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মান্য করে, এবং আবুবকর ওমার অথমান এবং আলি এই চারিজন মহম্মদের মৃত্যুর পর গুণানুসারে পর পর কলিপতি পদে অভিষিক্ত হয়েন। সীয়ারা কোরান ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক গ্রাহ্য করে না, কেবল আলিকে তাহার যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করে, এবং অন্যদিগকে দুরাত্মা বোধ এবং অন্যায় রূপে তৎপদাভিষিক্ত হওয়ায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে অমান্য করিয়া থাকে।

ইউরোপের টর্কি, রুসিয়ার দক্ষিণাংশে কতিপয় জিলা, আসিয়ার টর্কি, আরেবিয়া, পারসিয়া, আফগানস্থান, স্বাধীনটার্টরি রুসিয়ার পশ্চিমাংশ, মালাই, আসিয়ার কতিপয় দ্বীপ, আফ্রিকার ইজিপ্ট, বারবারি রাজ্যসমূহ, এই সকল দেশ মুসলমানদিগের বাসস্থান।

ভারতবর্ষের প্রায় চতুর্থাংশ লোক মুসলমান। ইহা-দিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা ষষ্ঠ সপ্ত শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশ হিন্দুরাজার হস্তহইতে জয় করিয়া এই স্থানে বসতি করি-য়াছে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক তাহাদিগের রাজ্য-কালীন ঐ মতাবলম্বী হইয়াছে।

বন্যাবস্থা।

মনুষ্য শ্রেণীমধ্যে যে সমস্ত জাতি কৃষিকর্ম্মে সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞ ; এবং বন্য ফল, মৎস্য, ও জন্তু বধ করিয়া উদর পূরণ করে ; ভাবী সময়ের নিমিত্ত সঞ্চয় অথবা চিন্তা করে না ; এবং সম্পূর্ণরূপে রিপু সকলের বশীভূত হয় ; আপাততঃ স্বচ্ছন্দতার প্রয়াসী ; শাস্ত্রালোচনা দূরে থাকুক অক্ষরাদি জ্ঞাত নহে ; সকলেই স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম করে ; ও পরমেশ্বরের একত্ব ও গুণাংশ কিঞ্চিন্মাত্র অবগত না থাকিয়া, কেবল জল, বায়ু, পর্ব্বত, নদী, বৃহৎ বৃক্ষাদির পূজা করে ; তাহা-দিগকেই বন্য কহা যায়। এ অবস্থায় ইহারা এক প্রকার

নগ্ন থাকে, বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পশুর চর্ম্ম অথবা বৃক্ষের বল্কল পরিধান করে। এবং বহুসংখ্যক লোক এক স্থানে স্থিত হয় না। সর্ব্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু পরাজিত শত্রুদিগের প্রতি অতিশয় অসৎ ও নিষ্ঠুরাচরণ করে। এমত কথিত আছে, যে তাহারা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে পিতা মাতার সন্তানের প্রতি স্নেহ এবং পুত্র কন্যার জনক জননীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অতি বিরল। ইহাদিগের দুর্ব্বল অঙ্গহীন অথবা অধিক সন্তান হইলে পিতা মাতা তাহাদিগকে অনায়াসে বিনষ্ট করে, এবং পুত্রও পিতা মাতা অশক্ত অকর্ম্ম্য অথবা রোগ-গ্রস্ত হইলে তাহাদিগকে অক্লেশে পরিত্যাগ করে। এত-দ্রূপ কথিত আছে, কোন কোন জাতি বৃদ্ধ জনক জননীকে অথবা ক্রোড়স্থ সন্তানকে বিনষ্ট করিয়া মহা আনন্দ পূর্ব্বক সেই মাংস ভক্ষণ করে।

বন্য মনুষ্যেরা অতিশয় স্বার্থপর। ইহারা আত্মক্লেশ স্বীকার করিয়া অন্যের উপকার করিতে কদাচ সম্মত নহে, এবং পরিশ্রম করিতেও কদাপি ইচ্ছুক হয় না। ইহারা মাদক দ্রব্য ব্যবহারে এবং দ্যূতক্রীড়ায় অত্যন্ত রত। গিরিগহ্বরে অথবা বৃক্ষতলে কিম্বা পত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদিত সামান্য গৃহে প্রায় বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও নির্দ্দিষ্ট ভূম্যাদি নাই, যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি

উৎপাদিত করে ; ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে যে পরিশ্রমের লঘুতা হয়, ইহা অসভ্য ব্যক্তির স্বপ্নের অগোচর।

অসভ্যাবস্থা।

এই অবস্থার অধীন মনুষ্যেরা কৃষিকর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্র অবগত আছে. ইহাদিগের অধিকাংশই অশ্ব, গো, মেষ প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, এবং উক্ত পশু সমূহের মাংস ভক্ষণ দুগ্ধ পান এবং চর্ম্ম ও লোমে গৃহ বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করা ইহাদিগের ব্যবহার। ইহারা প্রায় একস্থানবাসী হয় না, কিন্তু খাদ্যান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় ; অধিকাংশ ব্যক্তি তাম্বু মধ্যে অবস্থিতি করে। যাহাদিগের ভূমি সকল উর্ব্বরা তাহারা নগরবাসী হইলেও প্রায় এক স্থানে অধিক লোকের সহিত বসতি করে না। ইহারা অতিশয় যুদ্ধার্থী, কিন্তু শত্রুগণ পরাজিত হইলে তাহাদিগকে নষ্ট না করিয়া কোন মতে দোষ বিবেচনা করে না, কিন্তু শরণাগত ব্যক্তিদিগের সাধ্যানুসারে উপকার করিয়া থাকে। ইহারা এক প্রকার না এক প্রকার শাসনের অধীন। ইহাদিগের অনেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া এক জন কর্ত্তার বাধ্য হয়। সাধারণ সংক্রান্ত বিষয় উপস্থিত হইলে সকলে একত্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের

কর্ত্তাদিগের মধ্যে এক জনকে প্রধান স্বীকার করিয়া তন্ম-তানুযায়ী কর্ম্ম করে। পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদাদি উপস্থিত হইলে অন্যকে হস্তক্ষেপ করিতে না দিয়া নিজ বাহুবলেই প্রায় তাহা মীমাংসা করিয়া থাকে। যদিও কোন কোন জাতি মধ্যে বিবাদাদি নিষ্পন্ন জন্য বিচারালয় ও বিচার-কর্ত্তা সংস্থাপিত আছে, কিন্তু তাহাদিগের আইন সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর। ইহাদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে লিখিত ভাষাও প্রচলিত, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি তাহা ব্যবহার করে না। ইহারা কাব্যশাস্ত্রের অধিক গৌরব করিয়া থাকে, এবং যে সকল গ্রন্থে দেবতা ও বীরদিগের মহিমা বর্ণন ও গুণকীর্ত্তন আছে তাহা শুনিতেই সর্ব্বদা অভিলাষুক হয়। ইহাদিগের পণ্ডিতগণ খগোল, ও অঙ্ক বিদ্যায় কিঞ্চিদংশ অবগত আছেন।

পরমেশ্বরের যে সমস্ত নিয়মদ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা অবগত না থাকিয়া ইহাদিগের এই বোধ, যে অসামান্য কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, দেবতাদিগের রোষ অথবা সন্তোষের প্রকাশক স্বরূপ উল্কাপাত এবং ধূমকেতু প্রকাশাদিতে অবশ্যই সুরসমূহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। যাজকবর্গ ঐ সমস্ত বুঝিতে সক্ষম হয়, এই বিশ্বাসে তাহাদিগকে যথোচিত গৌরব ও মান্য করিয়া থাকে, এবং উহাদিগের পরামর্শ ভিন্ন কোন অভিনব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। বন্য ও অসভ্য অবস্থায় বলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

অর্দ্ধ সভ্যাবস্থা।

মনুষ্য সকল এই অবস্থায় অধিক সংখ্যায় দেশমধ্যে অধিবাস করত কৃষিকার্য্য ও স্ব স্ব দেশ ও নিকটস্থ রাজ্যের অভ্যন্তরে বাণিজ্যাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু অধিকাংশের নাবিকতা বিদ্যায় পাণ্ডিত্য না থাকায় দূর-দেশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় না, একারণ বহুদর্শি-তার অভাব প্রযুক্ত আপনাদিগকেই শ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য জাতিদিগকে অসভ্য বোধ করিয়া থাকে। ইহারা শিল্প-বিদ্যার কিয়দংশ মাত্র অবগত আছে, কিন্তু কোন কোন কর্ম্মে বিলক্ষণ পারদর্শী। ইহাদিগের মধ্যে বিদ্যার অতিশয় গৌরব ও পণ্ডিতেরা অতিশয় মান্য। শাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি, কিন্তু পদার্থ ঘটিত বিষয়ে যৎস্বল্পমাত্র জ্ঞান আছে, তাহার উন্নতি করা দূরে থাকুক বরং পূর্ব্বকালাপেক্ষা হ্রাসতাই দেখা যায়। ইহাদিগের উচ্চশ্রেণীস্থ অনেক ব্যক্তিই প্রচ-লিত শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়া থাকে, কিন্তু দুঃস্থ লো-কেরা প্রায়ই বিদ্যার আস্বাদনে একেবারে বঞ্চিত হয়, এবং ইহারা যদ্রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের উন্নতি হওয়া কোন মতেই সম্ভবে না। এই অবস্থাপন্ন পণ্ডিতগণ বুদ্ধির অগম্য বিষয়ের মীমাংসা করণে অর্থাৎ পরমাত্মা, জগদীশ্বর ও প্রকৃতির মূল কারণ প্রভৃতি নানা

বিষয়ানুসন্ধানে সযত্ন হয়েন, এতদ্রূপে কেবল দর্শন শাস্ত্রের অধিক আলোচনায় অনর্থক সময় ক্ষেপণ করিয়া সাধারণের হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন না।

অর্দ্ধসভ্য জাতিদিগের বিজ্ঞগণ আপনাদিগের অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া অসদৃশ ব্যক্তির প্রতি তাচ্ছীল্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, একারণ স্ত্রীলোকেরা জ্ঞানপথ-গামিনী হইতে পারে না। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মধ্যে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত আছে।

সভ্যাবস্থা।

মনুষ্যের অবস্থা ক্রমশই উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে, কোন-কালে যে ইহার সীমাবদ্ধ হইবেক এমত বোধ হয় না। সৃষ্টির নিয়ম যত অধিক অবগত হইবেক ততই সুখ স্বচ্ছন্দ-তার বৃদ্ধি হইবেক, যত জ্ঞানের আধিক্য হইবে ততই কুপ্রথা, কুরীতি সমূহের মূলোৎপাটন হইয়া সাধারণেই ক্রমশঃ সাতিশয় সুখী হইতে থাকিবেক। এক্ষণে যে সমস্ত জাতি সভ্যশ্রেণী মধ্যে গণ্য তাঁহারা পদার্থ বিদ্যায় বিল-ক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন। ইহাঁরা পৃথিবীর সকল খণ্ডে অনায়াসে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়েন, এবং বাষ্পীয় অর্ণবযান ও শকটদ্বারা দূরস্থিত স্থানে স্বল্প সময় মধ্যে যাইতে পারেন, তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্রদ্বারা ১৮০০০ অধিক

মাইল অন্তরস্থিত স্থানের সংবাদ এক সেকণ্ড সময়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং রাত্রিকালে বিদ্যুদগ্নি দ্বারা নগরাদিকে দিবসবৎ আলোকময় করিতেছেন। কৃষিবিদ্যায় জ্ঞানবান হইয়া অফলা ভূমিকে উর্ব্বরা করিতেছেন, হস্তাদির নৈপুণ্য ও যন্ত্রাদিদ্বারা অতি সুগমে ও স্বল্প সময় মধ্যে উত্তমোত্তম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া অনেকানেক পূর্ব্ব দুঃসাধ্যবোধক রোগের শান্তি করিতেছেন। স্ত্রীজাতিরা দুর্ব্বলা কিন্তু পুরুষবৎ গুণবিশিষ্টা। ইহারাই ইহাঁদিগের মাতা ও ভগিনী এবং প্রথম উপদেশিকা, আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত সঙ্গিনী ও পরামর্শদায়িনী এবং ইহাঁদিগের হিতাহিতের মূল কারণ, এজন্য উহাদিগকে সুশিক্ষা প্রদানে ক্রটি করেন না। দাসত্ব অবস্থায় কেহ কখন সুখী বা সৎ হইতে পারে না। প্রতিপালকেরা দাসদিগের প্রতি সাতিশয় ক্রূর ব্যবহার করিয়া কেবল যে তাহাদিগকে দুঃখ দেন এমত নহে, আপনারাও কুস্বভাব হইয়া বিলক্ষণ ক্লেশ পাইয়া থাকেন। একারণ ইহাঁরা দাসত্ব প্রথাও দূরীকৃত করিয়াছেন। ইহাঁদিগের রাজপুরুষ ও বিচক্ষণগণ সাধারণের সুখবৃদ্ধি নিমিত্ত সাতিশয় যত্নশালী হয়েন, ইহাঁদিগের রাজনিয়ম অর্থাৎ আইন সকলের পক্ষে সমান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, শূদ্র কিম্বা মুসলমান ইহারা দোষী হইলে সমরূপে দণ্ডনীয় হয়। সভ্যজাতিরা জ্ঞান পরম হিতকারী বলিয়া সর্ব্ব

সাধারণের জ্ঞান দানে প্রবৃত্ত আছেন। শূদ্রেরা শাস্ত্রাধিকারী হইতে পারে না, দুঃস্থেরা কেবল দাসত্ব করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে না, ইত্যাকার বোধ সভ্যজাতির মনে কদাপি উদয় হয় না, এবং যদিও ইহাঁরা জ্ঞান দানে প্রবৃত্ত হইয়া সম্যক্ রূপে কৃতী হইতে পারেন নাই, কিন্তু সফল হইবার পথে দণ্ডায়মান্ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

দুর্ভাগ্য বশতঃ কতকগুলি ব্যক্তি অন্ধ, বধির, মুক এবং জড় হইয়া থাকে। অসভ্যজাতিরা এতাদৃশ সন্তানগণকে অকর্ম্মণ্য গলগ্রহ বলিয়া নষ্ট করে, কিন্তু সভ্য জাতিরা যে কেবল ইহাদিগকে উত্তম রূপে লালন পালন করেন এমত নহে, ইহাদিগকে জ্ঞান দান করিতে বিলক্ষণ যত্ন পাইয়েছেন, এবং ইহাদিগের নিমিত্ত উত্তম পাঠশালা স্থাপনা করিয়াছেন, যথায় ইহারা লেখা পড়া, শিল্পকার্য্য, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে।

দয়া মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ, এবং এই দয়া হইতেই দানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যোগ্য পাত্রে দান করিলে যথার্থ উপকার করা হয়। এজন্য রোগীজনের রোগ মুক্তি নিমিত্ত চিকিৎসালয়, অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিগণের অক্লেশে দিনযাপন জন্য অতুরালয় প্রভৃতি সাধারণের হিতকর ব্যাপার সকল সংস্থাপন করেন। ইহাঁরা কেবল যে স্বদেশীয় লোকের হিতার্থে যত্নশীল এমত নহে, সাধ্যানুসারে

সাধারণের উপকারার্থ কায়িক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় অনায়াসে স্বীকার করেন। ইংরেজগণ নিগ্রোদিগের দাসত্ব মোচনার্থ বহুবিধ যত্ন ও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া বিংশকোটি মুদ্রা পর্য্যন্তও ব্যয় করিয়াছেন। সভ্যজাতিরা ধর্ম্মের সহিত অন্য বিষয়ের সংশ্রব করেন না; যদিও পরমেশ্বর সকলের মূলকারণ ও ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পারেন, কিন্তু তিনি আপনার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন না। এই নিশ্চয় বোধে আপদ্ বিপদ্ উপস্থিত হইলে অদৃষ্টোপরি নির্ভর অথবা দৈবচেষ্টা না করিয়া মনুষ্য সাধ্য উপায় দ্বারা উদ্ধার হইতে সম্যক্ রূপে চেষ্টা পান।

অধিক কি কহিব সভ্যজাতি মধ্যে পরমায়ুঃও পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে এক কালীন জাত বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক হইলে তাহা ঐক্য করিয়া সমান রূপে অংশ করিলে ২৮ কিম্বা ৩০ বৎসর হইত। এক্ষণে তাহাদিগের ৪০ কিম্বা ৪৪ বৎসর করিয়া হইতেছে।

ইংরেজ, ফরাসিস্, ওলন্দাজ, বেলজী, সুইস্, জর্ম্মেন, প্রুসিয়ান, অষ্ট্রিয়ান, এবং আমেরিকায় ব্রিটিস আমেরিকান ও ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের উত্তরাংশবাসীগণ, ইঁহারা সকলেই সভ্যশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট অথবা শাসন প্রণালী।

মনুষ্যজাতি দলবদ্ধ হইয়া একত্রে বাস করিলেই কোন নিয়ম বা শাসনের অধীন দেখা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এক এক ব্যক্তির কর্তৃত্বের অধীন এবং তিনিই রাজা, সম্রাট্, বাদসাহ, অথবা খাঁ ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। রাজাদিগের প্রজাপুঞ্জের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা এবং হিতানুষ্ঠান করাই কর্তব্য কর্ম্ম। যে যে স্থানে ভূপালগণ স্বাধীন হইয়া যথেচ্ছারূপে প্রজা পালন করেন তাহাকেই একাধিপত্য রাজশাসন কহে। কিন্তু এতদ্রূপ রাজশাসন কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে, যেহেতু রাজগ্রাস হইতে প্রজাগণের ধন প্রাণ রক্ষার কোন স্থিরীকৃত উপায় নাই। সমুদয় আসিয়া ও আফ্রিকায়; ইউরোপ মধ্যে স্পেইন্, আষ্ট্রিয়া, টর্কি, ও রুসিয়ায়; আমেরিকার পেটেগোনিয়া, রুসিক আমেরিকা ও অধিকাংশ ওএষ্টইণ্ডিয়া উপদ্বীপে; এবং আষ্ট্রেলেসিয়ার ইংরেজ অধীন দেশ ভিন্ন সকল স্থানে; একাধিপত্য রাজশাসন প্রচলিত।

রাজশূন্য প্রদেশে জনপদবাসিগণের প্রতিনিধিবর্গের সভা সংস্থাপিত আছে, তাহাতে স্বদেশের হিতজনক নিয়ম সকল প্রস্তুত হয়। তাঁহারা তাহা প্রচলিত ও শান্তিরক্ষা নিমিত্ত কিঞ্চিৎকাল কাহারো উপর ভারা-

র্পণ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ হইয়া কতিপয় স্বেচ্ছামত ব্যক্তি-দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন কোন মতেই দেশীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই স্বীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে হয়। এতদ্রূপ শাসনের নাম জনপদ বা সাধারণতন্ত্র শাসন। উত্তর আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্, মেক্সিকো, টেক্সাস, গোয়াটিমালা, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় নিউগ্রেনেডা, পেরু, চিলি, পারাগোয়ে হেটী; ইউরোপে সুইটজর্লণ্ড; এই সমস্ত দেশ জনপদ শাসনের অধীন।

কোন কোন দেশে রাজা ও প্রজা প্রতিনিধি সভা-দ্বারা রাজকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, রাজা যুদ্ধের ও সন্ধির কর্ত্তা, সর্ব্বপ্রধান বিচারাধিপতি এবং দোষ গুণের দণ্ড ও পুরস্কার দাতা। তিনি কর্ম্মচারিদ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। পুরাতন নিয়ম রহিত অথবা নূতন নিয়ম স্থাপিত করিতে হইলে প্রতিনিধি সভায় স্থির হইয়া রাজসম্মতিক্রমে দেশ মধ্যে প্রচলিত হয়; এইরূপ শাসন প্রণালীকে সীমাবদ্ধ রাজশাসন কহে। গ্রেট্ব্রিটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, ডেন্মার্ক, হলণ্ড, বেল্জিয়ম, পর্টুগাল, গ্রিস এবং আমেরিকায় ব্রিটিস্ আমেরিকা ও ব্রেজিলে এরূপ শাসন প্রচলিত।

অধিকার।

সমুদ্র, পর্ব্বত, অরণ্য, বৃহৎ নদী প্রভৃতিদ্বারা পৃথিবী অনেকাংশে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ এক এক খণ্ডে যাহারা বসতি করে তাহাদিগকে এক এক জাতি কহা যায়; তন্মধ্যে পরস্পরের রীতি, নীতি, চরিত্র ও ভাষার বিভিন্নতা প্রযুক্ত পরস্পর একতা অবলম্বন করে না। যদ্যপি তাহারা স্বাধীন অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তবে সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল সম্ভাবনা। কিন্তু বলিষ্ঠেরা লোভ সম্বরণে অধীর হইয়া দুর্ব্বলদিগকে আক্রমণ ও পরাভব করিয়া অধীন করে, এবং আপনাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি নিমিত্ত পরাজিত ব্যক্তি হইতে বিবিধ প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। যে স্থানে সভ্যজাতিরা অসভ্যদিগকে অধীন করিয়া অর্থ প্রয়াসী না হয়, সে স্থলে তাহাদিগের কোন কোন বিষয়ে মঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা, কিন্তু বলদ্বারা তাহাদিগের উন্নতির চেষ্টা পাওয়া সর্ব্বতোভাবে অন্যায় কর্ম্ম ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কেবল সদুপদেশ ও নীতিশিক্ষা দ্বারাই ভদ্র করা ন্যায্য।

কতিপয় প্রধান রাজ্যের অধিকার নিম্নে লিখিত হইল।

ইংলণ্ডের অধীন দেশ।

ইউরোপে—— হেলিগোলণ্ড, জিব্রাল্‌টার, মাল্টা,

গোজো, এবং আইওনিয়ন দ্বীপ-সমূহ।

আসিয়ায়—— হিন্দুস্থান, ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দুস্থানের কিয়দংশ, সিংহল, পেনাং, সিংয়াপুর, হংকং, লাবুয়ান, আন্ডামান্, এবং আডেন।

আফ্রিকায়—— সায়ার, লিওন, গাম্বিয়া, কেপ কোস্ট কাষ্টেল, পশ্চিম আফ্রিকা, কেপ কলনি, নাটাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, আসেনসন, সেণ্টহেলেনা, মারিসস বা মারিচ, সেচেলি।

আমেরিকায়—— ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স রাজ্যের উত্তর ও রুসিক আমেরিকার দক্ষিণ পূর্ব্ব সমুদয় দেশ, ও নিউ ফোউণ্ডলণ্ড, কেপ ব্রিটন, প্রিন্স এডওয়ার্ড, আনটিকষ্টি, সেথামটন, ভানকুভর, পারি দ্বীপসমূহ যাহাদিগকে ব্রিটিস আমেরিকা কহে, এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপসমূহ মধ্যে জামেকা, আণ্টিয়গা, বারবেডোস, ডোমিনিকা, গ্রেণেডা, মণ্টসেরাট, নিভিস, সেণ্ট ক্রিসটোফর, সেণ্টলুসিয়া, সেণ্টভিন্সেণ্ট, টেবাগো,

	টরটোলা, আংগুইলা, ট্রিনিডাড, বাহামা, বার্মুডা, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় গায়ানার কিয়দংশ ও ফাকলণ্ড দ্বীপসমূহ।
আষ্ট্রেলাসিয়ায়—	আষ্ট্রেলিয়ার নিউ সৌথ ওয়েল্‌স, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়া, এবং ভাণ্ডিমানলণ্ড, নিউজিলণ্ড, নরফক, ও অকলণ্ড দ্বীপ সমূহ।

এই সমুদায়ের পরিমাণ ফল ৬২ ইং মাং, এবং লোক সংখ্যা ১২ কোটি।

ফ্রান্সের অধীন দেশ।

আসিয়ায়——	পণ্ডিচারি, চন্দননগর, কারিকাল, মহী।
আফ্রিকায়——	আলজিয়র্স, বোনা, লাকালী, বারবরি রাজ্য মধ্যস্থিত সেণ্টলুই, গোরি ও অন্যান্য দ্বীপ, সেনিগল নদ তীরস্থ স্থানে স্থানে আড্ডা, ও কুঠি এবং সেনাগামবিয়ার কিয়দংশ সমুদ্র তটস্থ প্রদেশ, পশ্চিম আফ্রিকা ও ভারত সাগরস্থ বোরবোঁ, ও সেণ্ট মেরিদ্বীপ।

আমেরিকায়—— ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ মধ্যে মার্টিনিক, গোয়াডালোপ ইত্যাদি, দক্ষিণ আমেরিকায় কেয়েন ও গায়ানার পূর্ব্বাংশ।

এই সমুদয়ের পরিমাণ ফল ১৪৪০০০ ইংমাং এবং লোক সংখ্যা ২০ লক্ষ।

হলণ্ডের অধীন দেশ।

আসিয়ায়—— জাভা প্রভৃতি কএকটী মশলা দ্বীপ, এবং সুমাত্রা ও বোরনিওর যৎস্বল্পাংশ।

আফ্রিকায়—— গিনির কিয়দংশ।

আমেরিকায়— ওয়েষ্ট ইনডিসের, সাবা, সেণ্ট ইউষ্টেস প্রভৃতি দ্বীপ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় গায়ানার কিয়দংশ এবং কুরাকো প্রভৃতি ৪ টী দ্বীপ।

ইহার পরিমাণ ফল ৩ লক্ষ ইং মাং।

পর্টুগালের অধীন দেশ।

আসিয়ায়—— গোয়া, পণ্ডিচরি, ডমনজু, মেকেও

আফ্রিকায়—— পশ্চিম আফ্রিকায় কঙ্গো, আঙ্গুলা বেঙ্গুলা, পূর্ব্ব আফ্রিকায় সোফালা,

মোজাম্বিক, কেপভার্ড, মেদেরা, আজোরস্ দ্বীপ।

স্পেনের অধীন দেশ।

আসিয়ায়—— ফিলিপাইন ও লাড্রোন দ্বীপ।

আমেরিকায়—— কুবা, পোর্টরিকো দ্বীপ।

আফ্রিকায়—— উত্তরাংশে স্বল্পস্থান।

পরিমাণ ফল ১ লক্ষ ইং মাং ও লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ।

ডেন্‌মার্কের অধীন দেশ।

গ্রিন্‌লণ্ড, আইসলণ্ড, ফার, এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ মধ্যে সেণ্ট ভমাস, সেণ্ট জন ও সান্টাক্রুজ এবং পশ্চিম আফ্রিকায় গিনি মধ্যে কয়েকটী নগর।

পরিমাণ ফল ৪৩২০০০ ইং মাং এবং লোক সংখ্যা ·· লক্ষ।

সম্পূর্ণ

৩৭ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির পর

ক্রোড় পত্র।

আফগানস্থান

আফগানস্থান ও বিলুচিস্তান রাজ্যদ্বয় হিন্দুস্থানের পশ্চিম। ইহাদিগের পরিমাণ ফল ৪ লক্ষ ক্রোশ, লোক সংখ্যা ১ কোটির অধিক। আফগান নামক রাজার বংশাবলিকে আফগান জাতি কহে, এবং উহাদিগের বাসস্থানের নাম আফগানস্থান। কাবুল ইহার রাজধানী। কন্দাহার, গজ্নি, হেরাট, প্রধান নগর। দেশ অধিকাংশ পর্ব্বতীয় ঐ স্থানে বিবিধ প্রকার শাক ও তরকারি, সেউ, আঙ্গুর, দাড়িম্ব, বাদাম, পেস্তা, প্রভৃতি অনেক উপাদেয় ফল উৎপন্ন হয়। তত্রত্য লোকেরা শিল্পবিদ্যায় বিশেষ পটু নহে। এ স্থানের সমস্ত ব্যবসায় স্থলপথদ্বারাই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বৎসরে ৩।৪ বার মহাজনেরা দলবদ্ধ হইয়া এখানহইতে দ্রব্যাদি লইয়া যায়, ও অন্যত্র হইতে আনয়ন করে। বন্দুক, তরবাল, রেশমি দ্রব্য, বিবিধ প্রকার ফল, চরস, ইত্যাদি রফতানির দ্রব্য। নীল, তুলা, লবণ, তুলার বস্ত্র, ছিট, নানাবিধ বিলাতি সামগ্রী, মসলা, চিনি, অহিফেন, হিং, ইত্যাদি আমদানির দ্রব্য। এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, গন্ধক, সোরা,

এবং উৎকৃষ্ট লৌহের খনি আছে। প্রতি গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত আছে; তথায় অধিকাংশ বালকেরা মোল্লাদিগের নিকট দেশীয় ভাষায় যৎসামান্য রূপে শিক্ষিত হয়; ভদ্র সন্তানেরা পারসী ভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা করেন। দেশে সমুদয় লোকের তৃতীয়াংশ আফগান। ইহারা রাজকীয় বা যুদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত রহে। আফগানেরা মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত, বলী, উদারস্বভাব, বৃদ্ধজনের সম্মানকারী, অতিথি-সৎকারে বিশেষ তৎপর, শরণাগতজনহিতকারী, কিন্তু পথিকদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিতে কিছু মাত্র সংশয় করে না। বিলুচিস্থানের রাজধানী খিলাত। এই রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি বালুকাময় ও মরু, কিন্তু যে অত্যল্প স্থলে আবাদ হয়, তথায় আফগানস্থানের সকল ফসল উৎপন্ন হয়। এখানকার তরমুজ এত বড় হয়, যে এক জন বলবান লোকে তাহা বহন করিতে সক্ষম হয় না। বিলুচিরা দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, কিন্তু সরলস্বভাব নহে, লোভী, নিষ্ঠুর, এবং দস্যুবৃত্তি দোষ বিবেচনা করে না।

পারস।

আফগান স্থানের পশ্চিম। মোসলমানেরা এই দেশকে ইরান কহে। ইহার আয়তন ৪৬৬০০০ ইং মাং; লোক সংখ্যা প্রায় এক কোটি। টিহারণ ইহার রাজধানী;

ইস্পাহান, সিরাজ, প্রধান নগর। দেশের দক্ষিণাংশ অফলশালী, উত্তরাংশ অত্যন্ত উর্ব্বরা। বিবিধ শস্য পিণ্ড-খর্জ্জূর, দাড়িম্ব, বাদাম, পিচ, আঙ্গুর, ও অন্যান্য মেওয়া উৎপন্ন হয়, এবং এই নিমিত্তই এই রাজ্য পৃথ্বীর উদ্যান বলিয়া বর্ণিত। এখানে রূপা, তাম্র, লৌহ, গন্ধকের আকর আছে। অশ্ব, উষ্ট্র, তাম্র, গন্ধক, চর্ম্ম, অহিফেন, গোলাব জল, মুক্তা, গালিচা, দুলিচা, রেশম, ঔষধির গাছগাছড়া, নানাবিধ ফল, জাফরান, তণ্ডুল, হিং, রফতানি হয়। নীল, চিনি, কাফি, চা, সীসা, টিন, হীরক, বিবিধ প্রকার মণি, উত্তম উত্তম বস্ত্র, বিলাতি দ্রব্য, ও খোজা আমদানি হয়। বাৎসরিক রাজস্ব ৩॥০ কোটি টাকা। সৈন্য এক লক্ষের অধিক।

এই রাজ্যে ৩ টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন সকলেই স্ব স্ব সন্তানদিগকে শিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরণ করেন। অল্পকাল বিদ্যাধ্যায়ীরা কোরানের কোন কোন অংশ কণ্ঠস্থ মাত্র করেন ; দীর্ঘকালে পাঠীরা আরবী পারসী শিখে। বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার চালনা হয় না, যে যৎস্বল্প হয় তাহার অধিকাংশ ভ্রমমূলক। ছাত্রদিগের বেতন দিতে হয় না, এবং শিক্ষকেরাও বেতন গ্রহণ করেন না। পাঠশালার অন্য অন্য ব্যয় রাজা বা ধনিজনের দত্ত ভুমির উপস্বত্ব হইতে নির্ব্বাহ হয়। এখানে বালিকারা বালকবৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অত্রস্থ লোকেরা

সুদৃশ্য, বলবান, কর্ম্মঠ, নম্রস্বভাব, কিন্তু ধূর্ত্ত ও তাদৃশ সাহসিক নহে। পূর্ব্বকালে পারস রাজ্য অতীব বিস্তৃত ছিল, ইহাদিগের ধর্ম্মও ভিন্ন ছিল। সৎ ও অসৎ এই দুই জগতের মূল কহিত। সূর্য্য ও অগ্নিকে অর্চ্চনা করিত। ইহাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপকের নাম জোরাষ্টর এবং ধর্ম্ম পুস্তকের নাম জেন্দাবেস্তা। এই মতস্থ কতক ব্যক্তি বম্বে, সুরাট প্রভৃতি নগরে বাস করে।

আরব।

কেহ কেহ কহেন যে এই রাজ্যস্থিত আরেবা প্রদেশ হইতে ইহার নাম করণ হয়। অপরে আরব শব্দে মরুভূমি ব্যুৎপত্তি করেন। ইহার পরিমাণ ফল ১ লক্ষ ইং মাঃ; লোক সংখ্যা ১ কোটি। মক্কা রাজধানী; এবং মদিনা, মোকা, আদেন, প্রধান নগর। দেশ স্থানে স্থানে পর্ব্বতীয়। অধিকাংশ ভূমি বালুকাময় ও অফলশালী, সমুদ্রতটস্থ স্থল উর্ব্বরা। এই মরুভূমি দিয়া যাত্রিদিগের গতায়াত করা বিলক্ষণ ক্লেশকর, বৃক্ষাদি নাই, জলও অপ্রাপ্য, মধ্যে মধ্যে তুফান হইয়া যাত্রির দল এক কালে নষ্ট হয়। ঈশ্বর কৃপায় স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলশালী, জলপ্রাপ্য স্থল দেখা যায়, তথায় যাত্রিগণ অবস্থিতি করিয়া ক্লেশ দূর করে। মোসলমান মাত্রেরই মক্কা মেদিনায় তী

করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে গণনীয় হওয়ায়, বৎসর বৎসর বহু সাধক ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোক অত্র আগমন করে। লৌহ, সীস, লবণ, এ দেশে প্রাপ্য। অশ্ব (যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য) উষ্ট্র, মুক্তা, কাফি, নীল, গঁদ, শোণামুখী, পিণ্ডখর্জ্জুর, ঔষধাদির দ্রব্য। বিবিধ প্রকার মুক্তার, চিনি, ও বিলাতি দ্রব্য, আমদানি হয়। সমুদ্র তটস্থ লোক যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য ধরিয়া থাকে, এবং তাহা গো, গর্দ্দভকে পর্য্যন্ত খাওয়ায়।

আরবদিগের মধ্যে কতক ব্যক্তি গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম করিয়া নগর মধ্যে বাস করে, কিন্তু অধিকাংশ তাম্বুতে অবস্থিতি করিয়া, গো, মেষ, অশ্ব, পালন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে পর্য্যটন করে। দুর্ব্বল পথিক পাইলে তাহাদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লয়। আরবেরা সুদৃশ্য ও সাহসিক, কখনই পরাধীন নহে। ইতিপূর্ব্বে ইহাদিগের রাজ্য অতীব বিস্তৃত ছিল। তৎকালে শাস্ত্রচালনা ও বিদ্যোন্নতি নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিত। আরবি ভাষা প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট, বিবিধ বিষয়ে বহু গ্রন্থে ভূষিত। পারসি, তুর্কি, আফগানি, প্রভৃতি ভাষায় অনেক শব্দ ইহা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

আসিয়ার টর্কি।

আরব রাজ্যের উত্তর। পরিমাণ ফল ৪॥ লক্ষ ইং মাং;

লোক সংখ্যা ১॥ কোটি। আলিপো রাজধানী; স্মির্ণা, ডামাসকস্, জেরুজুলাম, প্রধান নগর। দেশ পাহাড়ী বিশিষ্ট। আবহাওয়া অপূর্ব্ব; ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। ভিন্ন ভিন্ন শস্য ও নানাবিধ উপাদেয় ফল এখানে জন্মে; কৃষিকর্ম্মে তাদৃশ আদর নাই, এবং প্রজারা সামান্য শিল্প-কর্ম্মে মাত্র পটু। ধাতু, তাম্র। রফতানির দ্রব্য;—রেশম, পশম, তুলা, অনেক প্রকার শুষ্ক ফল, তমাক, অহিফেন, তৈল, সুরা, চর্ম্ম, তাম্র, ঔষধির গাছগাছড়া, জাফ-রান। আমদানির দ্রব্য;—বস্ত্র, ঘড়ি, কাচের ও মৃত্তিকার বাসন ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালে ইহুদি জাতি এখানে বাস করিত। ইহারা প্রাচীন সভ্যজাতি মধ্যে গণ্য। ইহাদিগের ভাষার নাম হিব্রু। ইহারা ঈশ্বরের প্রিয় জাতি বলিয়া শ্লাঘা করে; ইহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, যে সত্যমত বিশিষ্ট রূপে প্রচার ও অসৎদিগের দমন নিমিত্ত মেসায়া মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূমণ্ডলের শাসন ভার গ্রহণ করি-বেন। খ্রীষ্টানেরা কহে, যে যীশুখ্রীষ্ট সেই ব্যক্তি, কিন্তু ইহুদিরা তাহা স্বীকার করে না। মোসলমান ও খ্রীষ্টা-নেরা ইহুদিদিগের ধর্ম্ম পুস্তককে অতিশয় মান্য করিয়া থাকে। ইহুদিরা এক্ষণে দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে সেনৈতি ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া দিনপাত করে।

ানেরা বিশেষতঃ মোসলমানেরা ইহুদিদিগকে সম্যক্
দেয় করে।

আসিয়ার দ্বীপ।

আসিয়ার দক্ষিণে কতিপয় দ্বীপ আছে। তাহাদিগের
মষ্টিকে ইণ্ডিয়ন দ্বীপ কহে ; এই সমস্তের পরিমাণ ফল
লক্ষ ই: মা: ; লোক সংখ্যা ১॥ কোটি। ইহাদিগের
ধ্যে প্রধান।

দ্বীপ	রাজধানী
সুমাত্রা	বেঙ্কুলন
জাভা	বাতাভিয়া
বোর্ণিও	বোর্ণিও
সিলিবিস	মাকাসার
মসলাদ্বীপসমূহ	আমবয়না
ফিলিপাইন দ্বীপ সমূহ	মানিলা

এই সমস্ত দ্বীপের ভূমি অতি উর্ব্বরা। ইহার কোন কোন
দ্বীপে স্বর্ণ, রূপা, টিন, হীরক, প্রাপ্ত হওয়া যায়।